আদর্শ ই-বুক

অঙ্গুরীয় বিনিময়

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

অঙ্গুরীয় বিনিময়

প্রথম প্রকাশ: ১৮৫৭

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

২২ ফেব্রুয়ারি ১৮২৭ - ১৫ মে ১৮৯৪

১৮৫৭ সালে *ঐতিহাসিক উপন্যাস* নামে একটি বই প্রকাশ করেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। *ঐতিহাসিক উপন্যাস*-এ *অঙ্গুরীয় বিনিময়-এর* প্রথম প্রকাশ। এই বইয়ে দুটি উপন্যাস একসাথে প্রকাশিত হয়। *অঙ্গুরীয় বিনিময়* বাদে অন্যটি ছিলো *সফল স্বপ্ন* 'রোমান্স অব হিস্ট্রি' নামের একটি ইংরেজি বই থেকে প্লট সংগ্রহ করেন ভূদেব। দু'টি উপন্যাসই ঐ ইংরেজি বইয়ের উপর ভিত্তি করে রচিত। ফলে উপন্যাস দু'টিতে ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠার সাথে সচেতন ফিকসনের যোগ আছে। বলা হয় বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখবার প্রথম উদাহরণ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের। কাজী আবদুল ওদুদ বলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে *অঙ্গুরীয় বিনিময়*-এর আসর দেখতে পাওয়া যায়।

অঙ্গুরীয় বিনিময় তথা ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রথম প্রকাশের সময় ভূদেব রচিত বিজ্ঞাপন পাওয়া যায় ১৯০২ সালে প্রকাশিত বইটির (ঐতিহাসিক উপন্যাস) ষষ্ঠ সংস্করণ থেকে। এখানে সেটি যুক্ত করা হলো:

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন

গল্পচ্ছলে কিঞ্চিত কিঞ্চিত প্রকৃত বিবরণ এবং হিতোপদেশ শিক্ষা হয় ইহাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। ইহাতে দুইটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উপন্যাস সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহার প্রথমটীর সহিত দ্বিতিয়টীর কোন সম্বন্ধই নাই। উভয় উপন্যাসেই রাজ্য-সম্বন্ধীয় যে সকল কথা আছে, তাহা প্রকৃত ইতিহাসমূলক, অপরাপর যে সকল বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে তাহারও কোন কোন অংশমাত্র ইতিবৃত্তে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাও সর্ব্বতোভাবে প্রামাণিক বলিয়া গ্রাহ্য নহে।

ইংরাজীতে 'রোমানস অব হিষ্টরী' নামক একখানি গ্রন্থ আছে। তাহারই প্রথম উপাখ্যান লইয়া 'সফলস্বপ্ন' নামক উপন্যাসটী প্রস্তুত হইয়াছে।'অঙ্গুরীয় বিনিময়' নামক দ্বিতীয় উপন্যাসেরও কিয়দংশ ঐ পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

এতদ্দেশহিতৈশী শ্রীযুক্ত হজসন্ প্রাট্ সাহেব এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি লইয়া আদ্যোপান্ত সমুদায় পাঠ করত বিশিষ্টরূপ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমি তাহাতেই সাহস প্রাপ্ত হইয়া এই পুস্তক মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হই। পরে মুদ্রণ কালে হুগলী নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয়ের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্নের বিশিষ্ট আনুকূল্যে ইহার সংশোধন করা হইয়াছে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় একাধারে সম্পাদক, শিক্ষাবিদ, লেখক ছিলেন। তার লেখা ‘স্বপ্নলব্ধ ভারত ইতিহাস (এডুকেশন গেজেট, ১৮৭৫-৭৬)’ বাংলায় জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনার প্রথম দিককার প্রয়াস। সেসময়ে এটি বহুল পঠিত বই ছিলো।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়-এর ‘অঙ্গুরীয় বিনিময়’ এবারে আর্টস ই-বুক হিসেবে প্রকাশিত হলো।

প্রথম অধ্যায়।

পর্বত-শ্রেণী সকল মানচিত্রে দেখিলে যেরূপ প্রাচীরবৎ সমান উচ্চ বোধ হয়, বাস্তবিক সেরূপ নহে। তাহাদিগের মধ্যে মধ্যে ছেদ থাকে, এবং সেই সকল দ্বার অবলম্বন করিয়াই নির্ঝরিণী সমস্ত নির্গত হয় এবং মনুষ্যপশ্বাদি এক দিক হইতে অপর দিকে যাতায়াত করে। কিন্তু ঐ সকল পর্বতীয় পথ অত্যন্ত কুটিল, কোথাও কোথাও অতিশয় সংকীর্ণ এবং প্রায় সর্বস্থানেই বন্ধুর। এতাদৃশ পথের নাম গিরি-সঙ্কট। ভারতবর্ষের নৈঋত ভাগে যে মলয় পর্বত সমুদ্রের বেগ রোধ করিতেছে, তাহাতেও ঐরূপ গিরি-সঙ্কট আছে।

একদা তত্রত্য উপত্যকাবিশেষে বহুসংখ্যক ব্যক্তি—কেহ বা পাদচারে কেহ বা অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গমন করিতেছিল। চতুর্দিকস্থ পর্বতীয় শিলা সকল উদ্ভিদ্-সম্বন্ধরহিত হওয়াতে, দিবাভাগে অত্যন্ত উত্তপ্ত হয় বলিয়া, তাহারা সুস্নিগ্ধ সমীরণবাহী সন্ধ্যাকালের প্রতীক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ সূর্যাস্ত না হইতে হইতেই, উদগ্র গিরিশিখরচ্ছায়ায় সেই কুটিল পথ একেবারে অন্ধ-তমসাবৃত হইতে লাগিল। অনতিদূরে গমন না করিতে করিতেই, শৈল সমুদয়ের বিচ্ছেদভাগ অন্ধকারপূর্ণ হওয়াতে পথিকেরা আপনাদিগকে অভেদ্য-অসিতবর্ণ প্রাকারবেষ্টিতবৎ অবলোকন করিলেন। ঊর্ধ্বভাগে দৃশ্যমান সমুদায় নভোভাগ নক্ষত্রময় হইয়া শ্বেতকার্মিক ঘটিত নীল চন্দ্রাতপ সদৃশ বোধ হইতে লাগিল। শ্রুত আছে, সুগভীর কূপাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে দিবসেও গগনবিহারী নক্ষত্রগণ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। পথিকেরা সন্ধ্যার প্রথমাবস্থাতেই সেই গভীর পর্বত তল হইতে তাদৃশ তারাচয় নিরীক্ষণ করিয়া সেই কথা সপ্রমাণ করিলেন। কিন্তু গিরিতলস্থ নিবিড় অন্ধকার, নক্ষত্রগণের মৃদুল-জ্যোতিঃ দ্বারা ভেদ্য হইবার নহে, অতএব পথিকেরা অতি সাবধানে পাদবিক্ষেপ করত ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বিশেষতঃ

তাঁহাদিগের মধ্যস্থ দিব্যগঠন ও বহুমূল্য কৌশেয় বস্ত্রাবৃত যে শিবিকা ছিল, তদ্বাহকেরা ঐ বন্ধুর পথে পাছে স্খলিতপদ হয়, এই জন্য সকলে বিলম্ব করিয়া যাইতেছিলেন। শিবিকা-বাহকগণের অস্পষ্ট শব্দ পরম্পরা, সমভিব্যাহারী ভৃত্য ও রক্ষিবর্গের পরস্পর কথোপকথন এবং পথ-প্রদর্শকদিগের উচ্চস্বর, চতুঃপার্শ্বস্থ পর্বত মধ্যে প্রতিধ্বনিত হওয়াতে, যেন সহস্র সহস্র ব্যক্তি ব্যঙ্গ করিয়া পথিকদিগের শব্দের অনুকরণ করিতেছে বোধ হইতে লাগিল।

এবম্প্রকারে যাইতে যাইতে পথিকেরা এমনি একটি সংকীর্ণ পথে উপস্থিত হইলেন যে, তাহাতে দুই জনও পাশাপাশি হইয়া গমন করা কঠিন। কোন সময়ে ভূমিকম্প দ্বারা তথায় উভয় পার্শ্বের স্থূলোপল সমস্ত ভূগর্ভ হইতে নির্গত হইয়া পথটিকে তাদৃশ অপ্রশস্ত করিয়া থাকিবে। শিবিকা-বাহকেরা সেই স্থানে সর্বাগ্রবর্তী হইয়া অতি যত্নে শিবিকা নির্গমন করিতে লাগিল, এবং আর আর সকলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। এইরূপে শিবিকা নির্গত হইবামাত্র হঠাৎ তদ্বাহকেরা কতিপয় অস্ত্রধারী পুরুষ কর্তৃক একেবারে চতুর্দিক্ হইতে আক্রান্ত হইল এবং চকিতের ন্যায় কতিপয় বলবান পুরুষ তাহাদিগের স্কন্ধদেশ হইতে শিবিকা আচ্ছিন্দন করিয়া অতি ত্বরিত গমনে প্রস্থান করিল। রক্ষিবর্গ ঐ আক্রমণ কোলাহল শুনিয়া শিবিকা রক্ষার্থে দ্রুতবেগে তদভিমুখে ধাবমান হইলে তাহাদিগের সম্মুখবর্তী পুরুষ আক্রমণকারী জনৈকের শূলাগ্রবিদ্ধ হইয়া আর্তনাদপূর্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিল। তাহার সেই ভয়ানক রোদন শব্দে পশ্চাদ্বর্তী সৈন্যচয় ভয়ে নিশ্চল হইয়া দণ্ডায়মান হইল, তখন আক্রমণ-কারীদিগের মধ্যে একজন সুগভীর স্বরে কহিল— “এক পদ মাত্র অগ্রসর হইলেই প্রাণ হারাইবে। যে যেখানে আছ স্থির হইয়া থাক, স্বল্পক্ষণেই নির্বিঘ্নে গমন করিতে দিব।” কিয়ৎক্ষণ পরে সেই ব্যক্তি হাস্য করত কহিল, “কখন দেখিয়াছ একটিমাত্র শাখামৃগ, ভিমরুল চাকের দ্বার রোধ করিয়া কেমন একটি একটি করিয়া সমুদায় ভৃঙ্গ বিনাশ করে? বাহির হইবার চেষ্টা করিলে তোমাদিগেরও সেই দশা হইবে।” রক্ষিবর্গের মধ্যে কেহ জিজ্ঞাসা করিল “আমাদিগের শিবিকা কোথায়?” “শিবিকা যেথায় হউক সে কথার প্রয়োজন নাই—

তবে এই মাত্র বক্তব্য যে, আমরা তদারোহিণী কিশোরী কে, তাহা বিলক্ষণ জানি, অতএব তাঁহার যথাযোগ্য সম্ভ্রমের ত্রুটি হইবে না। তিনি এই দুর্গম পথ-পরিশ্রমে অবশ্য শ্রান্তা হইয়াছেন, অতএব একবার আমাদিগের আতিথ্য গ্রহণ করিবেন, হানি কি?” “হায়! আমরা প্রভুকে কি বলিব—তুমি কে?” “আমি যে হই, তোমরা বাদসাহকে কহিও তিনি যাহাকে পার্বতীয় দস্যু বলিয়া ঘৃণা করেন, তাঁহার আত্মজা সেই দস্যুরই করকবলিত হইয়াছেন।” এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতেই শিবিকাবাহীরা সেই সুপরিজ্ঞাত পথ দ্বারা অতি দূরে প্রস্থান করিল, এবং যিনি কথোপকথন করিতেছিলেন, তিনিও হঠাৎ সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

আরঞ্জেবের সৈন্যগণ বহির্গত হইয়া বাদসাহকে কি প্রকারে এই অশুভ সংবাদ বিজ্ঞাপন করিবে তাহারই পরামর্শ করিতে লাগিল। তাহারা বাদসাহের স্বভাব বিলক্ষণ জানিত। তিনি অতি ক্রূর-প্রকৃতি ছিলেন। কোন অননুভূতপূর্ব দৈবনিবন্ধন বা দুর্ঘটনা কর্তৃক যদি কোন প্রযুক্তকর্মের ত্রুটি হইত তথাপি ক্ষমা করিতেন না। তাঁহার স্বেচ্ছার বিপরীত কিছু ঘটিয়া উঠিলেই ভৃত্যবর্গের প্রতি পরুষ দণ্ড প্রয়োগ করিতেন। বস্তুতঃ আরঞ্জেবও অন্যান্য নৃশংস-স্বভাব একাধিপতি রাজাদিগের ন্যায় একান্ত স্বার্থ-পরায়ণ ছিলেন—ক্ষান্তি, দয়া ও সমবেদনা কাহাকে বলে তাহা কিঞ্চিন্মাত্রও জানিতেন না। অতএব তাহারা সকলে অক্ষত-শরীর থাকিতে তদ্রক্ষিতা রাজপুত্রী শত্রুগ্রস্ত হইয়াছেন এই সংবাদ লইয়া তাদৃশ প্রভুর সমীপগমনে সকলের হৃৎকম্প হইতে লাগিল। পরে সকলে এক মত হইয়া পরামর্শ স্থির করিল যে, বাদসাহকে কহিব, হিন্দুজাতীয় শিবিকা বাহকেরাই দুষ্টতা করিয়া আমাদিগকে বিপথে আনয়ন করত দুর্বৃত্ত দস্যুর হস্তগত করিয়াছিল। বাদসাহের প্রথম ক্রোধোদ্যমে ইহারাই বিনষ্ট হইবে, আমরা সকলে রক্ষা পাইলে পাইতে পারি। আহা! প্রকৃতদর্শী পণ্ডিতেরা উত্তম কহিয়াছেন যে, অন্যে আমাদিগের সমক্ষে অপ্রিয় বাক্য পরিহারপূর্বক যে, সর্বদাই অনৃত বাক্য প্রয়োগ করে তাহাও আমাদিগের দোষ। যেহেতু আপনারা ক্ষমাবান হইলে কাহার মিথ্যা বলিয়া প্রতারণা করিবার প্রয়োজন থাকে না। সে যাহাহউক, সামন্তবর্গ এইরূপ স্থির করিয়া দুর্ভাগ্য বাহকবর্গকে রজ্জুবন্ধ করিয়া

লইল, এবং যেখানে দিল্লীশ্বর আরঙ্গেব মাদুরা নগর সন্নিধানে শিবির সংস্থাপন করিয়া পরম প্রিয়তমা আত্মজার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তথায় শীঘ্র গমনে উপনীত হইলেন। বাদসাহ দুহিতা সম্বন্ধীয় দুর্ঘটন ঘটনা শ্রবণমাত্র যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, সৈন্যগণের অনেক নিগ্রহ করিলেন, এবং দূরদৃষ্ট বাহকেরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী বলিয়াই যে শীঘ্র দণ্ডার্হ হইল, তাহা বলা বাহুল্য।

এখানে শিবিকাপহারীরা বাদসাহপুত্রীর শিবিকা বহন করত নানা কুটিল পদবী উত্তীর্ণ হইয়া একটি পর্বতীয় দুর্গসমীপে উপনীত হইল। তখন রাত্রি অধিক হইয়াছিল, কিন্তু সেই স্থান পর্বতের অধিত্যকা, অতএব তারা এবং চন্দ্র কিরণে উপত্যকা অপেক্ষা শিথিলান্ধকার ছিল। তথায় কোনো বিশেষ সঙ্কেত করিবামাত্র দুর্গস্থিত ব্যক্তিরা ঊর্ধ্ব হইতে একটি দোলাযন্ত্র অবতারিত করিয়া দিল। নৃপাল-তনয়া বহুবিধ সম্মানপুরঃসর তাহার উপর আরোহণ করিতে আদিষ্ট হইলে তিনি অগত্যা শিবিকা ত্যাগ করিয়া ঐ দোলাযন্ত্র অবলম্বন করত চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া রহিলেন। দোলাযন্ত্র নারিকেলত্বঙ্ নির্মিত কঠিন রজ্জু-সংযোগে নির্বিঘ্নে শূন্যমার্গে উত্থিত হইল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকলে ঐ দুর্লঙ্ঘ্য দুর্গ প্রান্তে উত্তীর্ণ হইলে, দুর্গের কবাট উন্মুক্ত হইল, তখন সকলেই তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

বাদসাহ কন্যার আবাস হেতু ঐ দুর্গমধ্যে যে গৃহটি প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা প্রদর্শিত হইলে তিনি তাহাতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, দিল্লীর রাজভবনে যাদৃশ মহামূল্য গৃহোপকরণে শোভাসামগ্রী পরিবৃত হইয়া থাকিতেন এখানে তাহার কিছুই নাই। কিন্তু প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্যেরও অসদ্ভাব ছিল না। রাজভবনে হেমপাত্র পরিপূর্ণ আতর গোলাপ মৃগনাভি প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য সকল গৃহ আমোদিত করিত, এখানে অগুরু চন্দন ও অকৃত্রিম স্নিগ্ধ সুগন্ধি পুষ্পাদি তাঁহার সেবার্থে সমাহৃত হইয়াছিল। পিত্রালয়ে কাশ্মীর দেশ প্রসূত সালের শয্যায় উপবিষ্ট হইতেন, এখানে সুকোমল রোমশ-পশু চর্মে আসন প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু সেখানে অন্তঃপুর রক্ষিগণ সর্বদা নিষ্কোষ কৃপাণ হস্তে পরিভ্রমণ করিত, এখানে তাদৃশ কিছুই দৃষ্ট হইল না।

তৎকালে বাদসাহপুত্রীর বয়ঃক্রম সপ্তদশ বর্ষমাত্র হইয়াছিল। তাঁহাকে যদিও প্রধানাসুন্দরীদিগের মধ্যে গণ্য করিতে না পারা যায়, তথাপি অবশ্যই প্রশংসনীয়রূপা বলিতে হয়। স্ত্রীলোকেরা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একটি একটি করিয়া বিবেচনা করিলে রোসিনারার কোন কোন অবয়বের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দোষ নির্বাচন করিতে পারিতেন, কিন্তু সদা সুস্থশরীর এবং আনন্দযুক্ত অন্তঃকরণ থাকিলে মুখমণ্ডলের যাদৃশ মনোহারিতা হয়, নৃপদুহিতা সেই শোভাতেই জনগণের কমনীয়া ছিলেন। পিতৃ-শত্রুর কবলিত হওয়াতেও তাঁহার সেই সৌন্দর্যের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। তিনি মনে মনে জানিতেন পিতা সকল সন্তান অপেক্ষা তাঁহার প্রতি অধিকতর স্নেহ করেন, অতএব অচিরাৎ তাঁহার উদ্ধারার্থ যত্ন করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই; এবং প্রবল প্রতাপ আরঞ্জেব যত্ন করিলে কৃতকার্য হইবার অসম্ভাবনা কি? এই ভাবিয়া রোসিনারা নিশ্চিন্ত-প্রায় ছিলেন। বরং মধ্যেমধ্যে এমনও মনে করিতেছিলেন, এই দুর্বোধ দস্যুরা পিতার সন্নিধানে বিপুল অর্থ পাইবার লোভেই আমার শরীর আয়ত্ত করিয়াছে, কিন্তু ইহাদিগের অর্থ লাভ হওয়া দূরে থাকুক, জাত ক্রোধ বাদসাহের সমক্ষে প্রাণ রক্ষা হওয়াও ভার হইবে—আমি সেই সময়ে তাঁহার ক্রোধোপশমের নিমিত্ত যত্ন করিয়া ইহাদিগের মহাসম্ভ্রম সূচক ব্যবহারের প্রত্যুপকার প্রদান করিব। এই রূপে রোসিনারা অনুদ্বিগ্ন-মনা হইয়া কিঞ্চিৎ উপযোগানন্তর রাত্রি যাপন করিলেন।

পর দিবস প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া স্বীয় আবাস গৃহ দর্শনার্থ ভ্রমণ করিতেছেন, ইতিমধ্যে দেখিতে পাইলেন, একস্থানে অতি স্পষ্টাক্ষরে লিখিত ফর্দৌসি, হাফেজ, সেখ সাদি প্রভৃতি মহা কবিগণের পারস্য ভাষায় বিরচিত রমণীয় কাব্য গ্রন্থ সকল সংস্থাপিত রহিয়াছে। রোসিনারা বাল্যাবস্থায় স্বজাতীয় ভাষা পাঠ করিতে শিখিয়াছিলেন। অতএব ঐ সকল গ্রন্থ কিঞ্চিৎ পাঠ করিয়া পরমাপ্যায়িত হইলেন। কাব্য পাঠ করিয়া তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু ঐ গ্রন্থ সকল তাদৃশ স্থলে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার অত্যন্ত চমৎকার জন্মিল। অতএব স্বীয় পরিচর্যায় নিযুক্ত দাসীবর্গকে জিজ্ঞাসা করিয়া, কাহার ঐ সকল পুস্তক এবং কে বা সেই দুর্গস্বামী, জানিতে চেষ্টা

করিলেন। কিন্তু এই বিষয়ে কেহই তাঁহার কৌতূহল পরিপূরণ করিল না। দাসীগণ কেহ বা মৌনাবলম্বী হইয়া রহিল, আর কেহ বা মাতঃ কেহ বা স্বামিনি অথবা কিশোরী ইত্যাদি সমর্য্যাদা সম্বোধনান্তর কহিতে লাগিল, “আমাদিগকে মার্জনা করুন—আমরা এই বিষয় কিছুই বলিতে পারিব না—কর্তা স্বয়ং আসিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিবেন—আমরা এইমাত্র বলিতে পারি তিনি তোমার মনোরঞ্জনার্থেই এই সকল পুস্তক এবং তোমার সেবার্থই আমাদিগকে এখানে আনয়ন করিয়াছেন।” এই সকল কথায় বাদসাহপুত্রীর কৌতূহল আরও শত গুণ বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। তিনি স্বীয় উদ্ধারের জন্য যত উদ্বিগ্ন না হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি তাদৃশ ভাবসম্পন্ন কে, ইহা জানিবার জন্য ততোধিক ব্যগ্র হইলেন।

এইরূপে তিন রাত্রি গত হইল, চতুর্থ দিবস প্রাতে দুর্গ মধ্যে বহু-জনসমাগমের শব্দ কর্ণগোচর হইল, এবং দাস দাসীবর্গ চকিত হইয়া স্ব স্ব কার্যে ব্যাপৃত হইতে লাগিল। রোসিনারা এই সকল লক্ষণে অনুমান করিলেন, দুর্গস্বামী আসিয়াছেন, অতএব শীঘ্রই তাঁহার সন্দর্শনলাভ করিব। এই স্থির করিয়া কিরূপে তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিবেন তাহাই ভাবনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রত্যহ যে সকল দাস দাসী তাঁহার পরিচর্য্যার্থ যাতায়াত করিত, তদ্ব্যতিরিক্ত আর কেহই গৃহন্তরালে আসিল না। ক্রমে বেলা অধিক হইল, এবং বাদসাহপুত্রী অত্যন্ত চঞ্চলচিত্তা হইয়া আহারে অনিচ্ছা খ্যাপন, পরিচারিকাদিগের প্রতি বৈরক্তি প্রকাশ, এবং মধ্যে মধ্যে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই অশ্রু বিনির্গমের হেতু পরাধীনতার ক্লেশ, অথবা আপনাকে দুর্গ-স্বামীর অবজ্ঞেয় বোধ, তাহা নির্ণীত হয় নাই—তাহা ভাবুক জনেরই নির্দ্ধায্য।

এমত সময়ে হঠাৎ সেই গৃহদ্বার উন্মুক্ত করিয়া অদৃষ্ট-পূর্ব ব্যক্তি বিশেষ তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। তাঁহার অনতিদীর্ঘছন্দ, প্রশস্ত ললাট এবং বক্ষঃ, বিশাল গ্রীবা এবং আজানুলম্বিত ভুজ প্রভৃতি সমুদায় বীরলক্ষণাক্রান্ত শরীর এবং সুন্দর ও সহাস্য মুখমণ্ডল, একাধারেই বীরত্ব এবং কমনীয়ত্ব গুণের প্রকাশ করিতেছিল। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়ের জ্যোতিঃ অতি তীব্রা, বোধ হয় যেন তদ্দৃষ্টি সমুদায় প্রতিবন্ধক ভেদ

করিয়া সকল বস্তুরই অভ্যন্তরে প্রবেশ করণে সক্ষম। কোন মহাকবি কহিয়াছেন যে, চক্ষুরিন্দ্রিয় মস্তিষ্কের অতি নিকটবর্তী বলিয়া উহাই অন্যান্য অবয়ব এবং ইন্দ্রিয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্বভাব জ্ঞাপক হয়। কারণ যাহা হউক, ফল সত্য বটে তাহা নিঃসন্দেহ। ঐ আগন্তুক ব্যক্তির অক্ষিদ্বয় দেখিলেই অতি প্রখর বুদ্ধি এবং তেজস্বী স্বভাব অনুমান হইত। যাহার প্রতি সেই দৃষ্টিপাত হইত তিনি বুঝিতেন, এই ব্যক্তি আমার সমুদায় গূঢ় অন্তঃকরণবৃত্তি পর্যালোচনা করিতে পারেন, অতএব কেহই তাঁহার নয়নের সহিত নিজ নেত্রের সঙ্গতি করণে সাহস করিত না। কিন্তু তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিই কেবল অধৃষ্যতার লক্ষণ ছিল। নচেৎ তাহার সর্বমুখাবয়ব মাধুর্যভাব প্রকাশক এবং যথাবিন্যস্ত প্রযুক্ত সুদৃশ্য ও স্ফূর্তিপ্রদ। ফলতঃ পুরুষ শরীর বলবিক্রম প্রকাশক না হইলে সম্পূর্ণরূপে সুশোভন হয় না। ঐ শরীরে তাহার কিছুমাত্র অভাব ছিল না। কিন্তু উহা অপরিসীম বীর্যবান্ হইয়াও একান্ত কর্কশ অথবা অকোমল বলিয়া অনুভব হয় নাই।

তাদৃশ ব্যক্তি হঠাৎ বাদসাহপুত্রীর সম্মুখীন হইয়া ঈষদবনত-মস্তকে অভিবাদন করত নিজ বক্ষে বাহুবিন্যাস পূর্বক দণ্ডায়মান হইলেন। বাদসাহপুত্রী তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইলেন বোধ হয় না। যাহাহউক, আগন্তুক তাঁহার প্রতি সস্নেহ-দৃষ্টি সহকারে মৌনাবলম্বনে রহিলেন দেখিয়া রোসিনারা মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন ব্যক্তি আমাকে এইরূপ আতিথ্য স্বীকার করাইতেছেন আপনি বলিতে পারেন?" আগন্তুক উত্তর করিলেন—'শিবজী'। রোসিনারা কহিলেন—"আমি দিল্লীশ্বর আরঙ্গেবের কন্যা, কি জন্য এবং কোন্ সাহসেই বা শিবজী আমার গমনের ব্যাঘাত করিয়া এই দুর্গমধ্যে আনয়ন করিলেন?" "আপনি বাদসাহপুত্রী তাহা অপরিজ্ঞাত নহে—এবং শিবজী বাদসাহের সহিত স্থির সৌহার্দ্য এবং সম্বন্ধ নিবন্ধন করিবার অভিপ্রায়েই তদ্দুহিতাকে এস্থানে আনয়ন করিয়াছেন।" "একি অসঙ্গত কথা! তৈমুর বংশসম্ভূত দিল্লীশ্বরের সহিত পর্বতীয় দস্যুর সম্বন্ধ নিবন্ধন!" শিবজী, কিঞ্চিৎক্ষণ নতশিরঃ থাকিয়া মুখোত্তোলন পুরঃসর উত্তর করিলেন—"আপনি যেরূপ শুনিয়াছেন সেইরূপ কহিবেন আশ্চর্য

নহে। বস্তুতঃ আমি দস্যুবৃত্তি নহি। আমি এই পর্বতীয় দেশের স্বাধীন রাজা। যদি বলেন আমার বংশমর্যাদা এরূপ নহে যে তৈমুরলঙ্গ বংশীয় কন্যার পাণিগ্রহণ যোগ্য হই, তাহার উত্তর এই যে, তৈমুরলঙ্গ প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি দিগ্বিজয় করিয়া দিগন্ত বিশ্রুত নাম হইয়াছেন, তাঁহাদিগের বংশে জন্ম অপেক্ষা যিনি তাঁহাদিগের ন্যায় স্বয়ং সাম্রাজ্য সংস্থাপনে প্রবৃত্ত এবং সক্ষম, তিনি কি সহস্রগুণে প্রধান নহেন? আমি এই পর্বতোপরিস্থ প্রস্রবণ সদৃশ হইয়াছি, আমার মহারাষ্ট্র সেনা বেগবান্ নির্ঝরতুল্য হইয়া সমুদায় উপত্যকা আক্রমণ করিয়াছে, এবং অচিরকাল মধ্যে তৎকর্তৃক তাবৎ ভারতরাজ্য প্লাবিত হইবে। আমাকে তাবৎকাল জীবদ্দশায় থাকিতে হইবে না, কিন্তু আমি সেই দিন অদূরে দেখিতেছি, যখন মৎপ্রতিষ্ঠিত সিংহাসনোপবিষ্ট রাজগণ দিল্লীর রাজকোষ হইতেও করাকর্ষণ করিবে। সে যাহা হউক, আপনি এক্ষণে নিরুদ্বেগে অবস্থিতি করিতে থাকুন। কেবল মাত্র এ দুর্গ পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না, নচেৎ আর আর সর্ব বিষয়ে যথেচ্ছ ব্যবহারের কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। আমি এক্ষণে প্রত্যহ এক একবার সাক্ষাৎকারমাত্র প্রার্থনা করি। বোধ হয় কালে আমাকে দস্যু অপেক্ষা কিছু ভাল বোধ হইলেও হইতে পারে। এক্ষণে বিদায় হই।” এই বলিয়া শিবজী অতি মধুর হাস্যমুখে বাদসাহপুত্রীর প্রতি স্নিগ্ধদৃষ্টি করত প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অস্মদ্দেশে ‘মোগল পাঠান’ নামক একটি যুদ্ধানুকরণ ক্রীড়া প্রচলিত আছে, সকলেই জানেন। কিন্তু যাঁহাদের ইতিহাস পাঠ করা নাই তাঁহারা জানেন না যে, ঐ ক্রীড়াটি দুই প্রবল মুসলমান জাতির পূর্বকালীন বাস্তবিক বৈরিতার প্রকাশক। ভারতবর্ষ সর্বপ্রথমে সিন্ধু-নদের পশ্চিমাঞ্চলবাসী পাঠান জাতীয় মুসলমানদিগের কর্তৃক আক্রান্ত এবং পরাজিত হয়। তাহারা অগ্রে ইহার উত্তরাংশ পরে দক্ষিণ ভাগ জয় লব্ধ করে। কিন্তু সুবিস্তীর্ণ ভারত রাজ্য বহুকাল একচ্ছত্র থাকিবার নহে। নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণাঞ্চল অতি শীঘ্রই স্বতন্ত্র ভুপাল বংশের অধিকৃত হইল। ইহারই কিছুকাল পরে হিমালয়ের উত্তরাংশ-নিবাসী মোগল জাতীয়েরা আসিয়া দিল্লীস্থ পাঠান বাদসাহকে সিংহাসন-চ্যুত করিল। কিন্তু দক্ষিণ দেশের পাঠান রাজারা বহুকাল স্বাধীন ছিলেন। প্রবল প্রতাপ মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে তাঁহাদিগের দিন দিন বল হীন হইতে লাগিল, তথাপি উহাদের রাজধানী বিজয়পুর কখন সর্বতোভাবে শত্রুগ্রস্ত হয় নাই।

এতাদৃশ সময়েই শিবজীর জন্মগ্রহণ হয়। তিনি অতি অল্প বয়সেই দেশের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া অসামান্য বুদ্ধি সহকারে কখন বা মোগলদিগের সহায়তা করিয়া কখন বা পাঠানদিগের পক্ষ হইয়া, আপনার বল বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তিনি স্থির নিশ্চয় করিয়াছিলেন, বিধর্মি মুসলমানদিগের উভয় পক্ষের মধ্যে কাহারও সহিত তাঁহার স্থির সখ্য হইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি জানিতেন যে, এক জাতীয় রাজারা যে সকল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহার শেষে সন্ধি-বন্ধন হইয়া সমুদায় বিবাদ নিষ্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু যেখানে জাতিবিশেষ প্রবল হইয়া পার্শ্ববর্তী অপর জাতীয়দিগের পরম প্রিয়তর ধন ধর্ম বিনাশে যত্নশীল হয়, সেখানে আর সন্ধির কথা থাকে না। সেখানে যত কাল একের সম্পূর্ণ তেজোহ্রাস, অথবা সমূলে সংহার

না হয়, তাবদ্দিন সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইতে থাকে। শিবজী এইরূপ বিবেচনা করিয়াই তাদৃশ চতুরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কিন্তু চতুরতা অপেক্ষাও তিনি যে সকল নিয়ম-নিবন্ধন এবং সৈন্য-শিক্ষার উৎকৃষ্ট উপায় করেন, তদ্দ্বারা অধিক কার্য সাধন হয়। তাঁহার পৈতৃক অধিকার পুনা প্রদেশে অতি সবল-শরীর এবং প্রভুপরায়ণ এক প্রকার সঙ্কর জাতি নিবাস করিত। শিবজী সেই সকল লোককে সুশিক্ষাসম্পন্ন করিয়া খড়্গ এবং মল্ল-যুদ্ধ-বিশারদ 'মাওলী' নামক পদাতি সৈন্য প্রস্তুত করেন। আর অনতিদূরবর্তী বরণা, রেবা ও ভীমা প্রভৃতি নদীকূলে এক প্রকার খর্ব-গঠন বীর্যবান্ অশ্বজাতি প্রসূত হয়। মহারাষ্ট্রপতি সেই সকল স্থান স্বাধিকার সম্ভুক্ত করিয়া 'বর্গী' নামক উত্তম অশ্বারোহী সৈন্য প্রস্তুত করেন। অপরন্তু, পরশুরাম ক্ষেত্র (যাহাকে কঙ্কণ দেশ বলে) জয়লব্ধ হইলে তত্রত্য নিকৃষ্ট জাতীয় অনেককে সৈন্য সম্ভুক্ত করিয়া গোলন্দাজ এবং ধানুষ্ট প্রস্তুত করতঃ পদাতিদিগকে 'হিতকরী' এবং অশ্বারোহী সকলকে 'সিলিদার' আখ্যা প্রদান করেন। আর তথাকার যে সকল ব্রাহ্মণ তাঁহার সৈন্যে নিযুক্ত হয়, তাহারা নানা প্রকার রূপ ধারণ করিয়া—কখন সন্ন্যাসী কখন গণক এবং কখন বা ফকীর অথবা ঐন্দ্রজালিক ইত্যাদি বেশে নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া তত্তৎস্থলের সমুদায় রহস্য সন্ধান আনিয়া শিবজীর কর্ণগোচর করিত। এই সকল চর 'যাসু' নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। ঐ যাসুদিগের সহায়তায় শিবজী নানা সঙ্কট উত্তরণ এবং বিবিধ প্রকারে শত্রুদ্রোহ করণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহারাই দিল্লীশ্বর-কন্যার পিতৃ সন্নিধানে আগমন বার্তা তাঁহাকে জ্ঞাপন করে, এবং সেই সংবাদ পাইয়াই তিনি রোসিনারাকে পূর্বোক্ত প্রকারে হরণ করিয়া আনেন।

শিবজী বাদসাহপুত্রীকে হরণ করিয়া যে দুর্গ মধ্যে আনয়ন করেন, তাহা দুর্লঙ্ঘ্য। তথায় শত জন সাহসী ব্যক্তি মিলিত হইলে দশসহস্র বিপক্ষ সেনাকে পরাভব করিতে পারে, বিশেষতঃ তাহার পথ শিবজীর নিজ অনুচর ব্যতীত আর প্রায় কাহারও জ্ঞাত নহে, সুতরাং তথায় রাজপুত্রীকে আনিয়া তিনি তদপগমন বিষয়ে এককালে নিঃশঙ্ক হইয়াছিলেন।

রোসিনারা সেই স্থানে কিছুকাল বাস করিতে করিতে ক্রমে শিবজীর যত্নে এবং মাধুর্যভাবে বশীভূতা হইলেন। তিনি এক দিনের জন্যও শত্রুগ্রস্ত হইয়াছেন এমত অনুভব করিতে পারেন নাই। যখন যাহা ইচ্ছা করিতেন তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হইতেন। বস্তুতঃ পিত্রালয়ে যেরূপ সর্বদা গৃহ-পিঞ্জর-নিরুদ্ধা থাকিতেন, ঐখানে তদপেক্ষা অনেক গুণে স্বাধীনা হইলেন। মহারাষ্ট্রপতি প্রত্যহ এক এক বার করিয়া তাঁহার নিকট আসিতেন এবং কথোপকথন কালে অতি সরল মনে আপনার পূর্ব বৃত্তান্ত এবং ভবিষ্যৎ কল্পনা সমস্ত সবিস্তার বর্ণন করিতেন। সেই সকল আশ্চর্য বিবরণ এবং মহতী মন্ত্রণা সমুদায় পুনঃ পুনঃ কর্ণগোচর হওয়াতে বাদসাহপুত্রী ক্রমে ক্রমে সেই বীর পুরুষের সহিত মিলিত-জীবন হওয়া প্রার্থনীয় বোধ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা এই শুনিয়া এমন অনুমান করিবেন যে, সুবুদ্ধি শিবজী কেবল কৌশল দ্বারা রোসিনারার মনোহরণ করিলেন, তাঁহারা মনুষ্য প্রকৃতির বাস্তবিক রহস্যানুসন্ধানী নহেন। সত্য বটে, যখন শিবজী আরঞ্জেব কন্যাকে উপত্যকা মধ্য হইতে হরণ করিয়া আনেন, তখন শত্রুদ্রোহ মাত্র তাঁহার অভিপ্রেত ছিল, তিনি অদৃষ্ট-পূর্বা রোসিনারার প্রতি প্রীতিসম্পন্ন ছিলেন না। কিন্তু ক্রমশঃ তাঁহার অন্তঃকরণে যথার্থ অনুরাগের সঞ্চার হয়, এবং তাহা হইয়াছিল বলিয়াই তিনি ঐ নব কিশোরীর হৃদয়াকর্ষণে এমত ঝটিতি সক্ষম হইলেন। মনুষ্যেরা যতই কেন কৌশল অবলম্বন করুন না, এবং ঐ কৌশলকে যতই কেন কার্যক্ষম বোধ করুন না, ফলতঃ তদ্দ্বারা অকাল্পনিক প্রীতিলাভ করা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। রোসিনারা স্ত্রীলোক, এবং স্ত্রীলোক মাত্রেই বিলক্ষণ জানেন যে, মিষ্ট কথা সুসামাজিকতা হইতে উদ্ভূত হইতে পারে, অলঙ্কারাদি উপঢৌকন প্রদান কেবল বদান্যতা হইতেও জন্মে, কিন্তু যে নায়ক নানা কার্যব্যাপৃত হইয়াও নিজ সময় দানে পরাঙ্মুখ নহেন, তিনি বাস্তবিক স্নেহভাবাপন্ন তাহার সন্দেহ নাই। শিবজী প্রত্যহ যে সকল মন্ত্রণা করিতেন তাহা ব্যক্ত করিয়া রোসিনারাকে শ্রবণ করাইতেন, এবং পরদিবস, পূর্বদিন কিরূপে সমুদায় কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা আনুপূর্বিক বর্ণন করিয়া আবার নূতন নূতন মন্ত্রণা স্থির করিয়া যাইতেন। অতএব বাদসাহপুত্রী আপনাকে তাঁহার একান্ত বিশ্বাস এবং প্রীতি-ভাজন বুঝিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহার সহিত একমত হইবেন আশ্চর্য নহে।

এই সময়ে আবার এমত একটি ঘটনা উপস্থিত হয়, যৎকর্তৃক বাদসাহ কন্যার মন শিবজীর নিতান্ত বশীভূত হইল। রোসিনারা প্রত্যহ বৈকালে বিমল-পর্বত বায়ু সেবনার্থ দুর্গ প্রাকারে গমন করিতেন। একদা ঐ সময়ে কোন সৈন্যাধ্যক্ষের নয়ন গোচর হয়েন। সেনানী তাঁহার লাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া তৎসমীপে স্বীয় মনোগত ব্যক্ত করিলে অত্যন্ত তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, এবং সেই তিরস্কারে ক্রুদ্ধ হইয়া বাদসাহপুত্রীর প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করেন। শিবজী সেই সময়ে কার্যান্তরে গিয়াছিলেন। প্রত্যাগমনান্তর এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ রোসিনারার নিকট গমন পূর্বক তৎপ্রমুখাৎ সমুদায় বিদিত হইলেন, এবং অবিলম্বে দুর্গরক্ষা তাবৎ ব্যক্তিকে স্বসমীপে আহ্বান করিয়া উক্ত সেনানীর সম্বোধনানন্তর কহিতে লাগিলেন, "তুমি অদ্য অতি জঘন্য কর্ম করিয়াছ, দুর্বলদিগের রক্ষা করাই যোদ্ধাদিগের ধর্ম, তাহাদিগের পীড়ন করা বীরপুরুষের কর্ম নহে, তুমি যে স্ত্রীলোকের অপমান করিয়াছ আমাকেই তাহার রক্ষিতা বলিয়া জান, এবং এইক্ষণে অস্ত্রধারী হইয়া আমার সহিত দ্বৈরথ্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।" এই বলিয়া মহারাষ্ট্রপতি সর্ব সমক্ষে অসিচর্ম ধারণপূর্বক অগ্রসর হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা যে এক একটি কর্ম করেন, তাহার নানা ফল হয়, অস্মদাদির শত কার্যও একটি অভিপ্রেত সাধনে সমর্থ হয় না। দেখ, শিবজী রাজ-শক্তি অবলম্বন দ্বারা অনায়াসেই অপরাধীর দণ্ডবিধান করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া ঐ বলবান পুরুষের সহিত দ্বন্দ্ব সংগ্রামে প্রাণ-পণ করাতে একেবারে বাদসাহপুত্রীকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ এবং নিজ অনুচর বন্ধুবর্গকে বিশিষ্ট ভক্তিভাজন করা হইল।

পরে শিবজী এবং সেনানী উভয়ে সমান রূপ অস্ত্রধারণ করিয়া রণস্থলে অবতীর্ণ হইলেন। উভয়েই এক সময়ে স্ব স্ব কৃপাণকোষ ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। উভয়ে উভয়ের প্রতি বদ্ধ-দৃষ্টি হইলেন এবং উভয়েই একেদ্যমে পৃথ্বী, আকাশ, পর্বত প্রভৃতির শোভা সন্দর্শন করিয়া যেন সকলের স্থানে জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিলেন। ক্রমে তাঁহারা শনৈঃ শনৈঃ পদচারে পরস্পর নিকটাগত হইতে লাগিলেন। হঠাৎ শিবজী শ্যেনবৎ বেগে উল্লম্ফ প্রদান-পূর্বক সেনানীর ঢালে আপন ঢালের দৃঢ় প্রহার করতঃ সেই উদ্যমেই তাহার প্রতি খড়্গ প্রয়োগ করিলেন। প্রয়োগ ব্যর্থ হইল

না। সেনানীর স্কন্ধদেশ হইতে শোণিত ধারা বিগলিত হইতে লাগিল। দ্বিতীয় আক্রমণেও ঐরূপ হইল। প্রতিপক্ষ এইরূপে দুই বার আহত হইলে ব্যথিত-মর্ম হইয়া মহা ক্রোধ সহকারে মহারাষ্ট্রপতির প্রতি আক্রমণ করিল। সেনানী, শিবজী অপেক্ষা শিক্ষা এবং বিক্রমে ন্যূন ছিল বটে, কিন্তু শারীরিক বলে এবং দৈর্ঘ্যতায় তাঁহা অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট ছিল। অতএব তাহার বিক্রান্ত ভুজবলে পরিচালিত তীক্ষ্ণধার অসির প্রহার হইলে শিবজী তৎক্ষণাৎ ছিন্নশীর্ষ হইতেন। কিন্তু তিনি নিজ ফলক দ্বারা সেই খড়্গাবেগ নিবারণ করিয়া রক্ষা পাইলেন। রক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু ঐ আঘাতে তাঁহার ফলক একেবারে দ্বিধা হইয়া গেল। শিবজী ব্যর্থ চর্ম পরিত্যাগ করিয়া অতি সাবধানে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি ক্ষণে বিপক্ষের প্রতি আক্রমণ, ক্ষণে দূরে পলায়ন, কখন শত্রুর দক্ষিণ ভাগে, কখন বামে, এই তাহার সম্মুখে, আবার নিমেষ মধ্যেই পশ্চাতে, এইরূপে হুহুঙ্কার করিয়া ভ্রমণ করাতে, শত্রু অত্যন্ত ব্যস্ত এবং ক্রমশঃ শোণিত প্রস্রবণে নিতান্ত হীন বল হইয়া দণ্ডায়মান হইল। শিবজীও তৎক্ষণাৎ খড়্গ প্রয়োগ করিলেন, এবং সেনানী সেই আঘাতেই আর্তনাদ সহকারে ভূতল-শায়ী হইল।

মহারাষ্ট্রপতি এই প্রকারে লব্ধ-বিজয় হইলেন বটে, কিন্তু আপনিও সম্পূর্ণ অক্ষতদেহ ছিলেন না। সেনানীর দারুণ প্রহারে কেবল তাঁহার ফলকই ছিন্ন হইয়াছিল এমত নহে। খড়্গটা ঢাল ভেদ করিয়া কিঞ্চিৎ বক্রীভাবে তাঁহার স্কন্ধে নিপতিত হওয়াতে তথাকার অস্থি ভগ্ন হইয়াছিল। তজ্জন্য অধিক শোণিত পাত হয় নাই। কিন্তু আন্তরিক পীড়ার পরিসীমা ছিল না। তথাপি ক্লেশ সহিষ্ণু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জনের কি মানসিক বল! শিবজী যুদ্ধ কালে অথবা তদবসানে তিলার্ধেও কাতরতা প্রকাশ করিলেন না, সেনানীর মৃতবৎ দেহ রজ্জুবদ্ধ করিয়া দুর্গ বহির্ভাগে অবতারিত করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন, এবং অম্লান মুখে সকলকে স্ব স্ব স্থানে যাইতে কহিয়া পরে নিজ আবাস গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।

কিন্তু অল্পক্ষণেই প্রচার হইল মহারাষ্ট্রপতি যুদ্ধে আহত হইয়া অত্যন্ত পীড়াগ্রস্ত হইয়াছেন। দুঃসমাচার রোসিনারার কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি সাতিশয় উদ্বিগ্নমনা

হইয়া একজন পরিচারিকা সমভিব্যাহারে শীঘ্র তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন। আসিয়া শিবজীর শয্যার এক পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার মস্তকে স্বীয় কোমল কর অর্পণ করিবামাত্র শিবজী উন্মীলিত নেত্র এবং সহাস্য মুখ হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। রোসিনারা বাক্য দ্বারা কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না। কিন্তু শিবজী তাঁহার জিজ্ঞাসু নয়ন দ্বয়কে আশ্বাস বাক্যে উত্তর করিলেন, "শস্ত্র ব্যবহারী মাত্রেরই এইরূপ হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু তোমাকে আমার নিমিত্ত কাতর দেখিয়া এমত সুখ হইতেছে যে, তজ্জন্য এমত বেদনা শত শত বার ভোগ করাও প্রার্থনীয় অনুমান হয়।" রোসিনারা ঈষল্লজ্জান্বিতা হইয়া এই মাত্র উত্তর করিলেন, "আমিই এই অনর্থের মূল।" এই বলিয়া তিনি মহারাষ্ট্রপতির গাত্রে হাত বুলাইতে লাগিলেন আর মনে মনে স্থির করিলেন, ইনি যে পর্যন্ত সুস্থ না হয়েন তাবৎকাল সেবা করিয়া এই কৃতজ্ঞতা ঋণ পরিশোধের যত্ন করিব। আহা! স্ত্রীলোকেরা কি মনুজগণের দুঃখ দূর করণার্থই সৃষ্ট হইয়াছেন! তাঁহারা সম্পদ এবং সুখ সময়ে যেরূপ হউন, কিন্তু প্রিয়জনের দুঃখ উপস্থিত হইলে আর অন্যভাব থাকে না। বিশেষতঃ রোগীর সেবায় সহিষ্ণু-প্রকৃতি স্ত্রীলোকেরা যে প্রকার নিপুণ এবং মনোযোগী, পুরুষেরা কদাপি সেরূপ হইতে পারে না। কে না দেখিয়াছেন, মাতা নিজ পীড়িত শিশুকে ক্রোড়ে শয়ান করাইয়া আহার নিদ্রা পরিহারপূর্বক কেবল তাহার মুখার্পিত নয়নেই দিবারাত্রি যাপন করেন? কোন্ ব্যক্তি রোগসন্তপ্ত হইয়া নিজ সহোদরাদিগের অন্তঃকরণে ভ্রাতৃবাৎসল্য ভাবের অনুভব না করিয়াছেন?—আর কে বা তাদৃশ দুঃসময়ে নিজ প্রণয়িনীর কোমল করস্পর্শ সুখানুভব করতঃ আপনাকে বিগত-ক্লেশবৎ দর্শাইয়া প্রিয়তমার অন্তঃকরণের দুঃখভার মোচন করিবার যত্ন না করিয়াছেন?—অপিচ, কন্যাপুত্রবন্ত কোন ব্যক্তি পীড়িত হইলে তাহার কোন্ সন্ততিগণের কাকলীস্বর অধিকতর মধুর হয়?—কাহারদিগের মৃদুমন্দ পাদবিক্ষেপ একেবারে নিঃশব্দ হইয়া যায়?—আর কাহারা ধৃষ্টস্বভাব ভ্রাতৃবর্গকে সান্ত্বনা করিয়া রাখে? অতএব আশৈশব মৃদুস্বভাব স্ত্রীজাতিই পীড়িত জনের প্রতি বিশিষ্ট সমবেদনা খ্যাপন করেন। ইটি তাঁহাদিগের একটা প্রাকৃতিক ধর্ম প্রায় বোধ হয়! দেখ বাদসাহপুত্রী রোসিনারা কখন কাহার সেবা শুশ্রূষা করেন নাই। তথাপি স্ব-ইচ্ছায় শিবজীর পার্শ্ববর্তিনী হইয়া তাঁহার ক্লেশ

নিবারণার্থ নিরন্তর যত্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরিশ্রম সম্পূর্ণই সফল হইল। শিবজী কতিপয় দিবস মধ্যেই স্বাস্থ্যলাভ করিলেন। আর তাঁহার এই একটি অধিক লাভ হইল, রোসিনারা তৎপ্রতি নিরন্তর সমবেদনা খ্যাপন করতঃ তাঁহার সহিত মিলিত মন এবং বদ্ধ-প্রণয় হইলেন। না হইবেন কেন? যেমন সুবর্ণ-খণ্ডদ্বয় অগ্নিতাপে উত্তপ্ত হইলে সহজেই সংযুক্ত হয়, তেমনি মনুজদিগের মনও দুঃখপরিতপ্ত হইলে শীঘ্র বদ্ধসৌহার্দ্য হইয়া থাকে। অতএব মহারাষ্ট্রপতি একদা অনুরোধ করিলে তৎপত্নীত্ব স্বীকার করণে তখন তাঁহার যে প্রতিবন্ধক ছিল তাহা তিনি একটি পারস্য কবিতার অর্থ করিয়া প্রকাশ করিলেন, "গুরু-জনের অসম্মত কর্ম পরিণামে মঙ্গলাবহ নহে, কিন্তু তাহার কোন উপায় হইলে উভয়ের সুখী হই।"

তৃতীয় অধ্যায়।

যে মহারাষ্ট্র সেনানী শিবজী কর্তৃক আহত এবং পরাভূত হইয়া দুর্গ বহির্ভাগে অবতারিত হইয়াছিলেন, তিনি সম্পূর্ণ প্রাণসম্বন্ধ বর্জিত হয়েন নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া নিজ শিরস্ত্রাণ বস্ত্র ছিন্ন করতঃ ক্রমে ক্রমে সমুদায় ক্ষতভাগ বন্ধন করিলেন। এবং তদ্দ্বারা শোণিত প্রস্রবণ নিবারণ হইলে নিকটবর্তী বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া রহিলেন। সেই রাত্রি যে তাঁহার জীবদ্দশায় যাপন হইবে এমত কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। মলয় পর্বত বহু হিংস্রজন্তুর আবাস, বিশেষতঃ তথায় ব্যাঘ্র এবং সর্পভয়, বঙ্গদেশীয় সুন্দরবনের অপেক্ষা ন্যূন নহে। কিন্তু দৈবাধীন সেই রাত্রি নির্বিঘ্নে প্রভাত হইল। পরন্তু পূর্ব দিবস অপেক্ষাও তাঁহার অধিকতর ব্যথিত দুর্বল ও তৃষ্ণায় শুষ্ক-কণ্ঠ-তালু হইয়াছিল। পিপাসার পীড়ায় কাতর হইয়া সেনানী ক্রমে ক্রমে নিকটস্থ নির্ঝর পার্শ্বে গমন করিয়া সেই পবিত্র বারি পান দ্বারা শরীর স্নিগ্ধ করিলেন। এবং পুনরায় নিতান্ত দৌর্বল্য প্রযুক্ত তথায় নিদ্রাভিভূত হইয়া রহিলেন। সেই দিবা এবং রাত্রি এইরূপে গত হইল। কিন্তু পরদিন অনেক সুস্থ এবং সবল হইলেন। তিনি যেরূপ আহত হইয়া ছিলেন, মদ্যমাংসভুক্ হইলে অবশ্যই মৃত্যু কবলিত হইতেন। কিন্তু শিবজীর প্রায় সকল সৈন্যই শিব-পরায়ণ ছিল, মদ্যমাংস ভোজন করিত না, অথচ তাহারা কখন পরিশ্রম-বিমুখ বা অধ্যবসায়বিহীন হয় নাই। যাইহউক, সেনানী দিন দিন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সবল হইয়া বন্য ফল ভোজন এবং সেই নির্ঝর অম্বুপান দ্বারা জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। সপ্তাহ এইরূপে গত হইলে, তিনি ক্রমে অতি মৃদু গমনে স্থানে স্থানে পুনঃ পুনঃ বিশ্রাম করতঃ প্রস্থান করিতে লাগিলেন। পরে সমুদায় পর্বতীয় পথ উত্তীর্ণ হইলে আরঙ্জেব বাদসাহের কোন সেনানীর স্কন্দাবার তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। দুর্বুদ্ধি মহারাষ্ট্র সেই শিবির সন্নিহিত হইয়া প্রহরিগণকে কহিল, তোমরা আমাকে সেনানীর সমীপস্থ কর, আমি শিবজীকে ধৃত করিবার উপায় বলিয়া দিব।” শিবির-রক্ষিগণ তৎক্ষণাৎ তাহাকে সমাদর করিয়া সেনাপতির নিকট আনয়ন করিল। মুসলমান সৈন্যপতি তাহার আপাদ মস্তক

নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, “রে মহারাষ্ট্র! তো বেশভূষায় দেখিতেছি তুই শিবজীর অনুচর হইবি, অতএব কি প্রয়োজনে এই সৈন্য মধ্যে আসিয়াছিস্ বল্?” মহারাষ্ট্র আপন শরীরের ক্ষতভাগ সকল দেখাইয়া কহিল, “যে দুরাত্মা এক্ষণে মহারাষ্ট্রপতি নামধেয় হইয়াছে সেই আমার এই দশা করিয়াছে। এই সকলের শোধ দেওয়াই আমার এখানে আসিবার তাৎপর্য্য।” “কিন্তু তোর কথায় আমার বিশ্বাস হইবার সম্ভাবনা কি? যে স্বজনের অহিতাচরণে প্রবৃত্ত, শত্রুর বিশ্বাসহন্তা হইতে তাহার কতক্ষণ?” মহারাষ্ট্র কিঞ্চিৎ ক্রোধ করিয়া উত্তর করিল, “যদি আমার দ্বারা স্বকার্য সাধনে আপনার এতই অনিচ্ছা হয়, তবে অন্য কোন মুসলমান সেনাপতির নিকট যাই।” এই বলিয়া গমনোদ্যম করিলে বাদসাহের সেনাপতি ভাবিলেন, এই ব্যক্তির আকার ইঙ্গিতে বিলক্ষণই বোধ হইতেছে যে শিবজী কর্তৃক আহত হইয়া ক্রোধপরতন্ত্রতা প্রযুক্ত আসিয়াছে। যদি অন্য কেহ ইহার সহায়তায় এই যুদ্ধে কৃতকার্য হয়, তবে তাহারই সম্পূর্ণ যশোলাভ হইবে। অতএব ইহাকে যাইতে দেওয়া কর্তব্য নহে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি মহারাষ্ট্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “তোমাকে হিতৈষী বলিয়া স্বীকার করিলাম, যদি কোন প্রকারে সেই দস্যুকে আমার হস্তগত করিতে পার তবে যথোচিত পুরস্কার করিব।” মহারাষ্ট্র কহিল, “আমার অন্য পুরস্কারে প্রয়োজন নাই। আমি অর্থ লোভে জন্ম-ভূমির অপকারে প্রবৃত্ত নহি, কেবল সেই দুরাত্মার শোণিত দর্শন করিতে চাই। কিন্তু যে পর্যন্ত আমার সেই মানস সিদ্ধ না হয়, তাবৎকাল বাদসাহের পক্ষ হইলাম।” মুসলমান সেনানী এই কথায় কিঞ্চিৎ চমৎকৃত এবং ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি জানিতেন না যে, সকল জাতিরই অভ্যুদয় কালে তত্তৎজাতীয় জনগণের ধর্ম্ম-বুদ্ধি প্রবল হয়। এমন কি, সেই জাতীয় অতি নিকৃষ্ট-তামস-প্রকৃতি জনের মনেও কিঞ্চিৎ তেজস্বিতা প্রতীয়মান হইয়া থাকে। শিবজীর সময়ে মহারাষ্ট্রদিগেরও সেইরূপ হইয়াছিল। এবং তাহা হইয়াছিল বলিয়াই তিনি লোকান্তর গত হইলেও মহারাষ্ট্রীয়রা ক্রমশ প্রবল হইয়া প্রায় সমুদায় ভারতবর্ষের উপরে কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিল। তাহারা সমুদায় ভারত রাজ্যকে কখন স্বদেশ বলিয়া বোধ করে নাই বটে। কারণ এই বিস্তীর্ণ দেশ নানাপ্রকার লোকের আবাস। এদেশীয়গণের ব্যবহার, ভাষা, বৃত্তি সকলই পরস্পর

কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। সেই জন্য যখন যখন মহারাষ্ট্রীয়েরা নিজ মহারাষ্ট্র খণ্ড উত্তীর্ণ হইয়া যুদ্ধ করিতে যাইত, তখনই পরদেশ বলিয়া প্রজামাত্রের প্রতি অত্যাচার করিত। কিন্তু স্বদেশে তাদৃশ অত্যাচারের লেশমাত্র ছিল না। তাহারা বাস্তবিক স্বদেশবৎসল ছিল। দেখ্ ঐ দুষ্ট মহারাষ্ট্র সেনানী স্বদোষে দণ্ডিত হইয়া প্রভুর অপকারে প্রবৃত্ত হইল বটে, কিন্তু বিধর্মি শত্রুর স্থানে ভৃতি স্বীকার করিল না। তাহার তেজো গর্ভ-বাক্যে মুসলমান সৈন্যপতি বিস্মিত এবং ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু শীঘ্র ক্রোধ সম্বরণ করিয়া বলিলেন, “আমার পুরস্কার গ্রহণ কর বা না কর, তুমি কি উপায়ে শিবজীকে আমার হস্তগত করিবে, বল?” মহারাষ্ট্র উত্তর করিল, “এক্ষণে তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। অগ্রে আমি সুস্থ এবং সবল হই। পরে আমার সমভিব্যাহারে দুই শত উত্তম সৈন্য দিবেন। আমি অন্যের অবিদিত পথ দ্বারা তাহাদিগকে শিবজীর আবাসে লইয়া যাইব। পরন্তু আপনি অস্ত্র ধারণ করিতে না পারিলে অন্যের নিকট গুপ্ত সন্ধান ব্যক্ত করিব না। তিনি যেমন আমাকে দ্বৈরথ্যযুদ্ধে আহত করিয়াছেন, আমিও স্বহস্তে তাহার প্রতিফল প্রদান করিতে চাহি।” মুসলমান জাতীয়েরা স্বভাবতই অজ্ঞ, তাহাতে অবজ্ঞেয় হিন্দুর প্রমুখাৎ তাদৃশ দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহারা যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবে আশ্চর্য কি? পরন্তু মুসলমান সৈন্যপতি তৎকালে ক্রোধ সম্বরণ করিয়া স্বকার্য সাধনাভিপ্রায়ে ঐ ব্যক্তির যথাযোগ্য সেবা এবং চিকিৎসার্থ ভৃত্য ও ভিষক্ নিযুক্ত করিয়া দিলেন। মহারাষ্ট্র অতি গুপ্তভাবে তাঁহার শিবিরে অবস্থিতি করিতে লাগিল। মুসলমান সেনানী স্বয়ং শিবজীকে ধৃত করিবেন, এই মানসে নিজ বাদসাহকেও এই সকল বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন না।

আরঙ্গেব কোন প্রকারে শিবজীর অনুসন্ধান বা আত্মজার উদ্ধারে সমর্থ না হইয়া কার্যান্তর উপস্থিত হওয়াতে নিজ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কিন্তু যাইবার কালীন তাঁহার যে সেনাপতির নিকট মহারাষ্ট্র সেনানী বাস করিতেছেন, তাহারই নিকট কতকগুলি সৈন্য রাখিয়া আদেশ করিয়া গেলেন, শীঘ্র পর্বতীয়-যুদ্ধ-নিপুণ জয়পুর প্রদেশাধিপতি রাজা জয়সিংহকে তাঁহার সাহায্যার্থ প্রেরণ করিবেন,

যাবৎকাল তিনি না আইসেন ততদিন কোন বিশেষ চেষ্টা না করেন। এদিকে শিবজী ঐ সুযোগে অনেক পার্বতীয় দুর্গ নিজ অধিকার সম্ভুক্ত এবং মধ্যে মধ্যে শত্রু সৈন্যের প্রতি আক্রমণ করিয়া আপন বলবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তাঁহার যুদ্ধনীতি চিরকাল এইরূপ ছিল। বিপক্ষকে প্রবল দেখিলে দুর্লঙ্ঘ্য দুর্গ সকলের শরণ লইতেন, আর তাহাদিগকে ক্ষীণবল দেখিলে নিজ সৈন্য সমভিব্যাহারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেন।

এইরূপে কিছুদিন গত হইল। একদা মহারাষ্ট্রপতি নিজ দুর্গ প্রাকারোপরি বায়ু সেবন করিতেছেন, এমত সময়ে দেখিতে পাইলেন একজন নিম্ন ভাগ হইতে দুর্গে আসিবার নিরূপিত সঙ্কেত করিল এবং সঙ্কেতানুসারে দ্বারপালগণ কর্তৃক রজ্জু নিক্ষিপ্ত হইল। ঐ ব্যক্তি তদবলম্বনে দুর্গে প্রবেশ করিলে সকলে মৃত সেনানীকে পুনর্জীবিত দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। সেনানী তৎক্ষণাৎ শিবজীর সমীপস্থ হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত সহকারে কহিল, “সাক্ষাৎ শিবাবতার, শিবজীর জয়! এই অধীনকৃত অপরাধ সমস্ত বিস্মৃত হইয়া পুনর্বার ইহাকে আপন কার্যে নিযুক্ত করিতে আজ্ঞা হউক।” শিবজী ঐ সেনানীর প্রতি পূর্বে কিঞ্চিৎ স্নেহ করিতেন, এবং তাহার অপরিসীম বীর্য এবং সাহসিকতাগুণে তদ্দ্বারা তাঁহার অনেকানেক কর্ম সুসিদ্ধ হইয়াছিল। অতএব সে তাঁহার হস্তে একেবারে প্রাণ বর্জিত হয় নাই দেখিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি কহিলেন, “তুমি যে দুষ্কর্ম করিয়াছিলে তাহা স্মরণ করিতে হইলে তোমার মুখ দর্শন করাও অযোগ্য, কিন্তু কেবল আমার প্রতি অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া যে কোন মহারাষ্ট্র স্বদেশের স্বাধীনতা সাধনে নিবৃত্ত থাকিবে আমার এমন অভিপ্রায় নহে—অদ্য রাত্রি এই স্থানে অবস্থিতি কর, কল্য প্রাতে বিবেচনা করিয়া তোমাকে দুর্গান্তরে নিযুক্ত করিব।” সেনানী অবনত শির হইয়া প্রস্থান করিলেন।

সেই রাত্রি দুই প্রহর সময়ে ঐ দুরাত্মা আপনার নির্দিষ্ট নিলয় পরিত্যাগপূর্বক দুর্গ প্রাকারোপরি আরূঢ় হইল। জনৈক প্রহরী সেই স্থান রক্ষা করিতেছিল। সে তাহাকে দেখিয়া তথায় আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সেনানী কহিল, “ভাই রে! অনেক

দিন তোমাদিগের কাহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, আর কল্য প্রাতেই এখান হইতে যাইতে হইবে, অতএব ভাবিলাম যদি কাহার সহিত সাক্ষাৎ হয় কথাবার্তায় রাত্রি যাপন করিব।” এইরূপ সরল ভাষায় প্রহরীর প্রতীতি জন্মাইয়া দুষ্ট ক্রমে ক্রমে তাহার নিকটবর্তী হইল, এবং হঠাৎ তাহার পাদদ্বয় আর্কষণ করতঃ তাহাকে একেবারে দুর্গের বহির্ভাগে নিক্ষেপ করিল। প্রহরী সেই উন্নত স্থল হইতে অন্যূন দুই শত হস্ত নিম্নে নিপতিত হইয়া একেবারে চূর্ণ-সর্বাঙ্গ হইল। বিশ্বাস-ঘাতক তখন নিরুদ্বেগে অঙ্গাবরণের অন্তর হইতে একটি দীর্ঘ রজ্জু বাহির করিল, এবং নির্দিষ্ট সঙ্কেতানুসারে সেই রজ্জু দ্বারা এক জন বলবান মোগল যোদ্ধাকে উন্নত করিল। সেই ব্যক্তির স্থানেও ঐরূপ একটি রজ্জু ছিল। উভয়ে স্ব স্ব রজ্জু সংযোগে আর দুই জনকে দুর্গে আনয়ন করিল। এইরূপে মুহূর্তৈক মধ্যে শতাধিক বিপক্ষ সেনা শিবজীর দুর্গান্তরালে প্রবিষ্ট হইল।

মহারাষ্ট্র সেনানীর মানস ছিল কোন গোলমাল না করিয়া শিবজীর গৃহে প্রবেশ করতঃ স্বহস্তে তাঁহাকে হনন করে। কিন্তু মোগল সৈন্যেরা ক্রমশঃ আপনাদিগকে বর্ধিত-বল বুঝিয়া সাবধানতাচ্যুত হওয়াতে দুর্গ রক্ষিগণ অনেকে জাগ্রত হইয়া উঠিল এবং তাহাদিগের একজন ঊর্ধ্বশ্বাসে মহারাষ্ট্রপতির গৃহদ্বারে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, “মহারাজ! শুত্রু সেনা দুর্গে প্রবেশ করিয়াছে, উপায় করুন।” শিবজী তৎক্ষণাৎ নিষ্কোষ কৃপাণ হস্তে বাহির হইয়া কতিপয় সৈন্য সমভিব্যাহারে মোগলদিগকে আক্রমণ করিলেন। সেই নিশীথ সময়ে মহারাষ্ট্র ভট সকলের ‘হর হর ভবানী’! এবং মোগল সেনার ‘আল্লাঃ আকবার’! এইরূপ যোধ-রাব পুনঃ পুনঃ গগন বিদীর্ণ হইয়া উত্থিত হইতে লাগিল। মহারাষ্ট্রীয়রা দুর্গের পথ সকল উত্তম জানিত বলিয়া হঠাৎ আক্রান্ত হইয়াও অতি উত্তম যুদ্ধ করিতে লাগিল। মোগলেরা অন্ধকারে অপরিজ্ঞাত স্থানে তাদৃশ পরাক্রম প্রকাশ করিতে না পারিয়া নিকটবর্তী কতিপয় পর্ণ এবং তৃণ কুটীরে অগ্নিদান করিল। শিবজী দেখিলেন যুদ্ধে বিজয় সম্ভাবনা নাই। অতএব সত্বরগমনে বাদসাহপুত্রীর গৃহে আগমন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “তোমার পিতৃ-সৈন্যে আমার দুর্গ অধিকার করিল—তোমার কোন বিপদ

হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু আমি ধৃত হইলে অবশ্যই বধ্য হইব।” রোসিনারা ব্যগ্র-চিত্ত হইয়া কহিলেন, “যদি কোন উপায় থাকে, নিমেষমাত্র বিলম্ব করিও না, পলায়ন কর, আর কখন যদি পুনর্বার মিলিত হইবার পথ হয় আমি যেখানে থাকি তোমারই রহিলাম জানিও।” এদিকে মোগলদিগের জয়ধ্বনি ক্রমে নিকটবর্তী হইতে লাগিল, সুতরাং আর বিলম্বের অবকাশ নাই, শিবজী শীঘ্র তথা হইতে প্রস্থান করিয়া দুর্গের এক প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলেন।

দুর্গের সেই ভাগ অন্যান্য দিক্ অপেক্ষাও বরং অধিক বন্ধুর হইবে। কিন্তু সেই পার্শ্বে পর্বত গাত্রে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখি-সকল জন্মিয়াছিল, আর নীচে একটি নদী বেগে প্রবাহিত হইতেছিল। শিবজী সেই বৃক্ষ সকলকে অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে নামিতে লাগিলেন। মধ্যভাগে যে ক্ষুদ্র গাছটির উপর নির্ভর করিয়াছিলেন তাহা পদভরে উন্মূলিত হইল। কিন্তু ভাগ্যবলে শিবজী বহুদূর নিপতিত না হইতে হইতেই আর একটি অধিকতর-বদ্ধমূল বৃক্ষকে ধারণ করিতে পাইয়া রক্ষা পাইলেন। সেই স্থান হইতে নদী জল অন্যূন বিংশতি হস্ত দূর হইবে। শিবজী নিকটস্থ কতকগুলি তৃণ লইয়া আপন পৃষ্ঠতলে বিন্যস্ত করিয়া বাঁধিলেন, এবং পর্বত পার্শ্বে পিচ্ছলাইয়া অনতি-ক্ষতশরীরে নদীজলে পড়িলেন। সেই স্থলে নদী গভীর ছিল, এবং তন্মধ্যে বৃহৎ শিলাদি কোন কঠিন পদার্থও ছিল না। অতএব বেগে জলমগ্ন হইলেও মহারাষ্ট্রপতির কোন ব্যাঘাত হয় নাই। তিনি জলে ভাসমান হইয়া সন্তরণদ্বারা স্রোতস্বতী উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন।

গ্রন্থকার এইবার বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। পাঠকবর্গকে উদার-চরিত্র শিবজী এবং কোমল-প্রকৃতির রোসিনারার সহিত পরিচিত করাইয়া তাঁহার এমত অনুভব হইয়াছে যে, সকলেই ইহাদিগের পরে কি হইয়াছিল জানিতে ব্যগ্র হইবেন। যতদিন তাঁহারা উভয়ে একত্রে ছিলেন, একের বিবরণেই অপরের আনুষঙ্গিক বর্ণন হইয়াছে। এক্ষণে উভয়ের বিচ্ছেদ হইলে কাহার বিষয় অগ্রে বর্ণনীয়?—সর্ব স্থানেই পুরুষের সম্মান অধিক। সুতরাং শিবজী পুরুষ বলিয়া তাঁহারই বৃত্তান্ত অগ্রে বর্ণিত হইতে পারে। কিন্তু এইক্ষণে কোন কোন সুধীর-স্বভাবা কামিনীরাও কাব্য শাস্ত্রাদি পাঠে

মনঃসংযোগ করিয়া থাকেন, অতএব পাছে তাঁহারা কেহ রোসিনারার কথা না বলিলে মনোদুঃখ করেন এই জন্য বাদসাহপুত্রীর বিবরণ অগ্রে বলাই বিধেয় হইতেছে৷ যাঁহারা মনের দুঃখ মনেই রাখেন, তাঁহাদিগের মন রাখাই সাধু পরামর্শ! বিশেষতঃ মুসলমানেরা তাহাদিগের পরম শত্রু শিবজী মরিয়াছেন এই বিবেচনাই করিয়াছিল, এবং তিনিও কয়েক দিবস কোথায় কি করিতেছিলেন, প্রথমতঃ তাহার কিছুই প্রকাশ হয় নাই, অতএব এই অধ্যায় মধ্যেই সংক্ষেপে বাদসাহপুত্রীর কিঞ্চিদ্বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম৷

মুসলমান সৈন্যপতি দুর্গাধিকার বার্তা প্রাপ্ত হইবামাত্র মহা আনন্দ-সহকারে যাত্রা করিয়া পর দিবস তথায় উপস্থিত হইলেন৷ তিনি প্রথমতঃ বাদসাহপুত্রীকে সহস্রাধিক সামন্ত সমভিব্যাহারে পিতৃ-সদনে প্রেরণ করিলেন৷ রোসিনারা কতিপয় দিবস পরে পথিমধ্যে রাজা জয়সিংহের সৈন্যে উপস্থিত হইলেন৷ সিংহ মহারাজ মুসলমান সৈন্যপতির লিপি প্রাপ্ত হইয়া জানিলেন, শিবজীর দুর্গ জয় হইয়াছে এবং তিনিও প্রস্থান কালে পঞ্চত্ব পাইয়াছেন৷ অতএব তিনি যেমন শীঘ্র সসৈন্যে আসিতেছিলেন, তাহা না করিয়া বাদসাহকে সমুদায় শুভ সংবাদ বিজ্ঞাপন এবং পরে আপনি কি করিবেন জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন৷ সেই স্থান হইতে রোসিনারা নির্বিঘ্নে পিত্রালয় প্রাপ্ত হইলে বাদসাহ, একেবারে আত্মজার উদ্ধার এবং শিবজীর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে পরম পরিতোষ লাভ করিলেন৷ কিন্তু কন্যার সহিত সাক্ষাৎ হইলে কথা প্রসঙ্গে তৎপ্রমুখাৎ শিবজীর গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার ক্রোধের পরিসীমা রহিল না৷ তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, ঐ কন্যার আর মুখাবলোকন করিবেন না৷ অতএব যে কারাগৃহ-তুল্য-অবরোধ মধ্যে আপন পিতা সাজাহানকে বদ্ধ রাখিয়াছিলেন, তাহারই এক দেশে কন্যার বাসস্থান নির্ণয় করিলেন৷ সেই স্থানে রোসিনারা কিরূপে কালযাপন করিতেন, এবং কালে তাঁহার মানস কতদূর কিরূপে সফল হইয়াছিল, তাহা সময়ান্তরে ব্যক্ত হইবে৷

চতুর্থ অধ্যায়।

যে দেশে প্রজাগণ অধিকাংশই কৃষিকার্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, এবং রাজবর্ত্ম সকল পরিপাটিরূপ না থাকাতে বণিক্-বৃত্তি সুসম্পন্ন হয় না, তথাকার রাজাদিগের কর্তব্য প্রজার স্থানে সুবর্ণ রজতাদিরূপে কর না লইয়া যে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহারই কোন নিয়মিত অংশ গ্রহণ করেন। এইরূপ না করিলে প্রজার অত্যন্ত ক্লেশ হয়। তাহাদিগকে অল্প মূল্যে অধিক দ্রব্য বিক্রয় করিতে হয়, অথবা দূরস্থিত আপণে কৃষি-প্রসূত দ্রব্যজাত লইয়া যাইতে অনেক পরিশ্রম এবং কালক্ষয় করিতে হয়। শিবজী এই সকল বিবেচনা করিয়া রাজস্ব আদায়ের নিয়ম করিয়াছিলেন যে, প্রজারা যাহার যেরূপ ইচ্ছা, তাঁহার ভাগধেয় প্রদান করিবে। এই নিয়মানুসারে তাঁহার পার্বতীয় দুর্গ সন্নিহিত প্রজাগণ ঐ দুর্গস্থিত তৃণ ও পর্ণকুটীর সকল নির্মাণার্থ তদুপযোগী পত্র তৃণ প্রভৃতি উপকরণ সামগ্রী প্রদান করিত; তাহাদিগের স্থানে আর অন্য করাদান ছিল না। পরন্তু যখন তাহারা ঐ নিয়মানুসারে তৃণাদি প্রদান করিতে আসিত, সেই সময়ে পরস্পর দ্রব্যাদি বিনিময়ের সুবিধা হয় বলিয়া দুর্গ মধ্যে এক প্রকার বাজার বসিত।

মুসলমান সৈন্যপতি তাঁহার অধিকৃত দুর্গের সকল কুটীর অগ্নিদাহে দগ্ধ হইয়াছে দেখিয়া প্রজাদিগের স্থানে ঐরূপ তৃণাদি গ্রহণের অনুমতি করিলেন। তাঁহার মানস ছিল ঐ দুর্গে বহুতর সৈন্য নিযুক্ত রাখেন; অতএব এককালে অনেক কুটীর নির্মাণের আদেশ করিয়া যাবৎ তৎসমুদায় সমাপন না হয় তাবৎ আপনি শিবির মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

তাঁহার ঘোষণানুসারে দুর্গ জয় হইবার তিন বা চারি দিবস পরে শতাধিক ব্যক্তি নানা দ্রব্যজাত লইয়া দুর্গ সন্নিধানে উপনীত হইল। তাহাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বাগ্রে দুর্গ মধ্যে প্রবেশিত হইল তাঁহার সহিত একজন মোগল যোদ্ধার এইরূপ

কথোপকথন হয় এবং সেই অবসরে আর আর সকলে ক্রমে ক্রমে দুর্গোপরি উত্থাপিত হইতে লাগিল। মোগল যোদ্ধা প্রথমতঃ ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়া কহিল, “কেমন রে কাফের! তোদের রাজা এখন কোথায়? বেটা ডাকাইত ছিল—তেমনি একবারে জাহান্নমে গিয়াছে।” মহারাষ্ট্র কহিল, “হাঁ শুনিয়াছি, শিবজী না কি মরিয়াছেন। আমাদের পক্ষে যিনিই রাজা হউন, উচিত কর দিব, রাজ্যে বাস করিব; আমাদিগের ভালও নাই মন্দও নাই—ভাল, তবু বল দেখি শিবজী মরিয়াছেন কেমন করিয়া জানিলে; তোমরা কি তাঁহার শব দেখিয়াছ?” “বেটা নদীর জলে পড়িয়া কোথায় মরিয়া ভাসিয়া গিয়াছে কিরূপে দেখিব।” “তবে তিনি মরিয়াছেন কেমন করিয়া জানিলে?” আমরা সেই রাত্রিতে মসাল জ্বালিয়া সকল জায়গা পাতি পাতি করিয়া খুঁজিয়াছিলাম, কোথাও দেখিতে পাইলাম না—পর দিন গড়ের মুর্চার উপর উঠিয়া দেখি এক জায়গায় একটা গাছ উপড়িয়া গিয়াছে—আর বালিতে পায়ের দাগও পড়িয়া রহিয়াছে। যে নেমক্‌হারাম্ আমাদিগকে এই গড়ে আনিয়াছিল সেই ঐ পায়ের দাগ দেখিয়া কহিল শিবজীই এই খান দিয়া যাইবার চেষ্টা করিয়া পড়িয়া মরিয়াছেন।” মহারাষ্ট্র ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “সেই নেমক্‌হারাম্ এখন কোথায়?—তাহার কি হইয়াছে কিছু বলিতে পার?” মোগল দুর্গজয় হওয়াতে নিতান্ত আনন্দমগ্ন অন্তঃকরণ হইয়াছিল বলিয়াই জিজ্ঞাসুর তাদৃশ ব্যগ্রতা দেখিয়াও সন্দিহানমনা হইল না। সে হাস্য করিয়া উত্তর করিল, “সে এইখানেই আছে, কিন্তু তাহার জিয়ন্তে কবর হইয়াছে। আমার ইচ্ছা হয় তোদের সকলকেই সেরূপ করি।” মহারাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিল, “কেন আমরা তোমাদের কি করিয়াছি।” “তোরা কাফের ভূতের পূজা করিস্।” মহারাষ্ট্র তৎক্ষণাৎ কহিল, “যে বিধর্মি মুসলমান, তুই মনে করিয়াছিস্ শিবজী মরিয়াছেন, এই তাঁহাকে সম্মুখে দেখ্।” এই বলিতে বলিতে কৃষীবল-বেশধারী শিবজী আপন আনীত তৃণ কাষ্ঠাদি মধ্য হইতে তীক্ষ্ণধার খড়্গ বাহির করিয়া ঐ ভয়ার্ত মোগলের শিরচ্ছেদন করিলেন। আর আর মহারাষ্ট্র সকলেও ঐরূপে নিজ নিজ অস্ত্র বাহির করিয়া ‘শিবজীর জয়! শিবজীর জয়!’ এই শব্দসহকারে মোগলদিগকে বলপূর্বক আক্রমণ করিল। মোগলেরা অনেকেই নিরস্ত্র, বিশেষতঃ শিবজী মরিয়াছেন জানিয়া একান্ত অনবধান ছিল। অতএব শিবজী স্বয়ং

উপস্থিত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া মহা ভয় প্রযুক্ত যে যাহার প্রাণ লইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অনেকেই স্থির হইয়া যুদ্ধ করিতে পারিল না। আর যাহারা যাহারা সাহস করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইল, তাহারাও সুশিক্ষিত মাওলীগণ কর্তৃক স্বল্পায়াসেই পরাজিত হইল।

এইরূপে শিবজী নিজ দুর্গ পুনর্ব্বার সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া সেই বিশ্বাসহন্তা সেনানীর অনুসন্ধানার্থ কতিপয় অনুচরকে প্রেরণ করিলেন। পরে যথানিয়মে লোক নির্দ্দিষ্ট করতঃ তৎক্ষণাৎ দুর্গের আরক্ষ বিধান করিতে লাগিলেন। তাহা করিতে করিতে দুর্গের প্রান্তভাগে উপনীত হইয়া দেখেন একটী ক্ষুদ্র কুঠরীর দ্বার নূতন প্রস্তর দ্বারা গ্রথিত এবং চতুর্দ্দিকস্থ সকল গবাক্ষ সেইরূপে বদ্ধ হইয়া আছে। ছাদের উপর উঠিয়া দেখেন, কেবল তন্মধ্যভাগে একটি ছিদ্র মাত্র আছে, আর সর্ব্বদিক্ সর্ব্বপ্রকারে বদ্ধ, অন্য কি, বায়ু গমনাগমনেরও পথ নাই। তখন স্মরণ হইল, মোগল কহিয়াছিল সেনানীর জীবৎসমাধি হইয়াছে। অতএব তাহাই বুঝি এই হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া মহারাষ্ট্রপতি সেই কুঠরীর দ্বার উন্মুক্ত করণের অনুমতি করিলেন। দ্বারের গ্রথিত প্রস্তর কতিপয় স্থানান্তরিত হইলে সেই অন্ধতমসাবৃত কুঠরী মধ্যে আলোক প্রবেশ করাতে একটা মৃতকল্প-মনুষ্য-দেহ দৃষ্ট হইল। তখন সকলেই ব্যগ্র হইয়া দ্বার উন্মোচন করিতে লাগিলেন। শিবজী স্বয়ং ঐ পরিশ্রমে বিমুখ হইলেন না। পরে গৃহান্তরালে প্রবেশ করিয়া যেরূপ দর্শন করিলেন তাহা বর্ণনীয় নহে—ঐ স্থান সাক্ষাৎ-প্রেতভূমি। গৃহমধ্যে স্থালী স্থালী পূর্ণ শোণিত সংহত হইয়া তিমির বর্ণ হইয়া রহিয়াছে, দীর্ঘ দীর্ঘ অস্থিসহ মাংসখণ্ড সকল চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে, এবং মধ্যভাগে সেই মহারাষ্ট্র সেনানীর শীর্ণ এবং পাংশু বর্ণ শরীর নিষ্পন্দ হইয়া রহিয়াছে। এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দর্শন হইবামাত্র মহারাষ্ট্রপতি ব্যস্ত হইয়া বহির্ভাগে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে তৎকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া কতিপয় ব্যক্তি ঐ মৃতকল্প শরীর বহির্দ্দেশে আনয়ন করিল। বহির্ভাগের পবিত্র বায়ু স্পর্শে সেনানীর মুখে পুনর্ব্বার রক্ত সঞ্চার হইতেছে দেখিয়া শিবজী কহিলেন, "এখনও জীবন আছে, শীঘ্র শীতল জল আনিয়া উহার মুখে সেচন কর।" কেহ বারদ্বয় ঐরূপ করিলে ঐ হতভাগ্য হঠাৎ

করদ্বারা মুখ আবরণ করিয়া কম্পিত শরীর পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিল, "আমি প্রাণ গেলেও উহা পান করিব না!—আমি প্রাণ গেলেও উহা পান করিব না!" সকলে চমৎকৃত হইয়া শিবজীর প্রতি দৃষ্টি করিলে তিনি কহিলেন, "অনুমান হয়, দুরাত্মা মুসলমান কর্ত্তৃক এই অন্ধকূপ মধ্যে নিরুদ্ধ হইয়া জল প্রার্থনা করিলে উহাকে পানার্থ রক্ত প্রদান করিয়াছিল; এখনও প্রকৃত চৈতন্য হয় নাই, অতএব তাহাই পান করিবে না কহিতেছে।" পরে কহিলেন, "বোধ হয়, পাপিষ্ঠেরা ইহাকে গোরক্ত এবং গোমাংস দিয়া থাকিবে, বুঝি তাহাই ঐ গৃহমধ্যে দর্শন করিলাম। হায়! ভারত-ভূমি আর কত দিন এই পাপাত্মাদিগের ভার বহন করিবে?" তিনি এইরূপ কহিতেছেন এমত সময়ে সেনানী একবার চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। কিন্তু শিবজীর প্রতি দৃষ্টি হইবামাত্র চীৎকার শব্দ করিয়া পুনর্ব্বার অচেতন হইলেন। মহারাষ্ট্রপতি স্বয়ং তাঁহার মুখে জলসেক করিতে লাগিলেন, এবং ঝটিতি কিছু খাদ্য সামগ্রী আনয়ন করিতে কহিলেন। সেনানী ক্ষণকাল মধ্যে পুনর্ব্বার সচেতন হইয়া চক্ষুরুন্মীলন পূর্ব্বক শিবজীর মুখাবলোকন করিয়া কহিলেন "মহারাজ! তবে কি আমি সমুদয় স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম? তবে কি আমি আপনকার বিশ্বাস-ঘাতী নহি?—আমি কি মুসলমানদিগকে দুর্গমধ্যে আনয়ন করি নাই?—আমি কি আপনকার মৃত্যু ইচ্ছা করি নাই?—না, না, সে সকল স্বপ্ন নহে। আমি প্রহরীকে নিক্ষেপ করিলে সে যে উৎকট আর্ত্তস্বর করিয়াছিল তাহা এক্ষণেও আমার কর্ণকুহর মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে—আর আমি যাহা যাহা দেখিয়াছি এবং শ্রবণ করিয়াছি তাহাও মিথ্যা হইবার নহে।"

শিবজী নিজ সেনানীর প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "তুমি এই ক্ষণে আর সেই সকল কিছু মনে করিও না, এই কিঞ্চিৎ ভক্ষ্য গ্রহণ এবং জল পান কর, পরে যাহা যাহা হইয়াছে সবিস্তার শ্রবণ করিব। সেনানী কহিল "মহারাজ! আর আমাকে আহার করিতে বলিবেন না, এক্ষণে যাহা বলি সকলে মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন।" এই বলিয়া সেনানী উঠিয়া বসিলেন, এবং প্রথমতঃ যে প্রকারে বাদসাহী সৈন্যে মিলিত হইয়াছিলেন, এবং শিবজীকে বিনাশ করিবার যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আর যেমন করিয়া মোগলদিগকে দুর্গে আনয়ন করিয়াছিলেন সমুদয়

ব্যক্ত করিয়া পরে কহিতে লাগিলেন—"মহারাজ! দুর্গ অধিকার হইবার পর আপনার মৃত্যু নিশ্চয় হইলে আমি মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম যে, অবশিষ্ট জীবিত কাল তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন করিয়া নিজকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। এই ভাবিয়া দুরাত্মা মুসলমান সৈন্যপতির স্থানে বিদায় প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু সে আমার প্রতি কি জন্য রুষ্ট হইয়াছিল বলিতে পারি না, বিদায় প্রদানে সম্মত না হইয়া বিশ্বাস-হন্তা বলিয়া আমায় বিস্তর তিরস্কার করিল, পরে কহিল, "তুই মুসলমান হইয়া বাদসাহের সৈনিক কার্যে প্রবৃত্ত হ।" তাহার ভৎ´সনায় আমারও অত্যন্ত ক্রোধ হইল। না হইবে কেন? যে ব্যক্তি যে অপরাধে বাস্তবিক অপরাধী হয়, কেহ তাহার সেই দোষটি কহিলেই ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। আমারও সেইরূপ হইল, এবং আমি মুসলমান ধর্মের অনেক নিন্দা করিলাম। সৈন্যপতি তখন কতিপয় অনুচরের প্রতি ইঙ্গিত করিলে, অনুমান হয়, তাহারা পূর্বেই শিক্ষিত হইয়াছিল, অতএব আমাকে প্রহার করিতে লাগিল। আমি সেই প্রহারেই বিচেতন হইয়াছিলাম। পরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া বোধ হইল যেন যমালয়ে আসিয়াছি। চতুর্দিক্ অন্ধকার-সমুদায় নিঃশব্দ, অনুমান হয় এইরূপে বহুকাল গত হইলে পিপাসার্ত্ত হইয়া জল চাহিয়াছিলাম। জল! জল! এই শব্দ বার বার উচ্চারণ করিলে পর, মহারাজ! দেখিলাম যে আপনকার আরাধ্যা ভবানী দেবী ঘোর-বেশা ডাকিনী কতিপয় সমভিব্যাহারে আসিয়া কহিতেছেন, "রে নরাধম! তুই আমার বরপুত্র শিবজীর অপকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিস—তুই নিজ জন্মভূমির প্রতিও স্নেহ বিবর্জিত হইয়া তাহা বিধর্মি শত্রুর হস্তগত করিলি—জানিস্ না, গর্ভধারিণী মাতা, আর পয়স্বিনী গো এবং সর্ব দ্রব্য প্রসবা জন্মভূমি—এই তিনই সমান। যে জন্মভূমির অপকার করিতে পারে, সে গোবধ এবং মাতৃহত্যাও করিতে পারে। অতএব তোর পক্ষে এই দেশের সমুদায় জল গোরক্ত এবং সকল ভক্ষ্য বস্তু গোমাংস হইয়াছে—এই লইয়া আহার কর্"—মহারাজ! ডাকিনীগণ তৎক্ষণাৎ আমার সমক্ষে গোরক্ত এবং গোমাংস প্রদান করিল—মহারাজ! পৃথিবীতে আমার আর ভক্ষ্যও নাই পানীয়ও নাই।"

সেনানী এইরূপ কহিতে কহিতে পুনর্বার প্রায় চৈতন্য শূন্য হইলেন, এবং শ্রোতৃগণ একেবারে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্তব্ধ হইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ কাহারও মুখে বাক্য নিঃসরণ হইল না। এমত সময়ে একজন মহারাষ্ট্র সমীপস্থ হইয়া নিবেদন করিল, মহারাজ! ভগবান রামদাস স্বামী দুর্গে উপস্থিত হইয়াছেন, সংবাদ প্রদানার্থ আমাকে অগ্রে প্রেরণ করিলেন।" পরক্ষণেই দৃষ্ট হইল শীর্ণ অথচ সরল শরীর, প্রশস্ত ললাট, সহাস্য মুখ, বিভূতি-ভূষণ এবং আরক্ত বহির্বাস পরিধান ও ত্রিশুল-হস্ত সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান সন্ন্যাস-স্বরূপ পুরুষবর তাঁহাদিগের অভিমুখে আগমন করিতেছেন। মহারাষ্ট্রপতি নিজ দীক্ষাগুরুর দর্শন লাভমাত্র একাকী কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহার চরণ বন্দন করিলে, গুরু আশীর্বাদ সহকারে কহিলেন, "বৎস তোমার মঙ্গল হউক! আমি যে যে কর্মের ভার লইয়াছিলাম সমুদায় সুসিদ্ধ হইয়াছে। যে শিষ্য প্রতিনিধি হইয়া ফকীর বেশে শত্রু সৈন্যে গিয়াছিল, সে এই মাত্র আসিয়া কহিল তথায় দুর্গ বিজয়ের কোন সংবাদ যায় নাই, আর তোমার সকল সেনাপতিই স্ব স্ব দুর্গ হইতে সেনা সংগ্রহ করিয়া আসিতেছে। এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, কর—আমি তোমার স্বস্থান প্রাপ্তি দর্শন করিলাম, তুষ্ট হইয়া আশ্রমে গমন করি।" শিবজী উত্তর করিলেন, "গুরো! আপনি প্রসন্ন আছেন আমার অমঙ্গল সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু প্রথমতঃ যে রাত্রি মোগলেরা এই দুর্গ অধিকার করে এবং আমি বহু কষ্টে পলাইয়া আপনকার আশ্রমে উপস্থিত হই, তখন বোধ হইয়াছিল সম্মুখে সংগ্রামে শত্রু সৈন্য পরাভব না করিলে দুর্গ অধিকার করিবার উপায়ান্তর নাই। সেই ভাবিয়াই আপনার শিষ্যগণকে তৎক্ষণাৎ দুর্গে দুর্গে প্রেরণ করিয়া সৈন্য সংগ্রহের উপায় করি। পরন্তু, যাহা কর্ত্তৃক আমার কৌশল সমুদায় ব্যর্থ হইবার শঙ্কা ছিল, বিধর্মি শুত্রু তাহারই প্রতি অত্যাচার করিয়া আমার কার্য সাধন অতিশয় সহজ করিয়াছে। কিন্তু তাহারা ঐ ব্যক্তির প্রতি যেরূপ দৌরাত্ম করিয়াছে, তজ্জন্য এক প্রকার কার্যসিদ্ধি হইলেও, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা হইতেছে।" এই বলিয়া মহারাষ্ট্রপতি সেনানীর প্রমুখাৎ যাহা যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন অবিকল আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। রামদাস স্বামী ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন—"আগামী যুদ্ধে অবশ্য বিজয় লাভ হইবে!" পরে শিবজীকে বলিলেন, "তোমার ঐ সেনানীকে অদ্য রাত্রি আমার সমীপে আসিতে

কহিও, আজি আর আশ্রমে গমন করিব না;—এক্ষণে যুদ্ধের যাহা যাহা আবশ্যক তদ্বিধানে মনোযোগ কর।”

পঞ্চম অধ্যায়।

সেই রাত্রে অন্যূন বিংশতি সহস্র মহারাষ্ট্র সেনা বাদসাহী সৈন্য শিবিরাভিমুখে গমন করিতেছিল। সর্ব্বাগ্রে এক দল ধানুষ্ক গমন করিল। তাহাদিগের গতি ব্যাঘ্রবৎ এবং কর্ম্মও ব্যাঘ্রবৎ। তাহারা কোন উচ্চ শিলা বা বৃক্ষের অন্তরাল হইতে সম্মুখভাগ সমুদায় উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করে এবং শত্রু নিযুক্ত প্রহরী দৃষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ অব্যর্থসন্ধান বাণ নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগের প্রাণ হরণ করে। এই সকল ব্যক্তি রাত্রি-যুদ্ধে কুশল। শিবজীর শিক্ষায় ইহারা পুনঃ পুনঃ নিশাযুদ্ধ অভ্যাস করিয়া অন্ধকারেও অপূর্ব দৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়াছিল। ইহাদের পশ্চাতে বহুসংখ্যক "হিৎকরী" সেনা গমন করিল। তাহাদিগের প্রধান অস্ত্র বন্দুক, কিন্তু কটিবন্ধে এক এক খানি অসি দোদুল্যমান হইতেছিল। ইংলণ্ডীয়দিগের এবং তৎশিক্ষিত অস্মদ্দেশীয় শিপাহিগণের বন্দুকে যেরূপ সঙ্গিন থাকে, শিবজীর সেনার সেরূপ ছিল না—তাহারা যুদ্ধকালে স্ব স্ব কৃপাণ দ্বারাই সঙ্গিনের কার্য নির্বাহিত করিত। ঐ "হিৎকরী" সেনার অনতিদূর পশ্চাতে মহারাষ্ট্রপতির বিশিষ্ট সমাদৃত অসি-চর্ম্মধারী 'মাওলী' সৈন্যদল গমন করিল। তাহারা সকলেই অতি বলিষ্ঠ এবং বিক্রমশালী। তাহাদিগের খড়্গ সাধারণ খড়্গ অপেক্ষা দীর্ঘ ছিল। এই জন্য অসিযুদ্ধে ইহারা প্রায় কখনই কাহা কর্ত্তৃক পরাভূত হইত না। পর্বতীয় দুর্গম স্থান গমনেও ইহারা অত্যন্ত পটু ছিল। যে উন্নত গিরিশিখরে অজ এবং সরীসৃপ ব্যতিরেকে অন্য ভূচর জন্তুর গমন অসাধ্য, বোধ হয়, শিবজীর মাওলীগণ সেই সকল স্থানও লঙ্ঘন করিতে পারিত। মহারাষ্ট্রপতি স্বয়ং এই সকল সৈন্য লইয়া পাদচারে যুদ্ধ করিতেন। ইহাদিগের পশ্চাতে 'বর্গী' নামক অশ্বারোহী সেনা গমন করিল। ইহাদিগের প্রধান অস্ত্র সুদীর্ঘ শেল। কিন্তু কাহার কাহার স্থানে একটি একটি বন্দুকও ছিল, এবং সকলেরই কটিবন্ধে করবাল দোদুল্যমান হইতেছিল। এই সকল সৈন্যের বহুদূর পশ্চাতে 'শিলিদার' নামক অশ্বারোহী দল দৃষ্ট হইল। তাহারা ইহাদের সকলের ন্যায় সুশিক্ষিত বা সুব্যবস্থিত নহে। তাহাদিগের বেশভূষা অস্ত্র শস্ত্র বিবিধ প্রকার। তাহারা

পার্যমাণে কখনও সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইত না, কিন্তু যুদ্ধাবসানে প্রেরিত হইলে পলায়ন-পর শত্রুর অনেক অপচয় করিতে পারিত।

'শিলিদার' ভিন্ন আর সকল সৈন্যের বেশ প্রায় একবিধ ছিল। সকলেরই মস্তকে উষ্ণীষ এবং সকলেরই সেই উষ্ণীষের এক এক ফের চিবুক নিম্নভাগ দিয়া উদ্বদ্ধ। সকলেরই অঙ্গ এক একটি অঙ্গরক্ষিণী দ্বারা আবৃত, সকলেই কটিবন্ধ বিশিষ্ট, এবং সকলেরই পায় পা-জামা পরিধান। এতদ্ব্যতিরিক্ত অনেকেরই কর্ণে এক এক প্রকার কর্ণভূষণ এবং হস্তে বলয় ছিল। সাধারণ সৈন্যের এইরূপ বেশভূষা। সেনানায়কগণের পরিধেয় বিবিধ প্রকার। পরন্তু তাঁহারা অনেকেই নিজ নিজ পরিচ্ছদের উপরিভাগে লৌহজাল বিনির্মিত এক প্রকার অনতি গুরুভার সন্নাহ ধারণ করিতেছিলেন।

সৈন্যগণ এইরূপে গমন করিয়া সূর্যোদয় সময়ে যে স্থলে উপস্থিত হইল, তাহারই নিম্নে বাদসাহী সৈন্য-শিবির সন্নিবেশিত ছিল। তত্রত্য তাম্বু সকলের বিচিত্র বর্ণ, এবং সোনালী কলস সকলের প্রভা, সেই পর্বততলী হইতে অতি ঈষদ্ভাবে প্রকাশমান হইতেছিল। কিন্তু মুসলমান সৈন্যপতি শত্রু এমত নিকট আসিয়াছে ইহার কিছুই জানিতেন না। বিশেষতঃ তৎপ্রদেশীয় দুর্গাধিকার হওয়াতে তিনি সেই দিক্ হইতে এইরূপে হঠাৎ আক্রান্ত হইবার কোন শঙ্কাই করেন নাই। অতএব যখন কোন মোগল প্রহরী পর্বতের উপরি ভাগে মহারাষ্ট্রীয়দিগের শাণিত অস্ত্রে সূর্য রশ্মি প্রতিফলিত হইতেছে দেখিয়া ব্যগ্র হইয়া তাঁহাকে সংবাদ প্রদান করিল, তিনি প্রথমতঃ বিশ্বাসই করিলেন না। পরে অনেকেই ঐ রূপ দেখিয়া গোলযোগ আরম্ভ করিলে তিনি স্বয়ং বাহির হইয়া দর্শন করিলেন। তখন সম্পূর্ণ সূর্যোদয় হইয়াছে, বিশেষতঃ পর্বতের উপরিভাগ কোন স্থান অপ্রকাশ নাই। অতএব সৈন্যপতি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, মহারাষ্ট্র সেনায় পর্বতের শিরোদেশ সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। বিশেষতঃ তিনি দেখিলেন দুই প্রজ্বলিত আগ্নেয় শরীর সেই শত্রু সৈন্যের ঊর্ধ্বভাগে দণ্ডায়মান হইয়া আছে। মুসলমানেরা দেবশরীর তেজোময় বলিয়া জানে। অতএব মোগল সৈন্যপতির বিলক্ষণ প্রতীতি হইল, দেবতাদ্বয়ই বুঝি শত্রুর অনুকূল

পক্ষ হইয়া আসিয়াছেন। পরে দেখিলেন ঐ দুয়ের মধ্যে একজন একটি সুদীর্ঘ খড়্গ গ্রহণ করিয়া অপরের হস্তে প্রদান করিলেন এবং পরক্ষণেই সমুদায় শত্রুসৈন্য হইতে গগন-স্পর্শী গভীর জয় ধ্বনি আসিয়া তাঁহার কর্ণকুহর ভেদ করিল। তখন তিনি নিজ সৈন্যের প্রতি নিতান্ত দৈবাঘাত বুঝিলেন। অতএব এই তাঁহার পরম সাহস বলিতে হয় যে, একবারও পলায়ন করিবার মনন করেন নাই। তিনি শীঘ্র "সাজ! সাজ" শব্দসহকারে যথাস্থানে সৈন্য বিনিবেশ করিতে লাগিলেন। মোগল সৈন্য দলে দলে আসিয়া রণস্থল আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। কিন্তু যেমন পর্বতের উপরিভাগে ঘোরতর বৃষ্টি হইবার পর প্রভূত জলরাশি ভয়ঙ্কর বেগে নিপতিত হয় এবং সম্মুখস্থ গিরিশৃঙ্গ ও বিস্তীর্ণ শাখাপল্লববিশিষ্ট তরুদ্বয় সকলকে উন্মূলিত করিয়া যায়, বেগবান্ মহারাষ্ট্র সৈন্য সেইরূপে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিল এবং শত্রুদল তাহাদিগের সমক্ষে সেইরূপে পরাভূত হইতে লাগিল। যদি কোন শত্রুসেনাপতি বিশিষ্ট সাহস করিয়া কোন কোন সৈন্য দলকে রণস্থলে সুস্থির করিবার চেষ্টা করেন, তখনই কোথাও যা শিবজী স্বয়ং পাদচারে, আর কোথাও বা অশ্বারূঢ় এক অপূর্ব মুর্ত্তি দীর্ঘকায় পুরুষ, শীঘ্র উপনীত হইয়া নিমেষ মধ্যে বিপক্ষ পক্ষকে পরাভূত করেন সেই অশ্বারোহীর প্রজ্বলিত দীর্ঘ খড়্গ দর্শন মাত্রেই শত্রুগণ ভয়ে পলায়ন করে, অথবা বিনা যুদ্ধে নিহত হয়। এইরূপে শিবির সম্মুখস্থিত মোগল যোদ্ধা সকল ভগ্ন হইলে মহারাষ্ট্রীয়েরা শত্রুর তাম্বু মধ্যে প্রবেশোদ্যম করিল।

কিন্তু সেই খানে মোগল সৈন্যপতি স্বয়ং দৃঢ়-প্রহরী উত্তম উত্তম সামন্ত সমস্ত পরিবৃত হইয়া রহিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা বেগে তন্নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র, যেমন জ্বলন্ত হুতাশন খরধার বৃষ্টি পাতে স্তিমিত-তেজঃ হয়, তেমনি সেই সুশিক্ষিত প্রতিপক্ষ ভট সকলের প্রযুক্তগুলি প্রহারে তাহারা খর্ব বেগ হইল, এবং পলায়নপর মোগলেরাও ঐ অবকাশে পুনর্বার দলবদ্ধ হইয়া যুদ্ধে স্থির হইতে লাগিল। মুসলমানেরা বহুকালাবধি হিন্দু জাতিকে রণে পরাভব করিয়া আসিতেছিল, অতএব অবজ্ঞেয় শত্রু কর্ত্তৃক পরাভূত হওয়া বিশিষ্ট ঘৃণাকর বোধ করিত। শত্রুকে অবজ্ঞা

করিয়া তৎপ্রতিবিধান চেষ্টা না করা অত্যন্ত দোষ। কিন্তু রণস্থলে শত্রুর পতি তাচ্ছিল্যভাব থাকিলে প্রায়ই জয়লাভ হয়। এই স্থানেও সেইরূপ হইবার উপক্রম হইল। শিবজী সঙ্কট দেখিয়া স্বয়ং সংগ্রামসম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তথাপি কিছুই করিতে পারিলেন না। হস্তীপৃষ্ঠারূঢ় মোগলসৈন্যপতি কর্তৃক মর্দিত হইয়া তাঁহার মাওলী দলও ক্রমে ক্রমে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে লাগিল। এইরূপে তুমুল সংগ্রাম হইতেছে, হঠাৎ দৃষ্ট হইল, অশ্বারূঢ় পুরুষ বিপক্ষ সৈন্যপতির প্রতি বেগে ধাবমান হইতেছেন, এবং তাঁহার অপসব্য হস্তে সেই তীক্ষ্ণধার খড়্গ অনল শিখার ন্যায় প্রজ্বলিত হইতেছে। মুসলমান সৈন্যপতি সর্বাগ্রেই তাঁহাকে দর্শন করেন। দর্শন করিয়া অবধি যেমন কোন বিষধর জন্তু বিশেষের প্রতি দৃষ্টিপাত হইলে শরীর নিশ্চল হয়, তদ্দংশন নিবারণার্থেও পলায়ন করিবার শক্তি থাকে না, তিনিও সেইরূপ হইয়া এক দৃষ্টে তৎপ্রতি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। যখন ঐ পুরুষবর অশ্ববেগে সামন্ত সমুদায় ভেদ করিয়া তাঁহার সমীপস্থ হইলেন, পর্য্যাণ-রেকাবের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইলেন, এবং পরাক্রান্ত ভুজবলে খড়্গ প্রয়োগ করিলেন, তখনও সেনাপতি পলায়ন বা সেই প্রহার নিবারণের যত্ন কিছুই করিতে পারিলেন না। সুতরাং একেবারে ছিন্নশীর্ষ হইয়া ভূতলে পড়িলেন।

মোগল সেনাগণ এই আশ্চর্য ব্যাপার দর্শন করিল, একেবারে নিরুৎসাহ হইল, এবং পলায়ন করিতে লাগিল। সেনাপতির বিনাশে সর্বদেশীয় সৈন্যই যুদ্ধে নিরুৎসাহ হয় বটে, কিন্তু এতদ্দেশীয় সৈন্যগণ যেরূপ তৎক্ষণাৎ পলায়ন করে এরূপ অন্যত্র অধিক শ্রুত হওয়া যায় না। ইহার কারণ এই যে, এখানকার রাজারা একাধিপত্য-শক্তি সম্পন্ন বলিয়া আপনাদিগের শক্তির যথেচ্ছ ব্যবহার করেন। তাঁহাদিগের সন্ধি বিগ্রহ প্রভৃতি কোন রাজকার্যে প্রজাদিগের কোন মতামত থাকে না। সুতরাং যিনি রাজা হউন না কেন, আমাদিগের সেই দশাই থাকিবে বুঝিয়া, সেনাগণ রাজার অথবা রাজ-প্রতিভূ সৈন্যপতির বিনাশ হইলেই রণস্থল ত্যাগ করিয়া যায়। মুসলমানেরা হিন্দুদিগের প্রতি বিশিষ্ট দ্বেষ-ভাব-সম্পন্ন ছিল। তথাপি সৈন্যপতির বিনাশে চতুর্দ্দিকে প্রস্থান করিতে লাগিল।

শিবজীর অনুমত্যনুসারে পদাতি সমস্ত শত্রু-শিবির প্রবিষ্ট হইয়া তত্রত্য বিপুল অর্থ এবং দ্রব্যজাত লুঠ করিতে লাগিল আর অশ্বারোহিগণ পলায়নপর শত্রুও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। পরে মহারাষ্ট্রপতি আপনিও কতক সামন্ত সমভিব্যাহারে যাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমত সময়ে তাঁহার গুরুদেব ভগবান রামদাস স্বামী সমীপস্থ হইয়া কহিলেন, "বৎস! অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছ—জয় সম্পূর্ণই হইয়াছে—আর স্বয়ং যাইবার প্রয়োজন নাই, এই বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম কর।" শিবজী তাহাই করিয়া কহিলেন— "গুরো! আপনকার আশীর্বাদে বিজয় লাভ সম্পূর্ণই হইল—কিন্তু অদ্য সেনানী কর্ত্তৃক অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছি—সে না থাকিলে আজি ঘোর বিপদ ঘটিত—সে অদ্য অতিমানুষ কর্ম করিয়াছে।" গুরু উত্তর করিলেন, "আমি পর্বতশৃঙ্গ হইতে তাহাকে ভবানী প্রদত্ত খড়্গ প্রদান করিয়া অবধি তাহারই প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়াছিলাম, তৎকৃত সমুদায় কর্ম দেখিয়াছি। মহারাজ! দেবতারা যাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তাহার কার্যসাধনের উপায়ও অগ্রে করিয়া রাখেন। ঐ দেখ দেখি যে আসিতেছে উহার শরীরে কি তাদৃশ বল সম্ভব হয়?" শিবজী রামদাস স্বামীর অঙ্গুলি নির্দ্দেশানুসারে দৃষ্টি করতঃ তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া সেই মোগল সৈন্যপতির বধকারী অশ্বারোহীর সমীপস্থ হইলেন; এবং তিনি বেগে গমন করিয়া তাহাকে ধারণ করিলেন বলিয়াই সে ভূমিপৃষ্ঠে নিপতিত হইল না! এক্ষণে আর সেই বীরমূর্ত্তি নাই। অঙ্গেও নানা স্থানে অস্ত্রাঘাত হওয়াতে অজস্র শোণিত প্রস্রুত হইতেছিল। শিবজী তাহাকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে আপন ক্রোড়ে লইলেন, এবং মুমূর্ষু কালে মুখ যেরূপ শ্রীহীন হয়, তাহার মুখ সেইরূপ দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিন্তু মৃত্যুকালেও সেই যুদ্ধবীর হস্তের খড়্গ পরিত্যাগ করেন নাই। শিবজী ঐ অসি লইবার জন্য যত্ন করিলে, তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিলেন—মুখ ঈষৎ হাস্য প্রভাযুক্ত হইল—এবং পরক্ষণেই সমুদায় শরীর একেবারে নিস্পন্দ হইল। রামদাস স্বামী কহিলেন "মহারাজ! ব্যর্থ ক্রন্দন সম্বরণ কর—সেনানী তাঁহার জীবন ঋণ পরিশোধ করিলেন।"

এই ব্যাপার হইতে হইতেই অনেক মহারাষ্ট্র সেনা সেই স্থলে প্রত্যাগত হইয়াছিল। সেনানীর মৃত্যু দর্শনে কাহারও চক্ষু নিরশ্রু ছিল না, এবং সকলেই তাঁহাকে ধন্যবাদ করিয়া আপনাদিগের অন্তকালও যেন সেইরূপ হয়, মনে মনে এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিল। রামদাস স্বামী কিঞ্চিদ্বিলম্বে মৃত সেনানীর খড়্গ উত্তোলন করিয়া কহিলেন—“মহারাজ! এই খড়্গ ভবানী প্রদত্ত। অতএব ইহারও নাম ভবানী হইল। ইহা আপনি গ্রহণ করুন—অদ্য ইনি যে প্রকারে শত্রু নিধন করিলেন, চিরকাল সেরূপ করিবেন এই বলিয়া গুরুদেব সেই খড়্গ মহারাষ্ট্রপতিকে প্রদান করিলেন। তিনি ভক্তিপূর্বক গ্রহণ করিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন। সেই অবধি ঐ খড়্গের মূর্ত্তি মহারাষ্ট্রদিগের ধ্বজে চিত্রিত হইল, এবং অদ্যাপি সেতারা প্রদেশীয় ভূপাল বংশীয়েরা প্রতি বৎসর মহাসমারোহ করিয়া ঐ খড়্গের পূজা করেন। ক্ষণকাল পরে রামদাস স্বামী গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, “মহারাজ! তুমি স্বচ্ছন্দে স্বধর্মে রাজ্যপালন করিতে থাক, আমি এক্ষণে বিদায় হই, বৈষয়িক কার্যের কেমন মাহাত্ম্য, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির মনকেও ক্রমে ক্রমে আপনার বিধেয় করিয়া ফেলে—অতএব আমি আর বিলম্ব করিব না। সম্প্রতি আশ্রমে চলিলাম কিন্তু ইচ্ছা হইতেছে, শীঘ্রই তীর্থপর্যটনে নির্গত হইব। মহারাজ! দুঃখিত হইও না—যাহার যাহা কর্ত্তব্য তাহার তৎসাধনে নিযুক্ত হওয়াই উচিত। কিন্তু আমার কেমন বিশ্বাস হইতেছে, স্থানান্তরে তোমার সহিত পুনর্বার সাক্ষাৎ হইবে।” এই বলিয়া তিনি নিজ আশ্রমাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ইহার পর শিবজী আপন সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “তোমরা অদ্যকার যুদ্ধে যেরূপ বল বিক্রম প্রকাশ করিয়াছ, যাবজ্জীবন এইরূপ করিলে ভগবানের অনুগ্রহে অবশ্য কৃতকার্য হইতে পারিবে। আজি তোমাদিগের প্রতি অত্যন্ত তুষ্ট হইয়াছি, তোমরা প্রথম বারেই সম্মুখসংগ্রামে প্রবল মোগল সৈন্যের পরাভব করিলে, অতএব তোমাদিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পারিতোষিক প্রদান করিব। সৈন্য সাধারণকে একটি একটি রৌপ্য বলয় এবং সেনা-নায়ক সকলকে একটি একটি সুবর্ণালঙ্কার প্রদান করিবার অনুমতি করিলাম।” মহারাষ্ট্র সেনাগণ শিবজীর স্থানে প্রায়

কদাপি অর্থ পুরস্কার প্রাপ্ত হইত না। তাঁহার নিয়মানুসারে তৎকর্ত্তৃক লুণ্ঠিত দ্রব্যাদিও রাজকোষ সম্ভুক্ত হইত। অতএব এই যৎসামান্য পুরস্কার প্রদান করিবেন শ্রবণ করিয়াও তাহারা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইল। বস্তুতঃ যাহারা সর্ব বিষয়েই ভৃত্যবর্গকে অর্থ পুরস্কার প্রদান করেন, তাঁহারা ঐ রীতির সমুদায় দোষ অনুভব করেন না। একবার অর্থ পুরস্কার প্রাপ্তি হইলে আর অন্য কোন পুরস্কার মনঃপূত হয় না। বরং ক্রমশঃ প্রশংসনীয় কার্যের প্রতি অনুরাগহ্রস্ব হইয়া অর্থের প্রতির লোভ জন্মে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শিবজী জীবদ্দশায় আছেন এবং হঠাৎ আক্রমণ করিয়া মুসলমান সৈন্যপতিকে পরাজয় করিয়াছেন, এই সংবাদ অনতিবিলম্বেই রাজা জয়সিংহের কর্ণগোচর হইল। তিনি তৎশ্রবণমাত্র নিজ পরাক্রান্ত রাজপুত্র সৈন্য সমভিব্যাহারে মহারাষ্ট্র রাজ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার সৈন্য শিবজীর অপেক্ষা অনেকগুণে অধিক ছিল, এবং আপনিও পর্বতীয় যুদ্ধে বিলক্ষণ পটু ছিলেন। দিল্লীশ্বর যেখানে যেখানে অত্যন্ত বিপদে পড়িতেন, সেই সকল স্থানেই রাজা জয়সিংহের সাহায্য গ্রহণ করিতেন; বিশেষতঃ হিন্দু রাজাদিগের সহিত বিবাদকালে রাজা জয়সিংহই আরঙ্গেবের ব্রহ্মাস্ত্র প্রায় ছিলেন। অতএব এই সংগ্রাম-সাগর মহারাষ্ট্রপতির পক্ষেও দুস্তর বোধ হইবে আশ্চর্য কি? অনেকেই অনুমান করিয়াছিলেন, বুঝি তিনি এইবার মগ্ন হইলেন।

কিন্তু মহাত্ম-জনের মানসাকাশ কখনও দুর্ভাবনা কর্ত্তৃক এমন আচ্ছন্ন হয় না যে, আশারূপ নির্ম্মল নক্ষত্র-জ্যোতিঃ তাঁহাদিগের নির্ণীত পথ প্রদর্শন না করে। শিবজী সেই বিষম সঙ্কটে পড়িয়াও এমন একটি অসমসাহসিক কর্ম করিলেন, যাহা সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে কেবল অসাধ্য মাত্র নহে, তাহাদিগের বুদ্ধিরও অগম্য। সেই কর্ম তিনি যে কি সাহসে বা কি বিবেচনায় করিলেন, তাহা অন্যের বুঝিবার নয়। তদ্দ্বারা তাঁহার অনেক প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছিল, অতএব তাঁহার পরামর্শ কেবল ফলানুমেয় এবং তাঁহার সাহস সকল লোকের চমৎকার-জনক হইয়া রহিয়াছে।

এক দিবস রাজা জয়সিংহ স্বীয় শিবিরে উপবিষ্ট আছেন, হঠাৎ মহারাষ্ট্রপতি একাকী এবং নিরস্ত্র তৎসমক্ষে উপনীত হইয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। জয়পুরপতি তৎক্ষণাৎ তটস্থ হইয়া কিছুকাল ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু বীরপুরুষেরা উপযুক্ত প্রতিপক্ষেরও গুণ গ্রহণে সক্ষম। জয়সিংহ শিবজীর সহিত যুদ্ধ করিয়া বিলক্ষণ বুঝিয়া ছিলেন যে, তাঁহার আপনার সৈন্যসংখ্যা

অতিরিক্ত না হইলে তিনি স্বয়ং অকিঞ্চিৎকর হইতেন৷ অতএব শিবজীর প্রতি তাহার বিশিষ্ট শ্রদ্ধা হইয়াছিল৷ তিনি মহারাষ্ট্রপতিকে নিজ সমীপস্থ দেখিয়া প্রথমতঃ চমৎকৃত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই বিশিষ্ট সমাদর সহকারে ভ্রাতৃ সম্বোধন এবং আলিঙ্গন প্রদান পূর্বক স্বপার্শ্বে আসন পরিগ্রহ করাইলেন৷ মহারাষ্ট্রপতি মৌনী হইয়া বসিলেন৷ রাজা জয়সিংহ ভাবে বুঝিতে পারিয়া পারিষদদিগকে ইঙ্গিত করিবামাত্র তাহারা স্থানান্তর হইল৷ শিবজী কহিতে লাগিলেন—

"মহারাজ! আমাকে এমত সময়ে দেখিয়া আপনি অবশ্য বিস্মিত হইয়াছেন৷ হইবেনই ত৷ আমি যে দুরাশার বশীভূত হইয়া আসিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে আপনিই বিস্ময়াবিষ্ট হই৷ কিন্তু মহারাজ! মন যাহা বলে তাহা কখন নিতান্ত মিথ্যা হয় না৷ কিছু কাল হইল আমার অন্তঃকরণে কেমন সুদৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে যে, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উভয়ে উভয়ের তাৎপর্য অবগত হইলেই এই দুরন্ত সমরাগ্নি নির্বাণ হইবে, এবং আমরা যেমন উভয়ে এক ধর্মাবলম্বী, এক জাতি এবং (বোধ করি আপনি জানেন) এক গোত্রোদ্ভব, তেমনই আশা করি, উভয়ে একপরামর্শী এবং এককর্মা হইব৷ মহারাজ! আমাদিগের একত্র মিলন হইলে উভয়ের মঙ্গল৷ যাহাতে জাতীয় ধর্ম রক্ষা হয়, দেশের মুখ উজ্জ্বল হয়, এবং অন্য সর্বজাতির নিকট হিন্দু নামটি অবজ্ঞাস্পদ না হয়, এমত কর্ম কি কর্ত্তব্য নহে? দেখুন দেখি, দিল্লীশ্বর কেমন মন্ত্রণা করিয়া আমাদিগের অনৈক্যকেই আমাদের অনর্থের মূল করিতেছেন৷ যদি আপনার স্থানে আমি পরাভূত হই, অথবা আপনি আমা কর্ত্তৃক হ্রস্ব তেজা হয়েন, উভয়ই আরঞ্জেবের মঙ্গলাবহ৷ স্মরণ করুন, তিনি এই উপায়দ্বারা ক্রমে ক্রমে কোন্ হিন্দু মহীপালকে স্বপদাবনত না করিলেন? শুনিয়াছি, উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে সমুদ্র, পশ্চিমে সিন্ধু এবং পূর্বে ব্রহ্মরাজ্য এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ ভারতভূমি তাঁহার কবলিত হইয়াছে৷ কোথাও একটি স্বাধীন হিন্দু রাজা নাই কেবল রাজপুতানায় আপনারা এবং দক্ষিণে আমি অদ্যাপি হিন্দুধর্ম এবং হিন্দু নাম রক্ষা করিতেছি৷ আরঞ্জেব কেবল আমাদিগকেই কিঞ্চিৎ ভয় করেন, বুঝি তাহাও আর অধিক কাল করিতে হইবে না৷ ফলতঃ মহারাজ! আমি আর পরস্পর যুদ্ধে

স্বজাতির বিনাশ অবলোকন করিতে পারি না। আপনার যেরূপ কর্ত্তব্য বোধ হয়, অনুমতি করুন।

"মহারাজ! বাদসাহ কখন আপনার অগৌরব করেন নাই সত্য, কারণ তিনি আপনাকে ভয় করেন। কিন্তু যদি আপনি আজি লোকান্তরগত হয়েন, তবে কালি আপনার পরিবারেরা বুঝিবেন বাদসাহ আপনকার কেমন সুহৃদ্। মহারাজ! পূর্ব পূর্ব মুসলমান বাদসাহেরা হিন্দু রাজাদিগের স্থানে নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে কর প্রাপ্ত হইলেই সন্তুষ্ট হইতেন। ইনি ক্রমে ক্রমে হিন্দু রাজা মাত্রের তেজোহ্রাস করিতেছেন, ইহার মানস সম্পূর্ণ সফল হইলে একটিও হিন্দু ধর্মাবলম্বী রাজা থাকিবে না। আমি জানি কেহ কেহ আরঞ্জেবকে জিতেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধিমান্ বলিয়া প্রশংসা করেন। কিন্তু বাস্তবিক তিনি জাল্মস্বভাব হইলে আমার এমত ভয় হইত না। নৃশংস নির্বোধ রাজারা যে সকল অত্যাচার করেন, তজ্জনিত দুঃখ স্বল্পকাল ব্যাপী হয়, কিন্তু ক্রূর-মতি নৃপালগণের যে বিষ-বৃক্ষ রূপ মন্ত্রণা তাহার ফলাস্বাদনে সন্তানসন্ততি সমুদায় খর্ব-বীর্য হইয়া যায়। আমি জানি, অনেকেরই মনে এক্ষণে এমত প্রতীতি হইয়াছে যে, যেমন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জগদীশ্বর-নির্দিষ্ট জাতি প্রণালী হইয়া আসিতেছে, মুসলমানও সেইরূপ বাদসাহের জাতি। মুসলমান বই আর কেহ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিতে পারে না। এইরূপ বোধ থাকাতেই এত হিন্দু রাজা অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইয়াও দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করেন। তাহা করুন,—রাজ-শক্তি যে ব্যক্তিতে কেন অর্পিত হউক না, তিনি হিন্দু হউন বা মুসলমান হউন, বা অন্য যে কোন জাতীয় হউন, সুশীল বিচক্ষণ এবং অপক্ষপাতী হইলেই প্রজাগণ সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারে এবং কৃতী হইয়া জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করে। আকবরসাহ মুসলমান জাতীয় ছিলেন। তথাপি কি হিন্দু কি মুসলমান সকল প্রজার প্রতিই পক্ষপাত শূন্য হইয়া ব্যবহার করিতেন বলিয়া কত কত হিন্দু রাজারা তাঁহার সময়ে রাজকার্যে বুদ্ধি নিয়োজন করিয়া সুশাসন-বিধি সমস্ত নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। এই দেশে সুবোধ লোকের কিছুমাত্র অসদ্ভাব নাই। আরঞ্জেব এত চেষ্টা করিয়াও সকল নিঃশেষ করিতে পারেন নাই। এখনও আপনারা কয়েকজন সুমহৎস্তম্ভবৎ তাঁহার

রাজ্যভার বহন করিতেছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী বাদসাহেরা যদি ইহার দৃষ্টান্তানুযায়ী হইয়া চলেন, তবে স্বল্পকাল মধ্যেই সুবর্ণমণি-মানিক্যাদি-প্রসবা ভারতভূমি আর উৎকৃষ্ট নবরত্ন প্রসবে সমর্থা হইবেন না। মহারাজ! আমার এই প্রার্থনা যেন এমন দিন কখনও উপস্থিত না হয় যে, কোন বাদসাহ হিন্দু জাতির মধ্যে সক্ষম ব্যক্তি নাই বলিয়া অবজ্ঞা করেন। মহারাজ! যাহারা আপনারাই এই জাতিকে নিস্তেজ করিয়া পরে ক্ষীণবীর্য বলিয়া অবজ্ঞা করেন, তাঁহাদের কি সাধারণ দুষ্টতা! মহারাজ! অধুনা ভারতরাজ্যের যে অপেক্ষাকৃত নিরুপদ্রবব্যবস্থা দৃষ্ট হইতেছে, সে বিকারাপন্ন রোগীর দৌর্বল্যাধীন নিস্পন্দ হওয়ার ন্যায়—তাহা সুষুপ্তি সুখানুভব নহে।”

রাজা জয়সিংহ মহারাষ্ট্রপতির আগমনেই আপনার প্রতি তাঁহার তাদৃশ বিশ্বাস দর্শন করিয়া তুষ্ট হইয়াছিলেন, আবার এই সকল সরল তথ্য-ভাষা শ্রবণ করিয়া উন্মীলিতজ্ঞান-চক্ষুঃ এবং উন্মুক্ত-প্রণয়-প্রণালী হইলেন। কিন্তু রাজপুত্রদিগের কি বাঙ্‌নিষ্ঠা! তিনি শিবজীকে ধৃত করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছেন এক্ষণে তাহার অন্যথা করিতে পারিলেন না। অতএব অনেক বিবেচনা করিয়া উত্তর করিলেন—“মহারাজ! তোমার কথায় আমার জ্ঞানোদয় হইল। তুমি যাহা যাহা বলিলে সকলই সত্য বোধ হইতেছে। কিন্তু প্রথমতঃ আমার একটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে তাহার উত্তর করিলে পর আমার যেরূপ পরামর্শ হয় বলিব।” “কি জিজ্ঞাস্য আছে অনুমতি করুন।” “আমি তোমার নিকট যদি এমত প্রতিশ্রুত হই যে, বাদসাহ তোমার কোন অপমান করিলে আমি সেই অপমান আপনার হইল বোধ করিয়া তাহার প্রতিফল প্রদানের চেষ্টা পাইব, তবে তুমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাহস কর কি না।” শিবজী তৎক্ষাণাৎ উত্তর করিলেন, “তাহা হইলে আমি নিরুদ্বেগে গমন করিয়া বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি। কারণ তিনি আমার কোন অপমান করিলে আপনি তাঁহার শত্রু হইবেন তাহা হইলেই হিন্দু জাতির অভ্যুদয় কাল পুনরুপস্থিত হইবে, অতএব এমত স্থলে আমি মৃত্যু স্বীকার করিতেও সম্মত আছি।” রাজা জয়সিংহ আশ্চর্যন্মন্য হইয়া কহিলেন,—“এমত সাহস না হইলে কি কেহ সাম্রাজ্য সংস্থাপনে সক্ষম হয়! এমন কার্যপরতন্ত্র না হইলে কি মহৎকার্য সিদ্ধ হয়।—

মহারাজ! কোন সন্দেহ নাই, আরঞ্জেব এত নির্বোধ নহেন যে, আমি নির্ভয় করিলে তিনি কাহারও অপমান করিবেন—এক্ষণে আমার যেরূপ পরামর্শ শ্রবণ করুন। আপনি যাহা যাহা বলিলেন কিছুই মিথ্যা নহে। এতদ্দেশীয় তাবল্লোকেরই প্রতীতি হইয়াছে, তৈমুরলঙ্গবংশীয় ব্যতিরেকে আর কেহ বাদসাহ পদাভিষিক্ত হইতে পারে না। আমি সেই জন্যই বিবেচনা করি, প্রকাশে আরঞ্জেবের প্রতিকূলতাচরণে কোন বিশেষ ফল হইবার সম্ভাবনা নাই। শুনিয়াছেন ত, মহব্বৎ খাঁ নামক জাহাঙ্গীর বাদসাহে একজন প্রধান সেনাপতি পাঁচ সহস্র রাজপুত্র সেনার সহায়তায় বিংশতি সহস্রাধিক মোগল সৈন্যের মধ্য হইতে বাদসাহকে নিজ করকবলিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা করিলে কি হইবে, প্রজা সমস্ত তাঁহার প্রতি অনুরাগ-শূন্য হওয়াতে আপনাকেই পুনর্বার বাদসাহের শরণ প্রার্থনা এবং পলায়নপর হইয়া প্রাণ রক্ষা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ইহা বলিয়া যে, কোন প্রকার চেষ্টা করিব না তাহাও বলিতেছি না। বাদসাহের মনে যাহাতে কিঞ্চিৎ ভয় থাকে এমনটি করিয়া চলা উচিত! তাহাও, উত্তরে আমি আর দক্ষিণে তুমি থাকিলেই সম্পূর্ণ হইবে। অতএব এক্ষণে বাদসাহের নামে আমি তোমার সহিত সন্ধি নিবন্ধন করিতেছি। কিন্তু পাছে আরঞ্জেব সন্দিহানমনা হয়েন, এই জন্য তোমাকে প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। আমার সৈন্যেরা বাদসাহের নামে যে কয়েকটি দুর্গ জয় করিয়াছে তাহা সম্প্রতি প্রত্যর্পিত হইবে না। কিন্তু আমার সহিত মিলিত হইয়া তুমিও দিল্লীশ্বরের প্রতিপক্ষ বিজয়পুর বাদসাহের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিতে চল। আরঞ্জেব তাহাতে তুষ্ট হইবেন, এবং সেই সুযোগে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তুমিও আপন রাজ্যের সুদৃঢ় সংস্থাপন করিতে পারিবে।”

রাজা জয়সিংহ এই বলিয়া নিঃশব্দ হইলে, শিবজী মনে মনে ‘যথালাভ’ বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। মহারাষ্ট্রপতি বাস্তবিক সরলপ্রকৃতি ছিলেন। তিনি সহজে কপট ব্যবহার করিতেন না। তিনি অত্যুদার প্রকৃতি না হইলে কখন মহারাষ্ট্রীয়দিগের অন্তঃকরণে প্রবল স্বদেশহিতৈষিতা উদ্রিক্ত করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহাকেও মধ্যে মধ্যে কৌটিল্য অবলম্বন করিতে হইত। এই

জন্য তাঁহার চরিত্র-লেখক গ্রন্থকার অনেকেই এই মহাত্মাকে কুটিল-স্বভাব বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। সে যাহাহউক, তিনি এইক্ষণে বিবেচনা করিলেন আমার পক্ষে কি দিল্লীশ্বর, কি বিজয়পুর-বাদসাহ, উভয়ই সমান। একোদ্যমে দুই জনের সহিত যুদ্ধ করিয়া কখনই কৃতকার্য হইতে পারিব না। অতএব কখন বা ইহার কখন বা উহার পক্ষতা অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে নিজ বলবর্দ্ধন করাই সদ্‌যুক্তি; আর হয় ত, আরঙ্গেব তুষ্ট হইলে পরিণামে রোসিনারা লাভ হইলেও হইতে পারে। মহারাষ্ট্রপতি মনোমধ্যে এই সকল অনুধাবন করিয়া নিজ সম্মতি প্রকাশ পুরঃসর কিঞ্চিৎ বিলম্বে কহিলেন, “মহারাজ! আপনি যেমন অনুমতি করিবেন আমি সেই রূপই করিব। কিন্তু আমার সৈন্যগণ বাদসাহের কার্যে নিযুক্ত হইলে বাদসাহ নিজকোষ হইতে তাহাদিগের ভৃতি প্রদান না করিয়া তৎকর্তৃক বিজিতভূমির নির্দিষ্ট করের চৌৎ অর্থাৎ চতুর্থাংশ প্রদানের অনুমতি করিলেই সৎপরামর্শ হয়। কারণ তাহা হইলে তাঁহাকে আপন ধনাগার হইতেও কিছু দিতে হইবে না, আর সৈন্যগণও বিশিষ্ট যত্ন করিয়া অধিক ভূমি জয় করিবে।” রাজা জয়সিংহ এই কথার ভাব সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিলেন কি না বলা যায় না। ফলতঃ শিবজী এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী মহারাষ্ট্রীয় রাজারা ঐ চৌৎ আদায়ের নামেই ক্রমে ক্রমে প্রায় সমুদায় ভারত-ভূমির উপর আপনাদিগের কর্তৃত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। যাহাহউক, জয়পুরপতি তখনই স্বীকার করিয়া এই সকল নিয়মানুযায়ী সন্ধিপত্র লিখাইলেন, এবং বাদসাহের সম্মতির নিমিত্ত তাহার অনুলিপি প্রেরণ করিয়া অচিরাৎ শিবজী সমভিব্যাহারে সসৈন্য বিজয়পুর প্রদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

"দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" এই কথাটি দ্বারা বাদসাহের পার্থিব বিভবের মাত্র আতিশয্য দেখিয়া জগদীশ্বরের সহিত তাঁহার উপমা দেওয়াতে অত্যন্ত অত্যুক্তি প্রকাশ হয় বলিয়া ইহা অবশ্য দূষ্য বটে। কিন্তু যে সকল পর্যটক তৈমুরলঙ্গবংশীয় বাদসাহদিগের সময়ে দিল্লীনগরের এবং তত্রত্য রাজসভার শোভা নয়ন গোচর করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই মুক্তকণ্ঠে কহিয়াছেন যে, তখন পৃথিবীতে আর কোথাও তাদৃশ ঐশ্বর্য দর্শন করেন নাই। প্রাচীন রাজধানী শোভা-বিহীন হইয়াছিল বলিয়া আরঙ্গেবের পিতা সাজাহান সমুদায় নগরটি নূতন নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। সাজাহানাবাদ অর্থাৎ নবদিল্লীর রাজবর্ত্ম সকল কেমন প্রশস্ত হইয়াছিল!—তন্মধ্যে এবং উভয় দিকে, কেমন পরিপাটিরূপ বিন্যস্ত পাদপগণ নগরটিকে শোভাময় এবং সুখ-প্রদ করিয়াছিল! এক্ষণে দিল্লীর সেই শোভা নাই। তথাপি ইংলণ্ডীয় সম্রাটদিগের রাজধানী কলিকাতা নগরী তাহার নিকট অনেক বিষয়ে লজ্জা পায়েন। নগরের প্রাসাদগুলিও কি সুন্দর! বিশেষতঃ শ্বেত মার্‌বেলে নির্মিত মসীদটির শোভার প্রশংসা সকলেই করিয়া থাকেন। রাজবাটী দুর্লঙ্ঘ্য-প্রাকার-বেষ্টিত—এবং বহুমূল্য মার্‌বেল প্রস্তরে অতি পরিপাটিরূপে নির্মিত। মুসলমানেরা যে হর্ম্ম্যশিল্প বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী হইয়াছিল তাহার এই প্রমাণ যে, তাহাদিগের নির্মিত অট্টালিকা সকলের খোদকতা কার্যের আধিক্য, তথাপি দ্রষ্টৃবর্গের মনে অদ্ভুতরসের বই অন্য রসের উদয় হয় না। কোন সুবিজ্ঞ পর্যটক কহিয়াছেন যে, মুসলমানদিগের নির্মাণ সকলে জহুরির ন্যায় সূক্ষ্মকারুতা এবং অসুরের ন্যায় অতিমানুষত্ব প্রতীয়মান করে। বিশেষতঃ ঐ সাজাহান ভূপাল কর্ত্তৃক নির্মিত আগ্রা নগরস্থিত জগদ্বিখ্যাত তাজ্‌মহল অট্টালিকা ঐরূপ নির্মাণ কীর্তির অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থল। যেমন নিশাকালীন আকাশমণ্ডল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারকস্ববক খচিত হইয়া মানবগণের অন্তঃকরণে বিপুল আনন্দের আবির্ভাব করে, তাজ্‌মহলও সেইরূপ অপূর্ব সূক্ষ্ম কারুকার্য দ্বারা

দর্শকমাত্রের মনে অদ্ভুত রসের উদয় করে। আর ঐ সাজাহান নির্মিত ‘ময়ূরতক্ত’ নামক সিংহাসনের শোভাই বা কি বলিব! সেই রাজাসন দুইটি দিব্য-গঠন ধাতু নির্মিত ময়ূরের পৃষ্ঠে সংস্থাপিত। ঐ ময়ূরদ্বয়ের পুচ্ছদ্বয় সিংহাসনের পশ্চাদ্ভাগে বিস্তীর্ণ হইয়া থাকিত। নৃত্যকারী ময়ূরের পক্ষ ও পুচ্ছে যে সকল বিচিত্র বর্ণ দৃষ্ট হয়, ঐ পুচ্ছেও নানাবিধ মণি মাণিক্যাদি দ্বারা সেই সমুদায় বর্ণই সুপ্রকাশিত ছিল।

যে সাজাহান এই মনোহর নবদিল্লী, এবং ইহার দিব্যগঠন প্রাসাদ সকল ও মহামূল্য পরম শোভাময় রাজাসন নির্মাণ করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে কোথায়? যেমন অন্যান্য সংসারাশ্রমী জনেরা যৌবন সময়ে স্ব স্ব বিভবের ভোগ ও বৃদ্ধি করিয়া চরমে তৎসমুদায় সন্তানদিগকে প্রদান করিয়া যায়েন, তিনিও কি সেইরূপে আত্মজ আরঞ্জেবকে সমস্ত রাজ্যের ঈশ্বর করিয়া লৌকিকী লীলা সম্বরণ করিয়াছেন?—না; তাঁহার দুরবস্থার উপমাস্থল নাই। তিনি স্বীয় আত্মজ আরঞ্জেব কর্তৃকই জীবন্মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আহা! সাজাহানের দুরবস্থা স্মরণ করিলে কাহার মনে পুত্র হউক বলিয়া আর স্পৃহা হয়? অথবা, কোন্ দরিদ্র ব্যক্তি নিজ পিতৃভক্তিপরায়ণ সন্তানগণের মুখাবলোকন করিয়া স্বয়ং ঐশ্বর্যশালী নহেন বলিয়া আপনাকে ধন্যজ্ঞান না করেন? অহো! বিভব কি ভয়ানক বস্তু। প্রভুত্বশক্তি লোকের এতাদৃশ প্রার্থনীয় যে, তজ্জন্য মনুষ্যদিগের মন হইতে আশৈশব-প্রতিপালনকারী পিতার প্রতিও শ্রদ্ধা এবং প্রীতি অপনীত হইয়া যায়! বৃদ্ধ বাদসাহ সাজাহান, দুষ্ট পুত্র আরঞ্জেব কর্তৃক অপহৃত-সর্বস্ব হইয়া কারাবাসীর ন্যায় অবরোধ নিরুদ্ধ হইয়াছিলেন।

তিনি যে তথায় কি পর্যন্ত ক্লেশ অনুভব করতঃ কালযাপন করিতে লাগিলেন তাহা বলা বাহুল্য। যিনি সমুদায় ভারতভূমির একাধিপতি হইয়া কোটি কোটি মনুষ্যের ধন প্রাণের হর্তা কর্তা ছিলেন, তিনি কি কেবল গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র প্রাপ্ত হইয়া পরিতুষ্ট থাকিতে পারেন? বিশেষতঃ সাজাহানের যে এই দুঃখ কালেও কখন হ্রাস হইবে, তাহারও সম্ভাবনা ছিল না, কালে দরিদ্র যন্ত্রণা সহ্য হইয়া যায়, বন্ধু-বিচ্ছেদ ক্লেশও অল্প হইয়া আইসে, অন্য কি, মাতাও ক্রমশঃ অপত্য-বিরহ-বিবাদ বিস্মিতা

হইয়া থাকেন। কিন্তু যে দুর্বিষহ শোক সন্তাপ অন্তঃকরণকে স্নেহ-বর্জিত করে, যাহাতে একজনের দোষে স্বজনমাত্রের প্রতি শ্রদ্ধা হ্রাস হয়, সেই দুঃখ দাবাগ্নি নির্বাণে কালও কুণ্ঠিত-শক্তি হইয়া থাকে। ঐ অনল, নীরস জীবন বৃক্ষকে একেবারে দগ্ধ করিয়া নিঃশেষ হয়, অথবা স্নেহরস বর্ষণে সক্ষম ব্যক্তি বিশেষ দ্বারা কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইলেই কিছু মন্দ-তেজ হইতে পারে।

রোসিনারা নিজ পিতার ক্রোধ-ভাজন হইয়া তাঁহার নিকটে অবস্থান প্রাপ্ত হইলে, সাজাহানের ঐরূপ সহচরী লাভ হইল। আরঞ্জেব-পুত্রী উত্তম-প্রকৃতি ছিলেন। কিন্তু সম্পদের কেমন দোষ! রোসিনারা অতুল ঐশ্বর্যের ঈশ্বর পিতার প্রিয়তমা হইয়া প্রথমাবস্থায় আমোদ প্রমোদেই কালাতিপাত করিয়াছিলেন। তখন দুঃখ যে কি পদার্থ ইহা জানিতেন না বলিয়াই পিতামহের দুঃখে সমদুঃখতা প্রকাশ করিতে পারেন নাই। উদার-চরিত্র শিবজীর সহবাসে তাঁহার মনের সেই ভাবটি দূর হইয়াছিল। শিবজী বাক্য দ্বারা কখন রোসিনারাকে হিতাহিত বিবেচনার শিক্ষা দেন নাই বটে, কিন্তু স্বয়ং একাগ্রমনে কর্তব্যানুষ্ঠান করিতেন বলিয়াই তৎপ্রতি প্রণয়-বদ্ধা বাদসাহপুত্রী তাদৃশ জ্ঞানলাভে সমর্থা হইয়াছিলেন। কার্য দ্বারায় যে উপদেশ হয়, তজ্জনিত সংস্কারের প্রায় অন্যথাভাব হয় না। অতএব, পরমেশ্বর মনুষ্য জীবন কেবল হাসিয়া খেলিয়া আমোদ প্রমোদে কাটাইবার জন্য সৃষ্ট করেন নাই, এই ভাব রোসিনারার অন্তঃকরণে সেই মহাপুরুষের সাহচর্যে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, জগতে এমত পদার্থও আছে যাহার জন্য জীবন এবং জীবনের সমুদায় সুখ পরিত্যাজ্য হইতে পারে।

শিবজীর সাহচর্যে রোসিনারার মানসিক ভাব সকল পরিবর্তিত হওয়াতে তিনি নানা ইন্দ্রিয়-সুখ-নিধান অন্তঃপুরের অন্যান্যভাগে বাস অপেক্ষা তাহারই একদেশে পিতামহ সন্নিধানে অন্য-সঙ্গ-বর্জিত হইয়া কালযাপন করিতে প্রীতিপূর্বক অভিলাষিণী হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ সাজাহান তাঁহাকে আরঞ্জেবের কন্যা বলিয়া কিঞ্চিৎ ঘৃণা করিয়াছিলেন। কিন্তু রোসিনারা আপনার বিনীত ব্যবহার, শীলতা ও মধুরালাপ দ্বারা তাঁহার দুঃখ শৈথিল্যের যত্ন করিয়া পিতামহকে পরম পরিতুষ্ট

করিলেন। সাজাহান নিজ আধিপত্য সময়ে অনেক সুখ সম্ভোগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রোসিনারার প্রতি স্নেহ সঞ্চার হইলে তাঁহার অন্তরাত্মা যেমন পরিতৃপ্ত হইয়াছিল, তেমন আর কিছুতেই হয় নাই। রোসিনারাও পিতামহ সন্নিধানে মনের কথা সমুদায় ব্যক্ত করিয়া দুঃখের লাঘব করিতে লাগিলেন। সকলেই দেখিয়াছেন, পিতা অপেক্ষাও পিতামহের সহিত শিশুদিগের কেমন অধিক প্রণয় হয়! সাজাহান নানা কার্যাসক্ত থাকাতে সেই প্রণয়-সুখ পূর্বে ভোগ করিতে পারেন নাই।

এক্ষণে নাতিনীকে সহচারিণী ও সমদুঃখভাগিনী পাইয়া তাঁহার মনে যে কি অপূর্বভাব উদয় হইল, তাহা বর্ণনাতীত।

ইহারা উভয়ে নানা কথা প্রসঙ্গে কাল হরণ করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে শিবজী সম্বন্ধীয় বিবরণই রোসিনারার অধিক মনোগত হইত বলিয়া বৃদ্ধ বাদসাহ তৎকালে শিবজীর সহিত আরঞ্জেবের সেনাপতিদিগের যে সকল ঘটনা ঘটিতেছিল, যত্নপূর্বক সমুদায়গুলি অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইতেন, এবং রোসিনারাকে শ্রবণ করাইতেন। রোসিনারা, যখন শিবজী মুসলমান সৈন্যপতিকে সম্পূর্ণ পরাজয় করিয়াছেন শ্রবণ করিলেন, তখন আর পিতার সহিত সন্ধি হওয়া ভার হইল বিবেচনা করিয়া অত্যন্ত দুঃখিতা হইলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রপতি রোসিনারার নিমিত্ত আপনার প্রাণদান করিতেও প্রস্তুত আছেন, কিন্তু তিনি তাঁহাকে পাইবার লোভেও আপনার কর্তব্য কর্ম সাধনে কদাপি পরাঙ্মুখ নহেন, ইহা জানিয়া বাদসাহপুত্রী নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। পরে যখন শুনিলেন যে, শিবজী রাজা জয়সিংহের সহিত যুদ্ধে দিন দিন ক্ষীণবল হইতেছেন, তখন নিতান্ত শঙ্কাযুক্ত হইতে লাগিলেন। পরন্তু তিনি যে দিন পিতামহ প্রমুখাৎ শ্রবণ করিলেন যে, শিবজী আরঞ্জেবের সহিত সন্ধিবন্ধন করিয়া রাজা জয়সিংহের সহায়তায় বিজয়পুরের প্রতিকূলে যাত্রা করিয়াছেন, তখন তাঁহার ম্রিয়মাণ আশালতা পুনরুজ্জীবিতা হইতে লাগিল। অনন্তর যেদিন রোসিনারার কর্ণগোচর হইল যে, মহারাষ্ট্রপতির সাহায্যে কৃতকার্য বাদসাহ তাঁহাকে অভয় প্রদান করিয়া নিজসভায় আসিবার নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। কিন্তু পিতার অত্যন্ত ক্রূর স্বভাবতা ভাবিয়া

মনোমধ্যে কিঞ্চিৎ শঙ্কাও উপস্থিত হইতে লাগিল। তিনি মধ্যে মধ্যে ভাবিতেন "যদি পিতা আমাকে সেই ব্যক্তিকে অর্পণ করিবার মনন করিতেন, তবে এতাবৎ আমার প্রতি অক্রোধ না হইলেন কেন? আমি তাঁহারই গুণানুবাদ করিয়াছিলাম বই তার ত কোন অপরাধ করি নাই।"

সাজাহান, যে দিন শিবজী বাদসাহের সম্ভাষণার্থ আসিতেছেন, সেই দিন রোসিনারাকে এই সংবাদ প্রদান পূর্বক কৌতুক করিয়া কহিলেন, "মহারাষ্ট্রপতি আসিতেছেন—কিন্তু তুমি এমনটি মনে করিও না যে তিনি আসিলেই বৃদ্ধ তোমাকে ছাড়িয়া দিবেন।" রোসিনারা এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন, কিন্তু সেই হাস্যপ্রভা আন্তরিক দুঃখান্ধকারই প্রকাশ করিল, তাহা সম্পূর্ণ সন্তোষ জ্ঞাপক হইল না। পরে বাদসাহপুত্রী কহিলেন "বৃদ্ধ আমাকে স্বয়ং ত্যাগ না করিলে আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিব না। কিন্তু মহাশয়! আমার মন সম্পূর্ণ সুস্থ নহে—আমি পদে পদে বিপদ শঙ্কা করিতেছি।" বৃদ্ধ বাদসাহ এই কথা শ্রবণে বিস্ময় এবং ঈষৎ ক্রোধযুক্ত হইয়া কহিতে লাগিলেন।—"বিপদ্‌শঙ্কা কি?—আরঞ্জেব স্বয়ং পত্রদ্বারা সেই ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়াছে—সে কি আপনার কথা মিথ্যা করিবে?—দিল্লীর বাদসাহ হইয়া প্রতিশ্রুতি পালনে পরাঙ্মুখ হইলে কি সেই আসনের আর গৌরব থাকে?" এই বলিয়া রোসিনারার প্রতি দৃষ্টি করিলে তাঁহাকে অধোবদন দেখিয়া বৃদ্ধ আপনার প্রকৃত অবস্থা স্মরণ করিলেন।—"হায়! আমার আসনের অগৌরব হইবে বলিয়া আমি আরঞ্জেবের প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করিতেছি; কিন্তু যে ব্যক্তি পুত্র হইয়া পিতার অপমান করিতে পারে সে কি না করিতে পারে?—আমি এমন অল্পবুদ্ধি না হইলেই বা কেন রাজ্যচ্যুত হইব—অধিক বিশ্বাসই আমার কাল হইয়াছে—পূর্বে পূর্বে অনেকেই আমাকে কহিয়াছিল পুত্রদিগকে এত বিশ্বাস করিবেন না—আমি কহিতাম যদি আপনার পুত্রদিগকে বিশ্বাস না করিব, তবে কাহাকে করিব? আর পুত্রের প্রতিও অবিশ্বাস করিয়া যদি রাজ্য করিতে হয়, তবে এমন রাজ্য সম্পত্তিতেই বা কাজ কি?—হায় রে! জ্যেষ্ঠ পুত্র পরম বিশ্বাস-ভাজন দারাসীকো! তোমারই সচ্চরিত্রতা দেখিয়া আমি সকলের প্রতি সমান বিশ্বাস করিয়াছিলাম—তুমি সরল-হৃদয়

হইয়াছিলে বলিয়া পাপ-পূর্ণা পৃথিবীতে স্থান পাইলে না!—আমি আর কতকাল এই দুঃসহ দুঃখ সহ্য করিব? রে কঠিন প্রাণ! তোমার কি আরো দুঃখ ভোগ করিতে অভিলাষ আছে? বাহির হও! যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হই।” বৃদ্ধ বাদসাহ জ্যেষ্ঠ পুত্র দারার মৃত্যু স্মরণ করিয়া একেবারে বিচেতন প্রায় হইলেন। বৈষয়িক ভোগের প্রতি নিস্পৃহতা এবং বৃদ্ধাবস্থায় স্মৃতিশক্তির হ্রাস বশতঃ তিনি আর আর সকল দুঃখ ক্রমে ক্রমে বিস্মৃত হইতে ছিলেন, কিন্তু আরঞ্জেব কর্তৃক প্রিয়তম পুত্র দারা নিহত হইয়াছিল, এই মর্মান্তিক বেদনা তাঁহার মনে চিরকাল সমানরূপে জাজ্বল্যমান ছিল। রোসিনারা ঐ সকল সময়ে পিতামহের সান্ত্বনার জন্য অন্য কোন উপায় না করিয়া তৎসমক্ষে দারার স্বরচিত কাব্য পাঠ করিতেন। তিনি জানিয়াছিলেন, যেমন অগ্নিদগ্ধের অগ্নিতাপই স্বাস্থ্যকর, তেমনি সুহৃৎ-বিরহ-যাতনা সেই সুহৃদ্বিষয়িনী কথাতেই শান্ত হয়;—অন্য কথা সেই সময়ে বিষতুল্য বোধ হইতে থাকে। রোসিনারা এই বারেও সেইরূপ করিলেন। দারার বিরচিত কাব্যপাঠ একতান মনে শ্রবণ করিতে করিতে সাজাহানের নেত্রযুগল হইতে অজস্র অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। বৃদ্ধ বহুক্ষণ পরে কহিলেন, “আহা! এমন পুত্রও মরে—আহা! সে মরিয়াও কবিতামৃত দানে আমার তাপিত মনকে জুড়াইতেছে—হায়! যে ব্যক্তি আমার এই সকল দুঃখের মূল তাহার কোন সুখেরই অভাব নাই—আমি এমন কি পাপ করিয়াছিলাম যে, আমার ঔরসে এই রাক্ষস জন্ম গ্রহণ করিল?—বুঝিলাম—বুঝিলাম—যে পিতাকে অবজ্ঞা করে তাহাকে আপন পুত্র হইতে অবশ্য অপমান-গ্রস্ত হইতে হয়।” বোধ হয়, সাজাহান যৌবনাবস্থায় নিজ জনক জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাই স্মরণ করিয়া ক্ষণকাল নীরব হইলেন।—পরে আপনা আপনি কহিতে লাগিলেন—“আমি আপনার কর্মের ভোগই ভুগিতেছি—তবে আরঞ্জেবেও নিষ্পাপ?—আমার পিতাও স্বীয় জনকের প্রতিকূলাচরণ করিয়াছিলেন—তবে আমি কি জন্য অপরাধী হইলাম?—কপালের লিখন?—না! না! তাহা হইলে অসৎকর্ম করিয়াছি বলিয়া কি জন্য অনুতাপাগ্নি অন্তর্দাহ করিবে?”

সাজাহান স্বীয় আত্মজের কৃতঘ্নতায় অসাধারণ দুরবস্থা-গ্রস্ত হইয়া যথার্থ জ্ঞানলাভের পথবর্তী হইয়াছিলেন। তাঁহার এই বোধের উপক্রম হইতেছিল যে, পরমেশ্বর পৃথক্‌রূপে সুকৃতির পুরস্কার এবং দুষ্কৃতির দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন। এক জনের পাপ দেখিয়া তাহার অনুকরণ করা মনুষ্যের পক্ষে বিধেয় নহে। দুষ্টের প্রতিও দুষ্ট ব্যবহার করিলে দোষ হয়। যাহা হউক তাঁহার মন এমন না হইলে তিনি কি সেই দশায় জীবিত থাকিতে পারিতেন? বৃদ্ধ বাদসাহ ক্ষণকাল চিন্তামগ্ন থাকিয়া পরে রোসিনারাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “আর পূর্ব-বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া অনর্থক কষ্ট পাইবার আবশ্যকতা নাই, তুমি বুদ্ধিমতী যাহা পরামর্শ সিদ্ধ হয় তাহাই কর। আমার বুদ্ধির অনেক হ্রাস হইয়াছে—বোধ করি আর বহু দিন দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না—অনুমান করিয়াছিলাম জগতে আর প্রার্থনীয় কিছুই নাই—কিন্তু তোমার গুণে বশীভূত হইয়া এক্ষণে এই মাত্র ইচ্ছা হয় যে, তোমাকে সুখভাগিনী দেখিয়া যাই। এই বলিয়া বৃদ্ধ, পৌত্রীর মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রোসিনারাও ক্ষণকাল কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। পরে কহিলেন—“পিতা, মহারাষ্ট্র-পতির যেরূপ সমাদর বা অনাদর করেন তাহা দেখিয়াই কর্তব্যা-কর্তব্য বিবেচনা করিতে পারিব।” বৃদ্ধ কহিলেন “তুমি অন্যান্য অন্তঃপুরবাসিনীগণের সমভিব্যাহারে যাইয়া জালরন্ধ্রের অন্তরাল হইতে স্বচক্ষে সমুদায় দেখিও।”

অষ্টম অধ্যায়।

দিল্লীশ্বরদিগের প্রধান সভাগৃহের নাম আম্‌খাস্‌। তাহার তিন দিক অনাবৃত এবং বৃহৎ বৃহৎ স্তম্ভদ্বারা পরিশোভিত। ঐ সকল স্তম্ভ এবং ছাদটি সমুদায় সুবর্ণ দ্বারা মণ্ডিত। উত্তরাংশে যে প্রাচীর তাহারই পশ্চাদ্ভাগে অন্তঃপুর। যে দিবস শিবজী রাজসম্ভাষণে আইসেন, রোসিনারা অন্যান্য অন্তঃপুর-বাসিনীদিগের সমভিব্যাহারে আসিয়া সেই প্রাচীরের গবাক্ষবিবর হইতে সমুদায় অবলোকন করিতে লাগিলেন।

তিনি দেখিলেন, একটি অত্যুষ্ঞ বেদীর উপরিভাগে আরঙ্গেব ময়ূরতক্তে উপবিষ্ট হইয়াছেন। বাদসাহের পরিচ্ছদ শুভ্রবর্ণ সাটিন বস্ত্রে প্রস্তুত, উষ্ণীষ সুবর্ণময়, তন্নিম্নে অতি মহামূল্য হীরক কতিপয় দীপ্যমান হইতেছে, এবং তাহার ঠিক মধ্যভাগে একটি মাণিক্য অর্কতুল্য রশ্মি বিকীর্ণ করিতেছে। আরঙ্গেবের মুখাবয়ব অসুন্দর বলা যায় না। তাঁহার প্রশস্ত ললাট, প্রখর দৃষ্টি, উন্নত নাসিকা, এবং অনারক্ত গণ্ডস্থল, দান্ত স্বভাব, কুটিল বুদ্ধি, এবং জিতেন্দ্রিয়তার প্রকাশক হইতেছিল। বেদীর সমীপবর্তী কতকটা ভাগ রজত-রেইল দ্বারা আবৃত। তাহারই অভ্যন্তরে প্রধান প্রধান ওম্রাহ, রাজা এবং রাজপ্রতিভূগণ সসম্ভ্রমে স্ব স্ব বক্ষে বাহু বিন্যাস করিয়া নতশির হইয়া দণ্ডায়মান আছেন। ইহাদিগের মস্তকোপরি কিংখাপের চন্দ্রাতপ সুবর্ণ ঝালর সংযোগে শোভা করিতেছে। রেইলের বহির্ভাগে আর যাবৎ স্থান, তাহাতে মনসব্দার প্রভৃতি যোদ্ধৃ কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ স্ব স্ব পদমর্যাদানুসারে বাঙ্‌নিষ্পত্তি বিনা সশস্ত্রে দণ্ডায়মান আছেন। আম্‌খাসের বহির্দেশে এবং রাজতক্তের ঠিক সম্মুখে একটি বৃহৎ পটমণ্ডপ সংস্থাপিত ছিল। বাহির হইতে সেই তাম্বু উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ বোধ হয়, কিন্তু তাহার অন্তরাল এমন সুন্দররূপে চিত্রিত যে, প্রবেশ করিলেই বোধ হয় কোন রমনীয় উদ্যান মধ্যে আসিলাম, চতুর্দিক যেন ফল পুষ্প বৃক্ষে পরিপূর্ণ। এই সভামণ্ডপের ভিতর বাহির সকল স্থানেই শত শত ব্যক্তি নানা কার্যোপলক্ষে আসিয়া স্ব স্ব প্রার্থনাপত্রী হস্তে রাজসম্ভাষণের কাল প্রতীক্ষা করিতেছেন।

এইরূপে দিল্লীশ্বর স্বকীয় বিভব সমুদায় বিস্তার করিয়া বসিয়া আছেন এমত সময়ে একজন নকীব্ যথানিয়মে রাজা জয়সিংহের পুত্র রামসিংহের সমভিব্যাহারে মহারাষ্ট্রদেশাধিপতি শিবজীর আগমন সংবাদ প্রদান করিল। সকলেই শিবজীর নাম শ্রুত ছিলেন, অতএব চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জনার্থ সকলেই উৎসুক হইলেন, বিশেষতঃ রোসিনারা নির্ণিমেষ চক্ষে অবলোকন করিতে লাগিলেন। কিন্তু শিবজীকে কিঞ্চিদ্বিমর্ষ বোধ হওয়াতে তাঁহার অন্তঃকরণ সন্দেহাকুল হইতে লাগিল। শিবজী ক্রমশঃ অগ্রবর্তী হইয়া নকীবের আদেশক্রমে রেইলের বহির্ভাগ হইতে বাদসাহকে তিনবার অভিবাদন করিলেন। এই করিয়া তিনি যেমন পুনর্বার অগ্রসরণোদ্যম করিবেন নকীব্ উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "আলমগীর বাদসাহের অনুগ্রহে শিবজী পঞ্চ-হাজারি মনসব্দারের পদে উন্নত হইলেন।" মহারাষ্ট্রপতি এই অপমান-সূচক বাক্য শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র ক্ষুব্ধ এবং অবশাঙ্গ প্রায় হইয়া সম্মুখস্থ রেইল ধারণ করিলেন। পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন, "দিল্লীশ্বর! আমি স্বাধীন দেশের রাজা, আমাকর্ত্তৃক আপনি অল্পকাল হইল উপকৃত হইয়াছেন, বিশেষতঃ আপনকার প্রতিভূ রাজা জয়সিংহ প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন আমি এখানে সমাদৃত এবং সম্মানিত হইব, কিন্তু আপনি আমার এই অগৌরব করিয়া সেই কথা মিথ্যা করিলেন।" আরঙ্গেব উত্তর করিলেন, "তুমি কি জন্য আপনাকে অপমানিত বোধ করিতেছ বুঝিতে পারিলাম না—তুমি আমার সেনাপতির যুদ্ধে প্রায় পরাজিত হইয়া সন্ধি করিয়াছ—যুদ্ধে জেতার যাহা ইচ্ছা বিজিতের প্রতি তাহাই করিতে পারে—তথাপি জয়সিংহের সহিত তোমার কি কি কথা হইয়াছিল তাহা আমার বিদিত নাই—অতএব যাবৎ কাল পত্রদ্বারা তৎসমুদায় বিজ্ঞাত না হওয়া যায়, তাবৎ তুমি এই নগরে অবস্থান কর, নগরপাল তোমার বাসাবাটী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবে, এবং রামসিংহ সর্বদা তত্ত্বাবধান করিবেন—পরে আমি যথাযোগ্য শিরোপা দিয়া বিদায় করিব।" আরঙ্গেবের মানস শিবজীকে কবলিত করেন, কিন্তু জয়সিংহ তাঁহাকে অভয়দান করিয়াছেন, অতএব প্রকাশ্যরূপে কারানিরুদ্ধ করায় অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা বুঝিয়া এইরূপ কৌশলদ্বারা অভীষ্টসাধনের পরামর্শ করিলেন। "সাপের হাঁচি বেদে চেনে"—শিবজী এবং আরঙ্গেবের উপাখ্যান এই জনপ্রবাদের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল।

মহারাষ্ট্রপতি বাদসাহ প্রমুখাৎ ঐ সকল কথা শ্রবণ মাত্র তাঁহার নিগূঢ় অভিপ্রায় একেবারে বুঝিতে পারিয়া আপনিও শাঠ্য অবলম্বন পূর্বক উত্তর করিলেন, "বাদসাহের জয় হউক,—আমি অবশ্য আপনার আদেশানুসারে রাজা জয়সিংহের প্রত্যুত্তর প্রতীক্ষা করিব—কিন্তু এই দেশের জলবায়ু আমার অনুচরদিগের পক্ষে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর—আর দক্ষিণ দেশ হইতে আপনার পত্রের প্রত্যুত্তর আসিতেও বহুকাল বিলম্ব হইবে—অতএব যদি অনুমতি হয় তবে নিজ সমভিব্যাহারী সৈন্য সামন্ত সকলকে বিদায় করিয়া কতিপয় ভৃত্য সমভিব্যাহারে করিয়া অবস্থান করি।" ইহা শুনিয়া আরঙ্গেবের অনুমান হইল যে, শিবজী সত্য সত্যই তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া সরলান্তঃকরণে এই অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তিনি আরও বিবেচনা করিলেন যে, মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যগণ প্রস্থান করিলে শিবজী নিতান্ত অসহায় হইবে অতএব তখন যাহা ইচ্ছা হয় অনায়াসে করিতে পারা যাইবে। এই ভাবিয়া বাদসাহ তৎক্ষণাৎ অনুমতি প্রদান করিলেন এবং শিবজীকে তাঁহার যে অত্যন্ত ধূর্ত্ত বলিয়া বোধ ছিল তাহাও কিঞ্চিৎ শিথিল হইল। মহারাষ্ট্রপতি অতি সাবধানে বাদসাহের মুখাবয়ব লক্ষ্য করিতেছিলেন। অতএব অনুমতি প্রদান করিতে করিতে বাদসাহ যে ঈষৎ হাস্য করিলেন তদ্দর্শনেই তাঁহার মনোগত ভাব সকল বুঝিতে পারিয়া আপনি তুষ্ট হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

মহারাষ্ট্রপতি বিদায় হইলে বাদসাহ তদ্দিবসীয় রাজকার্যে মনোযোগ করিলেন। আরঙ্গেব বাস্তবিক কর্ম্মঠ ব্যক্তি ছিলেন। প্রার্থীমাত্রের আবেদন সকল স্বকর্ণে শ্রবণ করিতেন, এবং দৈনিক কার্য সমুদায় সমাধা না হইলে, যত বেলা হউক না কেন, সভাভঙ্গ করিয়া যাইতেন না। তিনি অন্যান্য ইন্দ্রিয়পরায়ণ নৃপালগণের ন্যায় মন্ত্রিবর্গের প্রতি সমস্ত রাজ্যভার ন্যস্ত করিতেন না। আপনিই সমুদায় বিষয়ের মন্ত্রণা করিতেন এবং উজীর ওম্রাহ প্রভৃতি সকলে তাঁহার কার্যসচিব মাত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার আহার বিহারাদিতেও অতি অল্পকাল ব্যয় হইত। প্রত্যহ প্রাতৎকালে আম্‌খাসে এবং সন্ধ্যার সময়ে গোসল-খানায় গমন করিয়া উজীর অমাত্য প্রভৃতিদ্বারা পরিবৃত হইয়া রাজকার্য নির্বাহ করিতেন। তদ্ব্যতিরিক্ত কোন কোন দিন আদালতখানায় গিয়া কিরূপে ব্যবহার সকল নিষ্পন্ন হইতেছে দেখিতেন, কোন

কোন দিন অশ্বশালায় এবং হস্তিশালায় যাইয়া ভৃত্যেরা স্ব-স্ব নিয়োজিত কার্যে মনোযোগী আছে কি না দর্শন করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে রাজভবনের সম্মুখবর্ত্তী যমুনাতীরস্থ প্রশস্ত ভূমিখণ্ডে সৈন্যগণের কাওয়াজ দেখিয়া কাহার বা বেতন বৃদ্ধি কাহার বা কর্ত্তন করিয়া গুণবানের পুরস্কার এবং গুণহীনের তিরস্কার করিতেন। এইরূপে তাঁহার সমুদয় দিবসাবসান হইত। রাত্রিতেও তাঁহার অধিক নিদ্রা ছিল না। একটি নিভৃত গৃহে বসিয়া অতি প্রধান প্রধান পত্রাদির পাণ্ডুলেখ্য সকল স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। অনেক বিষয় সেই স্থান হইতেই নির্বাহিত হইত। অমাত্যেরা তাহার বিন্দুবিসর্গও অবগত হইতেন না।

যে দিবস শিবজী আইসেন সেই দিন রজনীতে আরঞ্জেব একাকী ঐ গৃহে উপবিষ্ট হইয়া অত্যন্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সম্মুখে লেখনী, মসীপাত্র এবং কাগজ প্রস্তুত রহিয়াছে, কিন্তু তিনি কিছুই লিখিতেছেন না—তখন এইরূপে মনে মনে বিতর্ক করিতেছেন— "রজনী গভীর হইয়াছে—এই সময়ে আমার দীন দুঃখী প্রজাগণ সকলেই নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে—কিন্তু আমি সকলের অধীশ্বর হইয়াও এক তিলার্দ্ধকাল বিশ্রাম করিবার অবকাশ পাই না—চিন্তাজ্বরে নিরন্তর আমার অন্তর্দাহ হইতেছে। আমার চিন্তার শেষ নাই—বিরাম নাই—কিন্তু তাহার বিরাম হইয়াই বা কি হইবে?—ভাবি চিন্তা বিরহিত হইলে ভূতকালের দুষ্কৃত সমুদায় স্মরণ হয়!—যাহারা কখন পঙ্কিল পাপপথের পথিক হয়েন নাই তাঁহারাই নিশ্চিন্ত হইবার যত্ন করুন—আমার পক্ষে নিরন্তর চিন্তাসক্ত থাকাই ভাল। মনুষ্য জীবন সতরঞ্চ খেলার ন্যায়—ইহাতে যত ভাবনা করা যায় ততই সুখ, যত সাবধান হওয়া যায় ততই জিত হইবার সম্ভাবনা!—দেখ এমত ধূর্ত্ত শিবজীও আমার চাতরে পড়িল—সে মনে করিতেছে যে, আমি জয়সিংহের পত্র পাইয়াই তাহার গৌরব করিয়া বিদায় করিব—কি মূর্খ! 'জয়সিংহ'—'জয়সিংহ'—এই নামটা আমার অত্যন্ত কর্ণ-জ্বালাকর হইয়াছে—সে আমার অনেক উপকার করিয়াছে বটে, কিন্তু যে উপকার করিতে পারে সে অপকারেও অসমর্থ নহে—আর কার্যসাধন হইয়া গেলে সেই সাধনোপযোগী উপয়েরই বা আবশ্যকতা কি? ফল পাড়া হইলে

আকর্ষীতে কি প্রয়োজন?—কিন্তু জয়সিংহকে নষ্ট করিতে পারিলেই বা কি হইবে? পিতা কাহাকে না পরাজয় করিয়াছিলেন?—আমারও ত পুত্র আছে—সে অত্যন্ত বশীভূত বটে—তথাপি অগ্রে সাবধান হওয়া বিধেয়—আর এক্ষণে কে বা আমার শত্রু কে বা মিত্র তাহাও জানিলে ভাল হয়”—এইরূপ চিন্তা করিয়া ক্ষণকাল পরে আকাশদত্ত দৃষ্টি হইয়া কহিলেন “জয়সিংহ! সাবধান—এই পরীক্ষায় ঠেকিলেই নষ্ট হইবে,—আমার দোষ নাই—পুত্র! তোমারও এই পক্ষচ্ছেদ করিলাম, আর কখন উড়িবার যত্ন করিও না।” এই বলিয়া বাদসাহ অতি সাবধানে আপন পুত্রকে এক পত্র লিখিলেন, তাহার মর্ম্ম এই—“হে আত্মজ! তুমি আমার একান্ত বশীভূত অতএব তোমার দ্বারাই একটি বিষম সঙ্কটাবহ পরীক্ষা করিতে সাহস হয়, অন্য কোন পুত্রের দ্বারা হয় না। তোমাকে শৈশবাবধি আমার বশীভূত হইতে শিক্ষা দিয়াছি; অধিককাল গত হয় নাই, তোমার সাহস এবং আজ্ঞানুবর্ত্তিতা পরীক্ষার্থ একটা ব্যাঘ্রের সহিত তোমাকে একাকী যুদ্ধ করিতে কহিয়াছিলাম তুমি তাহাও করিয়াছিলে। আমি অনেক ক্লেশে এই ভারতরাজ্য গ্রহণ করিয়াছি, অতএব নিশ্চয় জানিও যে, যে পুত্র আমার সর্বতোভাবে বশীভূত থাকিবে, তাহাকেই রাজ্যাধিকারী করিয়া যাইব। তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহম্মদ বিবিধ গুণশালী হইয়াও আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছিল বলিয়াই গোয়ালিয়রের দুর্গে জীবনাবশেষ করিতেছে—সাবধান! যেন তোমারও সেই দশা না হয়। তুমি এই পত্র প্রাপ্তিমাত্র রাজা জয়সিংহ প্রভৃতি সকল সেনাপতিদিগকে নিভৃতে আহ্বান করিয়া কহিবে যে, আমি পিতার প্রতিকূলে বিদ্রোহ করিয়া স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইব। যে যে তোমার পক্ষতাবলম্বন করিতে স্বীকার করিবে তাহাদিগের নাম লিখিয়া অচিরাৎ আমার নিকট প্রেরণ করিবে। এই কর্ম সুসম্পন্ন করিতে পারিলেই জানিবে যে, আমার যাবৎ পরিশ্রমের ফল পরিণামে তোমারই ভোগ্য হইবে।”

বাদসাহ দুই তিন বার এই পত্রখানি মনে মনে পাঠ করিয়া ভাবিলেন যে, যদি পুত্র আমার মতানুযায়ী হইয়া চলে তবে আমিও আপনার সকল শত্রু একেবারে জানিতে পারি, এবং সে স্বয়ং কখন সত্য সত্য বিদ্রোহ উপস্থিত করিবার মনন

করিলে কাহা কর্ত্তৃকও বিশ্বাস্য হইবে না—কিন্তু তাহা না হইয়া যদি সে আপনার পক্ষ বলবান্ দেখিয়া এই বারেই বিদ্রোহ করে তবে কি কর্ত্তব্য?—প্রভুদিগের এই পরম দুঃখ যে কাহাকে না কাহাকে বিশ্বাস না করিলে কোন কার্য সাধন হয় না—হায়! যদি আমি স্বয়ং স্বহস্তে সমুদায় কার্য সাধন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে জগৎ এক দিক্ এবং আমি একলা এক দিক্ হইলেও, বুঝি জয় হইত—পরে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া একজন অতি বিশ্বাস-ভাজন ভৃত্যকে নিকটে আহ্বানপূর্বক কহিলেন—"তুমি এই পত্র লইয়া শীঘ্র বিজয়পুর প্রদেশে যাও—অতি সংগোপনে ইহা আমার পুত্রের হস্তে দিবে—পরে রাজা জয়সিংহ প্রভৃতি সেনানীবর্গ যখন পরামর্শ করিবে তখন নিকটে থাকিতে চাহিও, যদি পুত্র তোমাকে নিকটে থাকিতে দেন তবে তাঁহার তাম্বুলের কর্ম্মে নিযুক্ত হইও—পরে সকলে যে সকল কথা কহিবেন শ্রবণ করিবে এবং জয়সিংহ আমার পুত্রের আদেশানুসারে যদি বিদ্রোহকরণে স্বীকার করেন তবে তাঁহাকে একটি পান দিবে, সেই পানের মস্‌লা এই—আরঙ্গেব এই বলিতে বলিতে ভৃত্যের হস্তে একটি কাগচের মোড়ক দিলেন এবং কহিতে লাগিলেন "যদি তুমি নিকটে থাকিতে না পাও তথাপি জয়সিংহের তাম্বুলবাহকের সহিত আলাপ করিও—বুঝিয়াছ!" ভৃত্য হাস্য করিয়া নতশিরা হইল এবং বাদসাহের হস্ত হইতে পত্র ও পাথেয় প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিল।

নবম অধ্যায়।

মহারাষ্ট্রপতি নগরপাল কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট বাসগৃহে উপনীত হইয়া অবিলম্বে সমভিব্যাহারী সামন্তবর্গের অধিপতিকে আহ্বান করত তাঁহাকে স্বদেশ গমনের আদেশ করিলেন। সৈন্যপতি রাজাজ্ঞানুসারে তৎক্ষণাৎ পাথেয় সামগ্রী সকল সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। শিবজী মনে মনে ভাবিয়াছিলেন অনুচরবর্গ নিকটে থাকিতে বাদসাহ আমাকে বাসাবাটী হইতে বহির্গত হইতে দিবেন না, কিন্তু বাহির হইতে না পারিলেও প্রস্থানের উপায়াবধারণ হওয়া দুর্ঘট; এই জন্যই তিনি স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া নিজসৈন্যগণকে বিদায় দিবার অনুমতি গ্রহণ করেন, আর সেই জন্যই যে কয়েক দিন তাহারা সকলে নির্গত না হইল, আপনি পীড়ার ভান করিয়া রহিলেন, একবারও বহির্গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না। পরন্তু আরঙ্গেব তখন মহারাষ্ট্রপতিকে কারারুদ্ধ করণের মনন করেন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, শিবজী সম্পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে বাস করিতেছে, অতএব যে পর্যন্ত জয়সিংহ বিষয়ক কোন সংবাদ না পাওয়া যায় তাবৎ ইহাকে কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই—নগরপালের নজরবন্দি করিয়া রাখিলেই চলিবে। অনন্তর মহারাষ্ট্রীয় সমুদায় সেনা বিদায় হইয়া গেলে, শিবজী একদিন নগরপালের সহিত কথায় কথায় স্বাস্থ্যকর বায়ুসেবনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন নগরপাল অবিলম্বে সম্মত হইয়া স্বয়ং কতিপয় বলবান্ পুরুষ সমভিব্যাহারে অনুগমন করত মহারাষ্ট্রপতিকে বাসাবাটী হইতে নির্গত করিল।

শিবজী এপর্যন্ত পলায়নের কোন পন্থা নিশ্চয় করিতে পারেন নাই, কিন্তু যে দিন প্রথমে বাটীর বহির্গত হইলেন সেই দিনই তাহার সোপান হইল। তিনি রাজবাটীর দক্ষিণ ভাগে যমুনা তটে ক্ষণকাল পরিভ্রমণ করিয়া অন্য-মনস্কতা বশতঃ ক্রমে ক্রমে বাদসাহ ভবনের সম্মুখবর্ত্তী বিপণিতে উপনীত হইলেন। তথায় বিবিধ দ্রব্যজাত এবং নানা দেশীয় লোকের সমাগম দর্শনে কিঞ্চিৎ তন্মনস্ক হইয়াছেন, এমত সময়ে দেখিলেন, একজন সন্নাসী তাঁহার প্রতি এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ

করিতেছেন। যাঁহারা বহুকাল বিদেশ পর্যটন করিয়াছেন, তাঁহারাই অপরিচিত জনময়স্থানে স্বদেশীয় পরিচিত ব্যক্তির সন্দর্শন লাভে কি পর্যন্ত আনন্দ হয় বুঝিতে পারেন। মহারাষ্ট্রপতি ঐ সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সেইরূপ আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন। শিবজী ঐ ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র তাঁহাকে আপনার গুরুদেব রামদাস স্বামীর একজন শিষ্য বলিয়া চিনিতে পারিলেন। অনন্তর তিনি যে দিকে গমন করিলেন, আপনিও ক্রমে ক্রমে সেই পথে যাইতে লাগিলেন। কিন্তু সমভিব্যাহারী নগরপালের ভয়ে কেহই পরস্পর অভ্যর্থনা দ্বারা পূর্ব পরিচয় প্রকাশ করিলেন না।

কিয়দ্দূর গমন করিয়া মহারাষ্ট্রপতি দেখিতে পাইলেন, শ্রীমান্ রামদাস স্বামী কতিপয় শিষ্য সমভিব্যাহারে একটি বট বৃক্ষতলে উপবিষ্ট আছেন। মহারাজ মনে মনে তাঁহার চরণ বন্দন করিয়া তৎক্ষণাৎ পরামর্শাবধারণ করত নগরপালকে কহিলেন, অদ্য আর অধিক গমন করিব না—চল, বাসায় ফিরিয়া যাই—কিন্তু ঐ তেজঃপুঞ্জ ব্রহ্মচারীকে দেখিয়া স্মরণ হইতেছে, আমি পীড়িতাবস্থায় মানসিক সঙ্কল্প করিয়াছিলাম সুস্থ হইলে দেবার্চ্চনা করাইব, উহাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, যদি উনি স্বয়ং আমার স্বস্ত্যয়নের ভার গ্রহণ করেন তাহা হইলে কল্য প্রাতে বাসায় গমনের নিমন্ত্রণ করিয়া যাই। নগরপাল তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া রামদাস স্বামীকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি প্রথমতঃ অস্বীকৃত-প্রায় হইলেন, পরে শিবজী স্বয়ং যাইয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিলে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। নগরপাল পাছে কোন সন্দেহ করে, এই জন্যই রামদাস স্বামী প্রথমতঃ নিমন্ত্রিত হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, নচেৎ শিবজীর সহিত নিভৃতে সাক্ষাৎ হয় ইহা তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল। অতএব তিনি পরদিবস অতি প্রত্যুষেই মহারাষ্ট্রপতির আলয়দ্বারে উপস্থিত হইলেন, এবং নগরপাল অনতিবিলম্বে তাঁহাকে রাজসমক্ষে উপনীত করিল। গুরু শিষ্যে একত্র হইয়া যে কথোপকথন হইল, তাহার মর্ম এই—রামদাস স্বামী কহিলেন, আমি তীর্থ দর্শনে নির্গত হইয়া নানা দিদ্‌গেশ ভ্রমণান্তর মথুরাধীশ সন্দর্শনার্থ সশিষ্য আসিতেছিলাম, পথিমধ্যে প্রতিগমনকারী মহারাষ্ট্র সৈন্যপতির সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তৎপ্রমুখাৎ সমুদায় অবগত হই, এবং অবগত হইয়া মনে

মনে বিপদাশঙ্কায় শীঘ্র দিল্লীতে আসিয়া নানা স্থানে শিষ্য নিয়োজন করত মহারাজের সহিত সাক্ষাৎকার হইবার উপায় চেষ্টা করি,—এক্ষণে সেই চেষ্টা সফল হইয়াছে, অতঃপর আরঙ্গেবের শাঠ্যজাল হইতে মুক্ত হইবার উপায় কি? শিবজী কহিলেন, "যখন এই ঘোর বিপৎকালে আপনার সন্দর্শন পাইলাম, তখন অনুমান হয়, বিপদ উত্তীর্ণ হইতে পারিব। যাহা হউক অদ্যাপি কিছু স্থির নিশ্চয় হয় নাই, কিন্তু যেরূপ স্বস্ত্যয়নের ভান করিয়া আপনকার সহিত সংগোপনে সন্দর্শন হইল, বোধ হয়, এই উপায়েই কোন সুযোগ হইয়া উঠিবে।"

এইরূপ পরামর্শ হইলে রামদাস স্বামী প্রত্যহই প্রাতঃকালাবধি সায়ংকাল পর্যন্ত জপ পূজা হোমাদি কার্যে নিযুক্ত থাকিতে লাগিলেন, এবং নগরপালের যাবৎ হিন্দুজাতীয় অনুচরগণ শিবজীর আদেশানুরূপ বাজার হইতে বিবিধ দ্রব্যজাত আনিয়া স্বস্ত্যয়নের আয়োজন করিয়া দিতে লাগিল। আর পূজাবসানে নগরপালের নিযুক্ত প্রহরিগণ, কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই যথেষ্ট ভক্ষ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হওয়াতে মহারাষ্ট্রপতির এই কর্ম্ম তাহাদিগের সমূহ সুখাবহ হইয়া উঠিল। শিবজী ঐ সকল সামগ্রীর অনেক ভাগ নগরস্থ ব্রাহ্মণ সজ্জনদিগের বাটীতেও প্রত্যহ প্রেরণ করিতেন। এইরূপে প্রায় এক মাস বহির্ভূত হইল। কিন্তু শিবজী এই কাল মধ্যে কেবল আপনারই প্রস্থানের উপায় চিন্তা করিতেছিলেন এমত নহে, প্রিয়তমা রোসিনারার উদ্ধারার্থেও সবিশেষ চেষ্টা দেখিতেছিলেন। তাঁহার সেই চেষ্টা কি, এবং উহা কিরূপ সফল হইল, তাহা পরে প্রকাশ হইবে, এক্ষণে এইমাত্র বক্তব্য যে, তিনি রোসিনারাকে পাইবার সুযোগ কাল প্রতীক্ষা করিতেছিলেন বলিয়াই তাঁহার আপনার প্রস্থানের এত বিলম্ব হইতেছিল, নচেৎ ইতিপূর্ব্বেই তদুপায় নিশ্চিত হইত।

দশম অধ্যায়।

সম্রাটের জন্মতিথি উপলক্ষে রাজবাটী এবং রাজধানীতে মহাসমারোহে আনন্দ মহোৎসব হইতে লাগিল। মুসলমানেরা ভারত রাজ্য লাভ করিয়া এই স্থানেই নিবাস করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদিগের সহিত এতদ্দেশীয় লোকদিগের বিশিষ্টরূপ সংস্রব হইয়াছিল। এই হেতু উভয় জাতীয় লোকেরাই পরস্পর ব্যবহারের অনেক অনুকরণ করিয়াছিল। বিশেষতঃ মুসলমান বাদসাহেরা পূর্বকালীন হিন্দু সম্রাটদিগের ন্যায় অনেক আচরণ করিতেন এমত স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব বোধ হয় তাঁহারা বর্ষে বর্ষে নিজ নিজ জন্মতিথির উপলক্ষে আপনারা যেরূপ সুবর্ণ রজতাদির সহিত তুলিত হইতেন তাহা হিন্দু রাজাদিগের তুল্য পুরুষদানের অনুকৃতি হইবে, যেহেতু অপর কোন দেশীয় মুসলমান নৃপালদিগের মধ্যে ঐ রীতি প্রচলিত ছিল এমত বোধহয় না।

আরঞ্জেব ঐ দিন সুবর্ণ-নির্মিত তুলা যন্ত্রে উত্থিত হইয়া আপনি এক দিকে এবং ধান্যাদি নানা প্রকার শস্য অপর দিকে রাখিয়া তুলিত হইলেন। পরে তাম্র কাংস্যাদি ধাতু দ্রব্যের সহিত, অনন্তর সুবর্ণ রজতাদির সহিত, তৎপরে কিংখাপ শাল প্রভৃতি মহামূল্য বস্ত্রাদির সহিত এবং সর্বশেষে হীরক মণি মাণিক্যাদির সহিত তুলারূঢ় হইলেন। ঐ সময়ে নাগার খানায় বিবিধ বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল এবং প্রধান প্রধান রাজামাত্য এবং ওমরা সকল নানা প্রকার দ্রব্যজাত আনিয়া বাদসাহকে নজর দিতে লাগিলেন। বাদসাহও হেমনির্মিত কৃত্রিম বাদাম পেস্তা খর্জ্জুর লইয়া স্বহস্তে বিতরণ আরম্ভ করিলেন। অশ্বপালেরা দিল্লীশ্বরের সমক্ষে অশ্বশিক্ষার কৌশল প্রকাশ করিতে লাগিল। মাহুতেরা সুশিক্ষিত হস্তিযূথ আনিয়া বাদসাহকে সেলাম করাইতে লাগিল। এইরূপে রাজকর্মচারী সকলেই অপরিসীম আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

দিল্লীশ্বরের অন্তঃপুরেও অতি চমৎকার উৎসব হইতেছিল! প্রধান প্রধান অমাত্য এবং ওমরাদিগের মহিলাগণ ও দিল্লীবাসিনী অনেক বার যোষারাও সেই দিন বাদশাহের অন্তঃপুরে আগমন করিত। যাঁহারা বারবনিতাদিগের তাদৃশ স্থলে গমন হওয়া অসম্ভব বোধ করিবেন, তাঁহারা স্মরণ করুন যে, অদ্যাপি এমত অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহারা আপন আপন স্ত্রী পরিজনকে প্রায় মুসলমান বাদসাহদিগের ন্যায় দৃঢ়তররূপে অন্তঃপুরে নিরুদ্ধ করিয়া রাখেন, অথচ মধ্যে মধ্যে বাটীর ভিতরেও নেড়ীর কবি শ্রবণ করাইয়া স্ত্রীলোকদিগের চিত্ত কলুষিত করা নিতান্ত দূষ্যবোধ করেন না। বরং মুসলমান বাদসাহদিগের এই প্রশংসা করিতে হয় যে, তাঁহারা ঐ দিন অশ্রাব্য কাব্য সংগীতাদি শ্রবণার্থ বারবধূগণের আনয়ন করিতেন না। সেই দিন নিমন্ত্রিত স্ত্রীলোক সমস্ত স্ব স্ব প্রস্তুত রমণীয় শিল্প সামগ্রী লইয়া বাদসাহের অন্তঃপুরে যাইতেন। কেহ বা উত্তম জামদান কেহ বা সুদৃশ্য পসমী জুতা, কেহ বা বুটোকাটা শাটিন, কেহ বা কিংখাপনির্ম্মিত পরিচ্ছদ, কেহ বা স্বহস্ত প্রস্তুত আতর গোলাপাদি সুগন্ধি দ্রব্য, আর অনেকেই মোহনভোগ প্রভৃতি বিবিধ মিষ্টান্ন আনয়ন করিতেন। তথায় অন্য পুরুষমাত্রের যাওয়া নিষেধ ছিল। কেবল বাদসাহ স্বয়ং বা তাঁহার অন্তঃপুরবাসিগণ ক্রেতৃস্বরূপে ঐ মনোহর বাজারে বেড়াইতেন। ক্রয় বিক্রয় কালে কতই কৌতুক হইত। বাদসাহ কোন দ্রব্যটি মনোনীত করিয়া তাঁহার মূল্য নির্দ্ধারণার্থ কতই বিতণ্ডা করিতেন। একটি পয়সার দর প্রভেদ হইলেও বাক্য ব্যয়ের ত্রুটি হইত না। পরন্তু দ্রব্যটি গ্রহণ করিয়া তাহার মূল্য দিবার সময় যেন ভ্রান্তিক্রমে বিক্রয়িণীকে এক পয়সার পরিবর্ত্তে কখন এক খান সুবর্ণমোহর কখন বা বহুমূল্য হীরকখণ্ড প্রদান করিয়া যাইতেন।

সাজাহান নিজ রাজ্যকালে এই ব্যাপারে বিশিষ্ট আমোদ প্রকাশ করিতেন। রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া অবধি তাঁহার ঐ আমোদ ছিল না বটে, কিন্তু এইবার রোসিনারাকে অন্যমনস্ক করিবার আশয়ে অনেক অনুরোধ সহকারে তাঁহাকে সমভিব্যাহারে করিয়া ঐ মনোহর বিপণিস্থলে আনয়ন করিলেন। রোসিনারা কেবল পিতামহের অনুরোধ রক্ষার্থই আসিয়াছিলেন, নচেৎ আমোদ প্রমোদে তাঁহার মনস্তুষ্টি হইবার সম্ভাবনা ছিল না। যে অবধি শিবজী আরঞ্জেব কর্ত্তৃক সভাস্থলে অপমানিত হইয়া যান্ সেই

অবধি তাঁহার আন্তরিক সুখ সমুদায় অন্তর্হিত হইয়াছিল। তাঁহার অন্তর্মধ্যে কত দুঃখ ও কত শঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বলিয়া ব্যক্ত করা যায় না। পৃথিবীতে মনুষ্যমাত্রকেই বিবিধ দুঃখে দুঃখী হইতে হয়, কিন্তু কি স্ত্রী কি পুরুষ ইহাদের, ভক্তি ও স্নেহের উপযুক্ত পাত্রের প্রতি যদি কোন কারণ বশতঃ ভক্তি ও স্নেহের হ্রাস হইয়া যায় তবে, তাহাদিগকে যেমন দুর্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় তেমন যন্ত্রণা আর কাহাকেও ভোগ করিতে হয় না। রোসিনারা নিজ পিতার একান্ত অধর্ম মতি বুঝিয়া সেই মর্ম্মান্তিক দুঃখে দুঃখিতা ছিলেন। সুতরাং সামান্য আমোদ প্রমোদে তাঁহার দুঃখ শান্তি হইবার সম্ভাবনা কি?

তিনি দ্রব্য বিক্রয়িণীগণের কাহার সহিত বাক্যালাপ না করিয়া, পিতামহ সমভিব্যাহারে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণানন্তর পুনর্বার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের মানস করিয়াছেন এবং সাজাহানও তাঁহাকে আমোদিত করিতে না পারিয়া সেই চেষ্টায় ক্ষান্তপ্রায় হইয়াছেন, এমত সময়ে এক বারযোষা সমীপর্ত্তিনী হইয়া একটি অঙ্গুরীয় এবং উষ্ণীষ প্রদর্শনানন্তর সহাস্য বদনে কহিল, “বাদসাহ নন্দিনি! এই সকল দ্রব্যের মধ্যে কিছু ক্রয় করিতে ইচ্ছা হয়?—ইহা অনেক দূর হইতে আসিয়াছে, তুমি গ্রহণ করিলেই সার্থক হয়।” রেসিনারা শিবজীর হস্তে ঐ অঙ্গুরীয় এবং তাঁহার মস্তকে ঐ উষ্ণীষ অনেকবার দেখিয়াছিলেন, অতএব তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিয়া বারবনিতাকে কহিলেন “তুমি আমাদিগের সমভিব্যাহারে নিভৃতে আইস, দ্রব্যের মূল্য নিরূপণ করি।” বারবনিতা শুনিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারিণী হইল। পরে অন্য সকলের শ্রবণ ও দর্শনের অগোচর হইলে রোসিনারা ব্যগ্রতা সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি এই সকল সামগ্রী কোথায় কি প্রকারে পাইলে?” বার-যোষা কোন উত্তর না করিয়া সাজাহানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে রোসিনারা ঐ ইঙ্গিত দ্বারা তাহার ভাব বুঝিয়া কহিলেন “ইনি আমার পিতামহ, ইঁহার অজ্ঞাত কিছুই নাই তুমি নির্ভয়ে সমুদায় ব্যক্ত কর।” তখন বারবনিতা কহিতে লাগিল “যাঁহার এই সকল সামগ্রী তিনিই আমাকে এই স্থলে প্রেরণ করিয়াছেন এবং কহিয়া দিয়াছেন যে, যদি আপনি এতদিনেও তাঁহাকে বিস্মৃত না হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার সহিত প্রস্থানের উপায়

করুন। এইক্ষণে সকলই আপনার হাত, তাঁহার হাত কিছুই নাই।” রোসিনারা এই কথায় কোন উত্তর না করিতে করিতে সাজাহান কহিলেন “আমি অনুমতি প্রদান করিতেছি রোসিনারা! তুমি অবিলম্বে প্রস্থানের উপায় কর—আর উপায়ই বা বিশেষ কি করিতে হইবে—ইহার সহিত ছদ্মবেশে গমন করা অদ্য বড় কঠিন হইবে না।” রোসিনারা ক্ষণকাল অধোবদনে চিন্তা করিয়া পিতামহের কথার কোন উত্তর না করিয়া বার-যোষাকে পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি বলিতে পার, তিনি আপনার প্রস্থানের কোন উপায় করিতেছেন কি না?”

বার-বধূ কহিল—তাহা আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না, কিন্তু আমাকে কহিয়াছেন যে, “যদি তাঁহার সমভিব্যাহারিণী হইতে তোমার সম্মতি হয়, তবে এই রাত্রি শেষে অমুক স্থানে গিয়া তাঁহার সহিত দুইজনে মিলিত হইবো।” এই বলিয়া শিবজীর নির্দিষ্ট স্থানের নামটি রোসিনারার কর্ণে অতি মৃদুস্বরে কহিল। তাহা সাজাহানেরও শ্রুতিমূল সংলগ্ন হইল না। রোসিনারা তাহার তাদৃশ ব্যবহারে বিশিষ্ট তুষ্টা হইলেন এবং শিবজী নিজ নৈসর্গিক মহানুভবতাগুণে অন্য ব্যক্তিকে কেমন বদ্ধ করিতে পারেন, তাহা তাঁহার জানা থাকিলেও, তিনি অল্পকালের মধ্যেই দুশ্চারিণী বারবনিতাকেও এমত বিশ্বাসভাজন কি প্রকারে করিয়াছেন, ভাবিয়া আশ্চর্যম্মন্যা হইলেন। তিনি অনেকক্ষণ মৌনাবলম্বনে থাকিয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন “এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য কি?—অথবা কর্ত্তব্য আর কি আছে—ইহার সঙ্গেই দাসীবেশে প্রস্থান করি—কিন্তু তাহা কি উচিত হয়—পিতা আমার প্রতি অন্যায় এবং মহারাষ্ট্রপতির প্রতি অধর্মাচরণ করিয়াছেন এবং করিতেছেন—কিন্তু সেই জন্য কি আমিও অযথাচরণ করিব? না, আমার যাওয়া হইবে না—ভাল, একবার দেখা করিয়া আসিলেই বা হানি কি?—কিন্তু যদি যাইবার কালীন ধরা পড়ি—অথবা যাইবার পূর্বে ইহা কোন রূপে প্রকাশ হইয়া পড়ে, তবে আরঞ্জেব এই দোষ দিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণবধ করিবেন—আর এই স্ত্রীলোক আমাদিগের উভয়ের হিতকারিণী ইহার পক্ষেও অনিষ্ট ঘটিবে, কি করি?”

রোসিনারা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এই অবসরে সাজাহান একজন দাসীর একখানি পরিধেয় বস্ত্র স্বহস্তে আনিয়া উপস্থিত করিলেন এবং কহিলেন “আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, শীঘ্র এই পরিচ্ছদ ধারণ কর এবং ছদ্মবেশে বহির্গত হইয়া যাও, আমাকে স্মরণ রাখিও এবং নিশ্চয় জানিও যে, মৃত্যুকাল পর্যন্ত তোমার সদাচরণ আমার অন্তঃকরণ মধ্যে দেদীপ্যমান থাকিবে।” এই বলিতে বলিতে বৃদ্ধের অক্ষিদ্বয় সজল এবং বচন গদগদস্বর হইল। তিনি আর অধিক বলিতে পারিলেন না। রোসিনারা পিতামহের প্রদত্ত দাসীবেশটি একবার হস্তে লইয়া পুনর্বার রাখিয়া দিলেন, এবং মৃদুস্বরে কহিলেন “আমার যাওয়া কি উচিত হয়?” সাজাহান ব্যগ্র হইয়া উত্তর করিলেন, “কিসে অনুচিত?—সে ব্যক্তি তোমার প্রণয়বদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই এ পর্যন্ত আসিয়া ঘোর বিপদগ্রস্ত হইয়াছে; সে হিন্দু, তোমাকে বিবাহ করিলে তাহার জাতি নাশ হইবে তাহাও সে স্বীকার করিতেছে; এখানে তুমি এমন কি সুখে আছ যে, যাইতে অনিচ্ছা হয়।”—“অনিচ্ছা! আমার মনোমধ্যে যাইবার ইচ্ছা যে কি পর্যন্ত বলবতী হইয়াছে তাহা বক্তব্য নহে, অকর্তব্য বোধ হইলেও মন নিবারিত হইতেছে না, কিন্তু এইক্ষণেই আপনি যাহা বলিলেন তাহাতেই সেই ইচ্ছার কিঞ্চিৎ হ্রাস হইতেছে, কারণ, বিবেচনা করুন, যদি পিতা স্বেচ্ছাপূর্বক তাঁহার সহিত বিবাহ দিতেন, তবে পিতাই নিজ জামাতার প্রধান সহায় হইতেন, সুতরাং মহারাষ্ট্রপতির স্বজাতীয়েরা বিরক্ত হইলেও তাহারা তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিত না। কিন্তু আমি স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া তাঁহার সহিত মিলিতা হইলে দিল্লীশ্বর এবং মহারাষ্ট্র জাতি উভয়কেই শিবজীর শত্রু করা হইবে, সুতরাং আমা হইতেই সেই প্রণয়াস্পদের সমূহ বিপদ ঘটিবে, অতএব জানিয়া শুনিয়া এমত কর্ম কেমন করিয়া করিব।” সাজাহান এবং ঐ বারবনিতা উভয়ের কেহই জানিত না যে, যথার্থ প্রীতি কি অদ্ভুত পদার্থ! উহার আবির্ভাবে মনুষ্যের মনঃ একেবারে স্বার্থ শূন্য হয়। অতএব তাঁহাদিগের কেহই রোসিনারার বাক্য সম্পূর্ণরূপে হৃদ্‌গত করিতে পারিলেন না। না পারুন কিন্তু বৃদ্ধ-বাদসাহ তাঁহার যুক্তির ঐদার্য উপলব্ধি করিয়া কহিলেন—“তুমি বুদ্ধিমতী যাহা বিবেচনা সিদ্ধ হয়, কর—আমি ভাবিয়াছিলাম শিবজীর সহিত মিলিত হইলেই তুমি সুখভাগিনী হইবে—এবং তাহা হইলেই আমি নিরুদ্বেগে

দেহযাত্রা সম্বরণ করিতে পারিব, কিন্তু যদি না যাওয়াই সৎপরামর্শ হয় তবে ইহাকে যাহা বলিতে হয়, বলিয়া দিয়া বিদায় কর।” রোসিনারা অবিলম্বে বারবনিতাকে সেই স্থলে দণ্ডায়মান হইতে কহিয়া আপনি স্বগৃহে গমন করিলেন এবং স্বল্পক্ষণ মধ্যেই একটি লিপি আনিয়া তাহার হস্তে প্রদানান্তর আপনার হস্তাঙ্গুরীয়টি বার-যোষাকে সমর্পণ করিয়া তাহার হস্ত হইতে মহারাষ্ট্রপতির অঙ্গুরীয় গ্রহণ করিলেন। বারবনিতা বাদসাহপুত্রীকে প্রণাম করিয়া মনে মনে তাঁহার চরিত্র অনুধাবন করিতে করিতে বিদায় হইল।

একাদশ অধ্যায়।

মনুষ্যমাত্রেই স্ব স্ব জীবনবৃত্তান্ত পর্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারেন যে, উচিত, অনুচিত, বিবেচনাসিদ্ধ বা অসিদ্ধ এই পর্যন্ত নিরূপণ করাই মনুষ্যের আপনার হাত, কর্মের ফলাফল মনুষ্যের ইচ্ছার বশীভূত নহে তাহা সর্বনিয়ন্তা জগৎপিতারই অধীন। কত কত ব্যক্তি কত কত মহতী মন্ত্রণা সকল নিরূপণ করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই, আর কত কত স্থলে অতি সামান্য বুদ্ধির কর্ম করিয়াও জনগণ সুমহৎ ফল-ভাগী হইয়াছেন। অতএব সাধুশীল ব্যক্তিরা সর্বদাই ফল-সিদ্ধির উদ্দেশ্য না করিয়া আপনাদিগের কর্তব্য কর্ম সমুদায় নির্বাহ করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহারা কোন কার্যে ব্যর্থ-প্রযত্ন হইলেও অধিক ক্ষুব্ধ এবং কার্য সফল হইলেও গর্বিত হয়েন না। তাঁহারা অকৃতার্থ হইলে জগদীশ্বরের ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া সহিষ্ণুতা অবলম্বন করেন, এবং সফল-চেষ্টা হইলে তাঁহারই ধন্যবাদ করেন। কিন্তু দুষ্ট লোকেরা নিয়তই এমত সুখে বঞ্চিত হইয়া থাকে; তাহাদিগের দুষ্ট মন্ত্রণা সকল সিদ্ধ হইলেও দুঃখ এবং অসিদ্ধ হইলেও মনস্তাপ জন্মায়।

শিবজী, যে প্রকারে আরঞ্জেবের শাঠ্য জাল হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন এবং আরঞ্জেবেরও আপনার দুর্মন্ত্রণা সকল কতক সিদ্ধ হওয়াতে যে প্রকার অনুতাপ এবং কতক বিফল হওয়াতে তাঁহার যে প্রকার দুঃখ জন্মিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলেই পূর্বোক্ত কথাটি মনোমধ্যে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়া যায়। যে সময় বাদসাহের অন্তঃপুরে শিবজীর প্রেরিত গণিকা প্রবিষ্ট হইয়া রোসিনারার স্থানে পত্র এবং অঙ্গুরীয় গ্রহণ করিয়া বিদায় হয়, তাহারই কিয়ৎক্ষণ পরে বাদসাহ, যে ব্যক্তিকে জয়সিংহের বিনাশার্থ প্রেরণ করেন, সে এক পত্র হস্তে বাদসাহ সন্নিধানে উপস্থিত হইল। দিল্লীশ্বরদিগের এমত রীতি ছিল না যে, স্বহস্তে কাহারও স্থানে লিপি গ্রহণ করেন। শুদ্ধ সেই কর্মের জন্যই তাঁহাদিগের সমীপে দুইজন প্রধান ওম্রা নিযুক্ত থাকিতেন। কিন্তু আরঞ্জেব ঐ ব্যক্তির স্থানে অতিশয় ব্যগ্র হইয়া লিপি গ্রহণ করিলেন। তাহাতে

সমীপবর্তী সকলেরই অনুভব হইল যে, পত্রবাহক কোন অতি প্রদান কর্মেই নিযুক্ত হইয়া থাকিবে। বাদসাহ পত্রার্থ অবগত হইয়া ঈষৎ হাস্যবদনে নগরপালকে আনয়ন করিতে কহিয়া সত্বরে সভার কার্য সমাপনানন্তর অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। আরঞ্জেব কখনই কৌতুকপ্রিয় ছিলেন না, অতএব তাঁহার জন্মতিথির উপলক্ষে অন্তঃপুরে যেরূপ মোহনীয় বাজার হইত তিনি তাহাতে গমন করিয়াও অধিকক্ষণ আমোদ-প্রমোদ করিতেন না। বিশেষতঃ তখন প্রায় সায়ংকাল উপস্থিত। যে সকল স্ত্রীলোকেরা দ্রব্যাদি লইয়া আসিয়াছিল তাহারা প্রায় অনেকেই, যে যাহার আলয়ে গমন করিয়াছিল, আর যাহারা ছিল তাহারাও তদ্দিবসীয় কার্য সমাপন করিয়া স্ব স্ব বাটী গমনের উদ্যোগ করিতেছিল। অতএব বাদসাহ কোথাও বিলম্ব না করিয়া একেবারে একাকী রোসিনারার মহলে উপস্থিত হইলেন। আরঞ্জেব নিজ কন্যার আরক্ত চক্ষু, স্ফুরিত ওষ্ঠাধর ও বিমর্ষমুখাবয়ব প্রভৃতি লক্ষণে অনতিপূর্বেই তিনি ক্রন্দন করিতেছিলেন ইহা অনুভব করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি জন্য রোদন করিতেছিলে?" রোসিনারা ইহারই কিঞ্চিৎ পূর্বে শিবজীর সহিত গমনে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন—তাহাতে তাঁহার যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হইয়াছিল—আবার মহারাষ্ট্র দেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনাবধি বহুকাল হইল একবার মাত্র পিতার সন্দর্শন পাইয়াছিলেন, আর যে কখন পাইবেন এমত বোধও ছিল না, বিশেষতঃ যে পিতাকে তিনি পূর্বে তাদৃশ ভক্তি এবং শ্রদ্ধা করিতেন, তিনিই এক্ষণে তাঁহার সম্পূর্ণ ভয়ের আস্পদ হইয়াছিলেন, অতএব বাদসাহ হঠাৎ তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলে তিনি ভয়ে এবং দুঃখে একান্ত অধীরা হইয়া পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস ও অশ্রু ত্যাগ করিতে লাগিলেন; সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাদৃশ শোক-সূচক চিহ্ন সমস্ত গোপন করিতে সমর্থ হইলেন না, এবং আরঞ্জেব যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার কিছুমাত্র উত্তর প্রদান করিতেও পারিলেন না। বাদসাহ কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া পুনর্বার কহিলেন—"তুমি কি জন্য রোদন করিতেছ—আপনিই আপনার দুঃখ উপস্থিত করিয়াছ—ভাবিয়া দেখ, আমাদিগের বংশীয় কন্যাগণ প্রায়ই কাহাকেও বরমাল্য প্রদান করিতে পায় না, কিন্তু তোমার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ করিলাম বলিয়া উপযুক্ত পাত্রে সমপর্ণ করিবার মনন করিয়াছিলাম—সে যাহা হউক, যদি এক্ষণও তোমার দুর্বুদ্ধি গিয়া থাকে, তবে

পারস্য রাজতনয়ের সহিত তোমার সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করি—কিছু উত্তর করিলে না যে?—তবে বোধ হয় তোমার অসম্মতি নাই।”

রোসিনারা ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন “পিতঃ! আমি তোমার অসম্মতিতে কিছুই করিতে চাহি না—এই বংশীয় কন্যাগণের চিরকৌমারাবস্থা যেমন কপালের লিখন, আমারও তাহাই হউক—অন্যের সহিত আমার সম্বন্ধ নিবন্ধনে ক্ষান্ত হউন।” আরঞ্জেব সর্বদাই আপনার আন্তরিক ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিতেন, কিন্তু কেবল নিজ পরিবারের মধ্যে কেহ তাঁহার মতের অন্যথা করিতে চাহিলে বৈরক্তির পরিসীমা থাকিত না। বিশেষতঃ তিনি কেবল রোসিনারার অন্তঃকরণে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিবেন বলিয়াই তথায় আসিয়াছিলেন, অতএব বাদসাহ আত্মজার বাক্য শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন—“আঃ! পাপীয়সি তোর লজ্জাভয় সকলই গিয়াছে—তুই যে পামর দস্যুর কুহক মন্ত্রের বশীভূতা হইয়াছিস্ তাহার জীবন সত্ত্বে তোর এই দুর্বুদ্ধি যাইবার উপায় নাই, অতএব এই দণ্ডে তাহার ছিন্ন মস্তক তোর সমীপে প্রেরণ করিব—তোর দোষেই সে নিহত হইবে!” রোসিনারা এই দারুণ বাক্য শ্রবণ মাত্র পিতার পাদমূলে নিপতিতা হইলেন এবং নিতান্ত ব্যাকুলিত হইয়া কহিলেন “তাত! ক্ষমা করুন—আপনি যাহা বলিবেন আমি তাহাই করিব। আপনি সেই ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন, অতিথির প্রাণবধ করিবেন না, তাহাকে স্বদেশে যাইবার অনুমতি দিউন—আমি আর যত কাল বাঁচিব ভুলিয়াও আপনার মতের বিপরীতাচরণ করিতে চাহিব না।” আরঞ্জেব বিকট হাস্য সহকারে উত্তর করিলেন, “তবে তুমি পারস্য রাজতনয়ের ধর্মপত্নী হইতে স্বীকার করিলে?” “আমি সকলই স্বীকার করিলাম, কিন্তু আমি অপরাধ করিয়া থাকি আমারই দণ্ড বিধান করুন, আমার দোষে অপরের দণ্ড করিবেন না।” নিষ্ঠুর আরঞ্জেব কন্যার এই সকল বচনে কিছুমাত্র দয়ার্দ্রচিত্ত না হইয়া উত্তর করিলেন—“শুন, রোসিনারা! তুমি আমার উপরোধ রক্ষা কর নাই—আমার কথা বড় নয় সেই দস্যুর প্রাণই তোমার মনে বড় বোধ হইয়াছে—স্বচক্ষে তোমাকে তাহার বিনাশ দেখিতে হইবে, এবং আমি যাহার সঙ্গে বলিব তাহাকেই বিবাহ করিতে হইবে।”

বাদসাহের প্রমুখাৎ এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া রোসিনারা বিচেতনা হইয়া পড়িলেন। কিন্তু আরঞ্জেব আত্মজাকে তদবস্থ রাখিয়াই সত্বরে অন্তঃপুর হইতে বহির্দ্দেশে আগমন করিলেন।

বাদসাহ অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইবামাত্র পূর্বাহূত নগরপাল সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যথাবিধানে অভিবাদনাদি করিল। বাদসাহ তাহাকে সরোষবচনে শিবজীর মস্তক আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন।

আরঞ্জেব ক্ষণকাল সেইখানেই দাঁড়াইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন—"আর কি! —আমার ত সকল মানসই সুসিদ্ধ হইল—পুত্র আমার আদেশানুসারে বিদ্রোহের ভান করিয়া সকলের অবিশ্বস্ত হইয়া উঠিয়াছে—অতএব সে আর কখন কাহার বিশ্বাস্য হইবে না—জয়সিংহও, সত্য হউক মিথ্যা হউক, সেই বিদ্রোহে মিলিত হইতে চাহিয়াছিল, অতএব সে পরীক্ষায় ঠেকিয়াই প্রাণ হারাইয়াছে—তাহাতে আমার পাপ কি?—বিদ্রোহীকে কোন্ রাজা দণ্ড না করিয়া থাকেন—বিষ দ্বারাই হউক আর বধ্যভূমিতে ঘাতকের শস্ত্র দ্বারাই হউক, জীবন বিনাশ একই পদার্থ—আর এতক্ষণে শিবজীরও নিধনসাধন হইল, সে ব্যক্তি পূর্বাবধিই আমার শত্রু আছে এবং বিশেষতঃ সে আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে, অতএব সে অবশ্যই দণ্ডার্হ—আরঞ্জেব! তুমি এত দিনের পর সত্য সত্যই দিল্লীশ্বর বাদসাহ হইলে, এত দিনে তোমার সিংহাসন নিষ্কণ্টক হইল।" দিল্লীশ্বর এইরূপে চিন্তা করিতেছেন এবং তাদৃশ গুরুতর সমস্ত পাপ জনিত প্রবল, অনুতাপাগ্নিকে মনে মনে ব্যর্থযুক্তিরূপ বারিকণা দ্বারা নির্বাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এমত সময়ে নগরপাল ঊর্ধ্বশ্বাসে আসিয়া বাদসাহের পদতলে নিপতিত হইল। আরঞ্জেব নগরপালের তাদৃশ অবস্থা দেখিয়াই আপনার মন্ত্রণার বৈফল্য অনুভব করত যে, কি পর্যন্ত বিষাদে নিমগ্ন হইলেন তাহা কথনীয় নহে। কিন্তু দিল্লীশ্বর, অত্যন্ত প্রত্যুৎপন্নমতি ছিলেন, ইচ্ছা করিলেই দুঃখ ক্রোধ ভয়াদি নিবারণ করিয়া সুস্থির চিত্তে বিবেচনা করিতে পারিতেন। অতএব বাদসাহ অল্পক্ষণ মধ্যেই প্রকৃতিস্থ হইয়া নগরপালকে সমীপবর্ত্তী একজন সেনাপতির হস্তে

সমর্পণ করত স্বয়ং অশ্বপৃষ্ঠাবলম্বনে শিবজীর বাসাবাটীর প্রত্যভিমুখে ধাবমান হইলেন। অমাত্যবর্গও বাদসাহের সমভিব্যাহারী হইল, এবং মহারাষ্ট্রপতির পলায়ন বার্ত্তা প্রচার দ্রুত হওয়াতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি মহাকোলাহল পুরঃসর সেই দিকেই ধাবমান হইতে লাগিল।

বাদসাহ কিয়দ্দূর গমন করিয়াছেন, এমত সময় দেখিতে পাইলেন, নগরপালের কতিপয় অনুচর এক ব্যক্তিকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া আনয়ন করিতেছে। বাদসাহ দূর হইতে ঐ ব্যক্তির পরিচ্ছদাদি দেখিয়া অনুভব করিলেন সেই মহারাষ্ট্রপতি শিবজী হইবে। অতএব অশ্ববেগ সম্বরণ করিলেন। কিন্তু ঐ সকল লোক নিকটবর্ত্তী হইলে বন্দীর মুখাবয়ব দ্বারা বোধ হইল যে, সে শিবজী নহে। পরে সে ব্যক্তিও বাদসাহ সমীপে আনীত হইবামাত্র উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল "রক্ষা কর, রক্ষা কর, আমি কিছুই জানি না, আমাকে ব্যর্থ তাড়না করিতেছে।" পরে প্রকাশ হইল যে, ঐ ব্যক্তি নগরপালেরই একজন অনুচর; শিবজীর পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া তাহার খট্টায় শুইয়া ঘোরতর নিদ্রায় অভিভূত ছিল, নগরপাল তাহাকে মহারাষ্ট্রপতির খট্টায় শয়ান দেখিয়া একেবারে উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হইয়া আপনি তৎক্ষণাৎ বাদসাহের নিকট আইসে এবং উহাকেও পরে আনয়ন করিতে আদেশ করে। আরঙ্গেব এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া এবং ঐ ব্যক্তির প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "অনুমান হয়, এই ব্যক্তিকে অতিরিক্ত কোন মাদকদ্রব্য সেবন করাইয়া শিবজী ইহার সহিত পরিচ্ছদাদি পরিবর্ত্তনানন্তর ছদ্মবেশে প্রস্থান করিয়াছে, কিন্তু এক্ষণে অধিকদূর যাইতে পারে নাই; তাহাকে ধৃত করিতে হইবে—নচেৎ;—আমার অন্য কোন হানি নাই, কেবল যথাযোগ্য প্রসাদ না লইয়া গেলে বাদসাহী পদের অগৌরব করা হয়—তোমরা কেহ, বলিতে পার, সে কি জন্য এমত কৌশল করিয়া পলায়ন করিল?—আমার অনুভব হয় যে, সে সভাতে আমার সাক্ষাতে মিথ্যা কহিয়াছিল, অতএব রাজা জয়সিংহের নিকট হইতে লিপি আসিলেই পাছে সেই মিথ্যা প্রচার হয় এই ভয়ে পলায়ন করিয়াছে—যাহা হউক, এক্ষণে রাজা জয়সিংহ তাহার নিকট কিছু প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন কি না, তাহা প্রমাণ করিবারও আর উপায় নাই—অদ্য এক

লিপি প্রাপ্ত হইয়াছি তদ্দ্বারা জানিলাম আমার পরম হিতকর চিরসুহৃৎ জয়পূরাধিপতি জয়সিংহ হঠাৎ পীড়াগ্রস্ত হইয়া শিবিরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন—হায়! তাঁহার ন্যায় আমার হিতকারী আর কে হইবে?" কপটমতি আরঞ্জেব এই কথা বলিতে বলিতে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। চাটুকার অমাত্যগণ, আকাশাভিমুখ হইয়া বাদসাহের বাক্য দৈববাণীর ন্যায় ভক্তিপ্রদর্শনপূর্বক আকর্ণন করিতে লাগিল। জনসাধারণ আরঞ্জেবের কৌটিল্যে মুগ্ধ হইয়া ভাবিল—"আহা! বাদসাহ কি করুণ হৃদয়!"—প্রাচীন অমাত্যগণ যাঁহারা আরঞ্জেবের মন্ত্রণার ভুক্তভোগী ছিলেন, তাঁহারা কেবল নির্নিমেষ দৃষ্টিতে বাদসাহের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন, নিজ নিজ মুখাবয়বে সুখ দুঃখ কোন ভাবই প্রকটিত করিলেন না। আর যে সকল আমাত্য, মৃত রাজা জয়সিংহের প্রতি বাদসাহের মনে মনে মৎসরভাব ছিল, ইহা জানিতেন, তাঁহারা কেহ কেহ বাদসাহের কর্ণগোচর হয় এমত করিয়া মৃদুস্বরে 'কাফের' (বিধর্মী) এই শব্দটি দুই একবার উচ্চারণ করিলেন।
আরঞ্জেব নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াও এইরূপ কৌশল সহকারে মনের ভাব সকল গোপন করত ভৃত্যদিগের উপর যথাবিহিত আদেশ প্রদান করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পথিমধ্যে পুনঃ পুনঃ তাঁহার এই ভাবনা হইতে লাগিল।—"হায়! যদি শিবজী ধরা না পড়ে তবে সকল চেষ্টাই বিফল হইল। কেনই বা জয়সিংহকে হনন করিলাম! কেনই বা এই দুর্বহ পাপের ভার আরও বৃদ্ধি করিলাম! জয়সিংহ ত বৃদ্ধ হইয়াছিল, আর কিছুদিন হইলেই কালবেশে লোকান্তর গমন করিত—হায়! তাদৃশ সেনাপতিই বা আর কোথায় পাইব।"

দ্বাদশ অধ্যায়৷

সেই দিন নিশীথ সময়ে পূর্বোক্ত বীরাঙ্গনা একাকিনী সেতুদ্বারা যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিল৷ সেই দিক্ প্রাচীন দিল্লী, তথায় অনেকানেক ভগ্ন প্রাসাদ এবং বৃহৎ বৃহৎ দেবালয় সকল অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে৷ তৎকালে এখনকার অপেক্ষা আরও অধিক ছিল৷ ঐ স্থানে একটি মনুষ্যেরও গমনাগমন নাই৷ কেবল স্থানে স্থানে শৃগালাদি হিংস্র জন্তুরই উপদ্রব আছে৷ যাহা হউক ঐ স্ত্রী একাকিনী নিঃশঙ্কহৃদয়ে ঐ স্থান দিয়া গমন করত কিয়ৎদূর অন্তরে একটি ভগ্ন দেবালয়ে প্রবেশ করিল৷ তথায় মহারাষ্ট্রপতি তাহাকে দর্শন করিয়া সম্ভাষণপুরঃসর জিজ্ঞাসা করিলেন—"সংবাদ কি? অথবা সংবাদই আর কি জিজ্ঞাসা করি—তুমি একাকিনী আসিয়াছ—তবে আমার সকল যত্নই বিফল হইয়াছে৷" বার-নারী উত্তর করিল—"হাঁ মহারাজ! আপনকার চেষ্টা বিফল হইয়াছে বটে, কিন্তু যাহা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি তাহা মুখে বর্ণন করিয়া আর কি জানাইব, এই পত্র এবং অঙ্গুরীয় গ্রহণ করিয়া সমুদায় অবগত হউন৷" শিবজী ব্যস্ত হইয়া গ্রহণ করিলেন এবং সেই অঙ্গুরীয় যে, রোসিনারারই অঙ্গুরীয় তাহা জানিতে পারিয়া কহিলেন—"তবে বাদসাহপুত্রীর সহিত তোমার সন্দর্শন হইয়াছে—তিনি কি বলিলেন? কেমন আছেন? আমার প্রদত্ত সামগ্রী সকল দেখিয়াই কি চিনিতে পারিয়াছিলেন? না তোমাকে পরিচয় দিতে হইয়াছিল? আর তাঁহার আগমনেরই বা কি প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল, সমুদায় একেবারে বল৷" স্ত্রী উত্তর করিল "মহারাজ! সেই বাদসাহপুত্রীর ন্যায় উদার চরিত্রা কামিনী কখন দেখি নাই শুনি নাই—যাহা ঘটিয়াছে আনুপূর্বীক্রমে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন" এই বলিয়া বারবনিতা সমুদায় বর্ণন করিলে শিবজী চমৎকৃত হইলেন, পরে বহুক্ষণ অধোবদনে চিন্তা করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করত কহিলেন "রোসিনারা অন্যায় বিবেচনা করিয়াছেন—যদি তাহার নিমিত্ত আমার রাজ্য বিভব সমুদায় যাইত তথাপি আমি সুখী হইতাম—তাদৃশ সহধর্মিণী সমভিব্যাহারে অরণ্য-বাসেও অসুখ নাই৷" বার-যোষা কহিল "মহারাজ! যাহা বলুন কিন্তু বাদসাহপুত্রী উচিত কর্মই

করিয়াছেন—এবং তিনি উচিত করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার সমুদায় গুণ আপনার অনুভূত হইতেছে।”

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এবং শিবজী আপনি দুই একদিন সেইখানেই থাকিয়া রোসিনারাকে আনয়নার্থ পুনর্বার যত্ন করিবেন এমত পরামর্শ করিতেছেন, এমত সময়ে শ্রীমান্ রামদাস স্বামী তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি এই ব্যাপারের বিন্দু বিসর্গও জানিতেন না। অতএব ঐ বারবনিতাকে দেখিয়া তাঁহার বিস্ময় বোধ হইল। শিবজী শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার চরণ বন্দন পূর্বক কহিতে লাগিলেন “মহাশয়ের অনুমতি ব্যক্তিরেকে একটি কর্মে হস্তার্পণ করিয়াছিলাম, তাহা সুসিদ্ধ হয় নাই—আর আপনকার নিকট আমার দোষ গুণ কিছুই অব্যক্ত নাই, অতএব শ্রবণ করুন”—এই বলিয়া মহারাষ্ট্রপতি সংক্ষেপে রোসিনারা সম্বন্ধীয় তাবদ্বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া কহিলেন। রামদাস স্বামী তৎশ্রবণে ঈষৎ কোপযুক্ত হইয়া বলিলেন— “আমি মহারাষ্ট্রে ইহার কিছু শ্রবণ করিয়াছিলাম—তথায় কেহ কেহ এমত কথাও কহিত যে, তুমি স্বদেশের স্বাধীনতা সাধনে তাদৃশ উৎসাহশীল নহ।—অর্থাৎ যদি আরঞ্জেব তোমার সহিত সন্ধি করেন তবে তাঁহার মণ্ডলেশ্বর হইতেও তোমার নিতান্ত অনিচ্ছা নাই।—তখন ঐ সকল কথায় আমার তাদৃশ বিশ্বাস হয় নাই।—কিন্তু এই ব্যাপার শ্রবণে সেই লোকপ্রবাদ নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হইতেছে না।— এমত উদার-প্রকৃতি হইয়াও যে, স্ত্রীলোকের প্রণয়পাশে একান্ত বদ্ধ হইবে, ইহা না দেখিলেই বা কিরূপে বিশ্বাস হইবে।—বাদসাহপুত্রী যে, স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া আসিলেন না ইহাই ক্ষেমঙ্কর করিয়া মানি।” শিবজী এই সকল কথার কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া অধোবদন হইয়া রহিলেন। তখন রাম-দাস স্বামী ঐ বারবধূর স্থানে সমুদায় বিবরণ শ্রবণ করিলেন, শ্রবণ করিয়া অতি আশ্চর্য বোধ করিয়া কহিলেন “মহারাজ! আমি অন্যায় করিয়াছি—বাদসাহপুত্রীর যেরূপ বিবেচনা শুনিলাম, তাহাতে আমারও অন্তঃকরণে তৎপ্রতি ভক্তির উদয় হইতেছে, তিনি সামান্য স্ত্রী নহেন এবং তুমি সেই জন্যই তাঁহার প্রতি প্রণয়বদ্ধ হইয়াছ—আমি তজ্জন্য তোমার নিন্দা করিয়া ভাল করি নাই—যদি অনুমতি হয়, তবে তাঁহার প্রেরিত পত্রী পাঠ করিয়া শ্রবণ

করাই।” শিবলী তৎক্ষণাৎ ঐ পত্র গুরুদেবের হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং তিনি সেই স্থানে তৎক্ষণাৎ অগ্নি প্রজ্বলন করিয়া পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন।

“হে মহারাষ্ট্ররাজ!—হে প্রিয়তম!—আমি কি বলিয়া তোমাকে সম্বোধন করিব—আর কি বা লিখিব কিছুই নিশ্চয় করিতে পারি না।—তুমি আমার মন জান কি না বলিতে পারি না—কিন্তু আমি তোমার মন জানি। অতএব আমি যে জন্য তোমার সমভিব্যাহারিণী হইলাম না, তাহা ব্যক্ত করিয়া কহিলেই বুঝিতে পারিবে এবং আমার প্রতি অক্রোধ হইবে। আমি আর অধিক কি বলিব—তুমিই আমার স্বামী, তাহার চিহ্নস্বরূপ আমার হস্তাঙ্গুরীয় তোমার অঙ্গুরীয়ের সহিত বিনিময় করিলাম—অতএব অদ্যাবধি আমাদিগের বিবাহ সম্পন্ন হইল।—কিন্তু আমি তোমার সমভিব্যাহারিণী হইলে তোমার বাস্তবিক আন্তরিক মানস সিদ্ধ হওনের অনেক প্রতিবন্ধক হইবে—এই ভাবিয়া আমি আপনাকে স্বামী-সহবাস সুখে বঞ্চিত করিলাম।—যদি বল, আমাকে লইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হইলেও তুমি দুঃখিত হও না—সে কথাতেও আমার অবিশ্বাস নাই—কিন্তু মনে করিয়া দেখ, শুদ্ধ রাজা হওয়া মাত্র তোমার মনের মানস নহে।—অতএব আমি যেমন নিজ স্বামীর ভাবী মনোদুঃখ ভাবিয়া তাঁহার সহবাসে আপনাকে বঞ্চিত করিলাম, তেমনি তুমিও স্বজাতি-বাৎসল্য প্রযুক্তি নিজ জায়াকে পরিত্যাগ করিলে। অধিক লিখিবার ক্ষমতা নাই—একান্ত অধীনা—রোসিনারা।”

রামদাস স্বামী এই পত্র পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, “মহারাজ! ভূমণ্ডলে যে এতাদৃশ উদারচরিতা কামিনী আছে, তাহা আমি জানিতাম না—মহারাজ! যাঁহারা প্রাণ বিসর্জন দ্বারা পাতিব্রতী রক্ষা করেন তাঁহারাও ইহার ন্যায় পতিপরায়ণা নহেন—মহারাজ! আমি অনুমতি করিতেছি আপনি ঐ অঙ্গুরীয় গ্রহণ করুন—এবং যদি শাস্ত্র সত্য হয়, তবে পরজন্মে এই বাদসাহ কন্যাই আপনকার সহধর্মিণী হইবেন ইহার সন্দেহ নাই।”

সম্পূর্ণ